খতমে নবুওয়াত

ও

আহ্‌মদীয়া জমাআত

[সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেবের 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকার ইল্‌মী সমালোচনা]

আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নযীর লায়েলপুরী

প্রকাশক ঃ
আল্-হাজ মুহাম্মদ সুলায়মান
সেক্রেটারী, মাল
পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়া
৪, বক্সী বাজার রোড, ঢাকা—১

অনুবাদক ঃ এ, এইচ, এম্ আলী আন্‌ওয়ার
সম্পাদক, 'পাক্ষিক আহ্‌মদী'

মূল্য ২·০০ পয়সা

মুদ্রাকর ঃ
এস, ইউ, খান
শাহ্‌জাহান প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্
৯৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা—২

দুটি কথা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সাহেবের উর্দুতে লেখা 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকা বাঙলা ভাষায় তর্জমা করিয়া পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হইতেছে। উহার ভূমিকায় ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখা হইয়াছে যে, 'দ্বীন সম্পর্কে মুসলমানদের চরম অজ্ঞতা' এবং খতমে নবুওয়াত সম্বন্ধে তাহারা 'পুরাপুরি ওয়াকেফহাল' না থাকার কারণে বর্তমান যুগে যে এক 'নূতন নবুওয়াতের' দাবীর মাধ্যমে "উম্মতের মধ্যে" ব্যাপকহারে গোমরাহীর অভিযান চালান হইতেছে, সেই গোমরাহীর স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য এই পুস্তকের রচনা ও প্রচার।

এক রাজনৈতিক দলের নেতা হইয়া সাইয়েদ সাহেবের ধর্ম সংস্কারে মতি বাস্তবিকই বিচিত্র।

সইায়েদ সাহেব প্রমুখ বহু আলেম পাক-ভারতে থাকা সত্ত্বেও তাঁহার উক্তি অনুযায়ী উম্মতে মোহাম্মদিয়া দীন সম্বন্ধে 'চরম অজ্ঞ' কিরূপে হইল এবং সেই অজ্ঞতা দূর করিবার তাঁহারা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এত আলেম উলামা থাকা সত্ত্বেও যখন মুসলমানগণ চরম অজ্ঞ হইয়া গেল, তখন তাহাদিগকে ধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ করিবার উপায় কি? আল্লাহ্-তা'লার নিয়মে এইরূপ সময়েই নবীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। আলেমগণের ব্যর্থতাই নবীর আগমনের অন্যতম কারণ। মানব জাতি ধর্ম সম্বন্ধে যখন 'চরম অজ্ঞ' হইয়া যায় এবং যুগের আলেম উলামাগণ ঐ অজ্ঞতা দূর করার বিষয়ে উদাসীন বা অক্ষম হন,

তখন আল্লাহ্-তা'লা ধর্ম বিষয়ে চরম জ্ঞান সম্পন্ন নবী প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই যুগেও তাহাই ঘটিয়াছে। মসিহ্ ও মাহ্দী রূপে হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ আলাইহেস্ সালাম এর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার অন্তর্গত হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের দাস হিসাবে তাঁহার উম্মত হইতেই তাঁহার উম্মতের সংশোধনের জন্য এবং তাঁহার শরিয়তকে বিনা কমি-বেশীতে বিশ্বে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আবির্ভূত হন।

কিন্তু সাইয়েদ মওদূদী সাহেব এক "নূতন" নবুওয়াতের উল্লেখ করিয়াছেন। আবার "উম্মতের মধ্যে" শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। "নূতন" এবং 'উম্মতের মধ্যে" দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ কথা। এ যুগে "নূতন" নবুওয়াতের কে দাবী করিয়াছেন, তিনি তাহা লিখেন নাই এবং আমাদেরও জানা নাই। হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্সালাম কাদিয়ানী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সম্পূর্ণ অধীন, উম্মতি ও জিল্লি নবুওতের দাবী করেন। তিনি উম্মতের মধ্যেরই। তাহার "নূতন নবুওয়াতের" দাবী নাই। তিনি নূতন উম্মত গঠন করেন নাই।

সাইয়েদ মওদূদী সাহেব যদি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পুস্তিকাখানি লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহা পণ্ডশ্রম হইয়াছে বলিতে হইবে। তিনি কি হযরত মির্যা সাহেব আলাইহেস্ সালামের দাবী পাঠ করেন নাই? কাহারও দাবী পাঠ না করিয়া সমালোচনা করা, সমালোচনার নীতি বিরুদ্ধ কাজ। পক্ষান্তরে, যদি তিনি সব জানিয়া শুনিয়া এ

কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কি সত্য আলেমের পরিচয় দিয়াছেন? যাঁহার যে দাবী নাই, তাঁহার প্রতি সে দাবী অরোপ করা কি সমীচীন হইয়াছে?

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ আলাইহেস্‌ সালাম উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্য হইতে 'উম্মতি জিল্লী নবী' হওয়ার দাবী করেন। যদি এরূপ নবুওয়াতের বিরুদ্ধে সাইয়েদ সাহেবের আপত্তি থাকে, তাহা হইলে এইরূপ নবীর আগমন বিষয়ে পবিত্র কোরআন এবং হাদিস মূলে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে চৌদ্দ শত বৎসর ব্যাপী শীর্ষ স্থানীয় আলেম, আউলিয়া ও বুজুর্গানে দ্বীনের যে সুস্পষ্ট অভিমত আছে, তাহা প্রথম খণ্ডন করা সাইয়েদ সাহেবের কর্তব্য ছিল। তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে উক্ত অভিমতের জন্য যে ফাৎওয়া সাব্যস্ত করিবেন, উহা ঘোষণা করিয়া তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে আগে জনমত গঠন করা কর্তব্য ছিল। ইহা করিলে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এর বিরুদ্ধে আর তাঁহাকে পরিশ্রম করিতে হইত না। তাঁহার উদ্দেশ্য আপনা আপনি সিদ্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু ইহা না করায় দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সাইয়েদ সাহেব মুসলমানদিগকে "দ্বীন সম্পর্কে চরম অজ্ঞ" মনে করিয়া তাহাদিগের মধ্যে 'ব্যাপকভাবে গুমরাহীর অভিযান' চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইভাবে সস্তা সওদায় তাহাদিগকে স্বমতে ও স্বপক্ষে আনিয়া তিনি তাহাদিগের ঘাড়ে বন্দুক রাখিয়া স্বীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহেন বলিয়াই মনে হয়।

সাইয়েদ সাহেব স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) এর জীবিত থাকা সম্বন্ধে বিশ্বাসী নহেন! এমতাবস্থায় তাঁহার পুস্তিকায় হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমনের নিশ্চয়তা দান "দ্বীন সম্পর্কে চরম

অজ্ঞ'' মুসলমানদিগকে সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা প্রলোভন দেওয়া ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

বনী-ইস্রাইল বংশের হযরত ঈসা (আঃ) মৃত। তিনি শুধু বনী-ইস্রাইলগণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বাধীন নবুওতে ভুষিত নবী এবং মোহাম্মাদী শরীয়ত গৃহের বাহিরের নবী ছিলেন। এমতাবস্থায় সকল অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তিনি পুনরায় আসিলে কোরআনের আয়াত অনুযায়ী তিনিও 'বনী-ইস্রাইলদের বাহিরে' গিয়া ধর্ম প্রচার করিতে পারিবেন না। মোহাম্মদী শরীয়ত গৃহবাসীদের জন্য তিনি ও তাঁহার শরীয়ত 'নুতন' এবং মোহাম্মদী শরীয়ত ও উহার অনুগামীগণও তাঁহার জন্য 'নুতন' হইবে। কিন্তু মুসলমানের ঘরে জন্মিয়া ইসলামী শরীয়ত পূর্ণরূপে ধারণ ও পালনকারী কেহ নবী হইলে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও নবুওত 'নুতন' হয় না। এই অভিমতই গত চতুর্দশ শত বৎসর ব্যাপী বুজুর্গাণ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। অথচ সাইয়েদ সাহেব ঘরের মানুষকে মনগড়াভাবে 'নুতন' আখ্যা দিয়া তাঁহাকে মানিতে নিষেধ করিয়া 'বাহিরের' মানুষকে অযথা 'আপন' বলিতে প্ররোচনা দিয়াছেন। যিনি আসিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করিয়া যিনি কখনও আসিবেন না, তাঁহার জন্য তাহাদিগকে তিনি সুনিশ্চিত প্রতীক্ষায় বসাইয়া রাখিতে চাহেন। ধর্মের পোষাকে ইহা চমৎকার রাজনীতি! যাহারা অজ্ঞ, অশিক্ষিত, তাহারা ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু শিক্ষার গরিমা যাঁহারা বহন করিয়া করেন, তাঁহারা যখন কুশিক্ষার ধুম্রজাল সৃষ্টি করিয়া অজ্ঞদের ঠকাইয়া 'উদ্দেশ্য সিদ্ধ' করিতে চাহেন, তখন সত্যই 'পৃথিবীর জন্য' দুর্দ্দিন।

সত্যই যদি আজ মুসলমানগণ দ্বীন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইত এবং খতমে নবুওতের তাৎপর্য সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল হইত,

তাহা হইলে সাইয়েদ সাহেব পরস্পর বিরোধী কথা বলিয়া মুসলমানদিগকে বিভ্রান্ত করিবার সাহস করিতেন না। প্রত্যেক নবীর যুগেই আলেমগণ নবীকে না মানার জন্য অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। আজও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

বিখ্যাত আল্লামা কাযী নযীর আহ্‌মদ সাহেব লায়েলপুরী 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকায় লিখিত ভ্রান্ত ও বিকৃত যুক্তিগুলিকে পবিত্র কোরআন, হাদিস ও বুজুর্গাণে দ্বীনের প্রাঞ্জল বাণী দ্বারা খণ্ডন করিয়া সত্যকে দেদীপ্যমান করিয়া দিয়াছেন। উক্ত পুস্তক 'নাযের সাহেব এসলাহ্-এরশাদ, রাবওয়াহ্' মূল উর্দুতে প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙলা-ভাষীদের গোচরার্থে উহার বঙলা অনুবাদ ও প্রকাশ করা হইল।

আমরা দোয়া করি আল্লাহ্-তা'লা সাইয়েদ মওদূদী সাহেবকে সুমতি ও ন্যায় বিচার দিন এবং সত্য গ্রহণ করিয়া ইস্‌লামের সহীহ্ খেদমত করার তৌফিক দিন—মুসলমান ভাইগণকে সকল বিভ্রান্তি হইতে রক্ষা করুন এবং তাঁহাদিগকে সত্যকে চিনিবার ও গ্রহণ করিবার তৌফিক দিন। আমীন! ইতি—

খাকসার

মোহাম্মদ শামসুর রহমান
এল, এল, বি (লণ্ডন) বার-এট-ল,
সেক্রেটারী ইস্‌লাহ্ ও ইর্‌শাদ
পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়া।
১৬-১১-৬২

ভূমিকা

মৌলবী আবুল আলা মওদুদী সাহেব প্রাদেশিক ও জাতীয় এসেম্বলীর নির্বাচন উপলক্ষে আহ্‌মদীয়া জামাআতের বিরুদ্ধে তাঁহার পুস্তিকা 'খতমে নবুওয়াত' বহুল পরিমাণে ছাপাইয়া জন সাধারণের মধ্যে বিলি করিয়া আহ্‌মদীয়া জমাআতের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছেন যে, আহ্‌মদীয়া জমাআত 'খতমে নবুওয়াত' অস্বীকার করে এবং এই প্রকারে তিনি মুসলিম জন সাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়াইবার চেষ্টা করেন। যাহা হউক, নির্বাচন শেষে এখন আমি এই পুস্তিকার সমালোচনা প্রকাশ করিতেছি, যাহাতে ইহার ধর্মীয় উদ্দেশ্যের মধ্যে কেহ কোন প্রকার রাজনৈতিক গন্ধের সন্ধান না করেন। আহ্‌মদীয়া জমাআতের প্রতিষ্ঠাতার উক্তি অনুযায়ী আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস এই যেঃ

(ক) "আমরা এই কথার উপর সম্পূর্ণ ইমান রাখি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছেঃ 'ওলাকির্ রাসুলাল্লাহে ও খাতামান্-নাবীয়ীন'।" ('এক গলতিকা ইযালা,' ১৯০১ খৃঃ সন)

(খ) "আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম খাতামুল্ আম্বিয়া এবং তাঁহার পর এমন নবী নাই, যিনি তাঁহার আলোকে আলোকিত নহেন এবং যাঁহার আবির্ভাব তাঁহার আবির্ভাবের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ নহে।" ('আল্-এস্তেফ্‌তাহ্,' ২২ পৃঃ, ১৯০৭ খৃঃ সন)

এই উম্মতের আলেম সমাজও নবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের হাদিস অনুযায়ী মাসিহ মওউদকে 'নবী' মানিয়া আসিতেছেন এবং এক দল মুসলমান 'মসিহের নযুল' সম্বন্ধীয়

হাদিস হইতে 'ইমাম মাহ্দী' ঈসা আলাইহেস্ সালামের 'মসিল' হইবেন বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন। ('এক্তেবাসুল্ আন্ ওয়ার,' ৫২ পৃঃ)

আহ্মদীয়া জমাআতও এই সত্যের উপর কায়েম আছে যে, কোরআন মজীদের পরিষ্কার উক্তি অনুযায়ী হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম ওফাত পাইয়াছেন এবং মসিহ নাযেল হওয়ার অর্থ তাঁহার 'মসিলের' (বা 'অনুরূপ ব্যক্তির') আগমন।

আয্হার ধর্মীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেক্টার, অত্যন্ত উচ্চ স্থানীয় আলেম আল্লামা মাহমুদ সেলতুত লিখিয়াছেন ঃ

> "কোরআন করীম এবং সহিহ্ ও নির্ভর যোগ্য হাদিস হইতে আমরা এমন কোন প্রমাণ পাই না, যাহার উপর ঈসা আলাইহেস্ সালামের স্বশরীরে আকাশে উত্তোলিত হওয়া—এখন পর্যন্ত সেখানে জীবিত থাকা এবং আখেরী জামানায় পৃথিবীতে পুনরাগমন কাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকা সম্বন্ধে বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করা যাইতে পারে।" ('মুজাল্লাতুল্ আয্হার,' ফেব্রুয়ারী. ১৯৬০ খৃঃ সন)

আল্লামা মাহমুদ সেলতুতের পূর্বে মিসর দেশের মুফতি আল্লামা রাশিদ রিযা মরহুম বলিয়াছেন ঃ

> "হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম হিন্দুস্তানে হিজরত পূর্বক তথায় মৃত্যু হওয়া বিচার, বুদ্ধি ও পুরাবৃত্তের বিরোধী নহে।" (রেসালা 'আল্-মিনার,' ১৫ জেলদ, ৯০০—৯০১ পৃঃ)

আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

> "আহ্মদীগণের এই ধর্মীয় বিশ্বাস যে হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম এক জন মরণশীল মানুষের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার দ্বিতীয় আগমনের অর্থ 'রুহানীভাবে তাঁহার মসিল' আসিবেন, কতকটা যুক্তি সঙ্গত" ('আযাদ' ৬ই এপ্রিল, ১৯৫১ খৃঃ সন; 'তহ্রীকে-আহ্মদীয়ত ও খতমে-নবুওত')

মওদুদী সাহেবকে আহ্বান ঃ

মওদুদী সাহেব তাঁহার পুস্তিকায় হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের স্বশরীরে আকাশ হইতে অবতরণের আশ্বাস দিতেছেন। আকাশ হইতে স্বশরীরে তাঁহার অবতরণ তবেই সম্ভবপর ছিল, যদি স্বশরীরে তাঁহার আকাশে গমন ও তথায় জীবিত থাকা প্রমাণিত হয়। সুতরাং আমরা মওদুদী সাহেবকে মসিহ্ আলাইসেস্ সালামের জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে লিখিতভাবে আলোচনা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি, যদিও আমাদের আশা নাই যে মওদুদী সাহেব ইহার জন্য প্রস্তুত হইবেন। কেননা তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন ঃ

> "মসিহ্ (আঃ) জীবিত থাকা এবং স্বশরীরে আকাশে উত্তোলিত হওয়া নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন নহে এবং কোরআনের বিভিন্ন আয়াত হইতে এ বিষয়ে প্রতীতি জন্মে না।" ('আচ্ছর বক্তৃতা,' ২৮শে মার্চ, ১৯৫১ খৃঃ সন)

যখন তাঁহার স্বশরীরে আকাশে গমন সম্বন্ধে মওদুদী সাহেবের বিশ্বাস জন্মায় নাই, তখন তাঁহার স্বশরীরে আকাশ হইতে অবতরণ সম্বন্ধে তিনি জন সাধারণের মধ্যে কি ভাবে আশ্বাস বাণী প্রচার করিতে পারেন ?

যদি মওদুদী সাহেব এই ফায়সালার জন্য রাযী না হন, তবে পরিস্কারভাবে বুঝা যাইবে যে, তাঁহার পুস্তিকা-খানি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রস্তুত। আহ্মদীগণের ধর্ম মত সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করার উদ্দেশ্য তাঁহার নয়, বরং আহ্মদীয়া জমাআতের বিরুদ্ধে ফিৎনা জন্মান তাঁহার এক মাত্র উদ্দেশ্য।

খতমে নবুওয়াত ও আহ্‌মদীয়া জমাআত

মৌলবী আবুল আলা মওদুদী সাহেব হালেই এক খানা পুস্তিকা 'খতমে নবুওয়াত' নাম দিয়া লিখিয়াছেন। এই পুস্তিকায় তিনি হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম সোজা আসমান হইতে অবতরণ করিবেন বলিয়া মুসলমানগণকে ভিত্তিহীন আশা দিয়া হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামকে নবুওত-চ্যুত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, যেন এতদ্বারা তিনি 'খাতামান্-নাবীয়ীন' আয়েতের তাঁহার উদ্দিষ্ট অর্থ শুধু 'শেষ নবী' (আখেরী নবী) করিতে পারেন। অথচ সব 'উলামায় উম্মত' প্রতিশ্রুত মসিহ্‌কে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের "তাবে নবী" (অধীন, অনুবর্তী নবী) এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে 'শেষ শরীয়ত-দাতা' ও 'শেষ স্বাধীন নবী' বলিয়া সর্বদা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। আহ্‌মদীয়া জমাআত এই সকল অর্থেই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে "শেষ নবী" বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু মৌলবী মাওদুদী সাহেব তাঁহার কাল্পনিক অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু ফিৎনার উদ্দেশ্য নিয়া আহ্‌মদীয়া জমাআতকে 'খাত্‌মে নবুওয়াত অস্বীকারকারী' নির্দেশক্রমে 'কাফের' নির্ধারণ করেন। অথচ তাঁহার কল্পিত অর্থ ঠিক বলিয়া ধরা হইলে 'সমগ্র উলামায় উম্মত' যাঁহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর আগেকার নবী হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে নবুওত-বিচ্যুত হইয়া আসিবার আকিদাকে

সহি বলিয়া মনে না করিয়া বরং এইরূপ বিশ্বাসকে 'কুফর' বলিয়া মনে করেন, খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন।

মৌলবী মওদুদী সাহেবের এই সন্দর্ভ শিক্ষিত, আলোক-প্রাপ্ত মুসলমান এবং আল্লামা ইকবাল পন্থিগণ—যাঁহারা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে ওফাত প্রাপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তিনি সাক্ষাৎ আসমান হইতে নাযেল হইবেন বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের নিকট আশ্চর্য জনক বলিয়া বোধ হইবে। 'খাতামুন্-নাবীয়ীন' সংক্রান্ত আয়েতের অর্থ সম্বন্ধে উলামায় উম্মতের সহিত আহ্মদীয়া জমাআতের এই মৌলিক ঐক্য রহিয়াছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম 'শেষ শরীয়ত-দাতা' এবং 'শেষ স্বাধীন নবী'। তাঁহারা এবিষয়েও এক মত যে প্রতিশ্রুত মসিহ্ এক দিক দিয়া 'উম্মতি' এবং অন্য দিক দিয়া 'নবী'। উল্লিখিত উলামাগণের সহিত আহ্মদীয়া-জমাআতের মতানৈক্য শুধু প্রতিশ্রুত মসিহের ব্যক্তিত্ব নিরূপণ লইয়াঃ সমাগত প্রতিশ্রুত মসিহ্ কি মূলতঃ হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম? না, তাঁহার অনুরূপ, তাঁহার রঙে রঙীণ ও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের উম্মতের কোন ব্যক্তি বিশেষ? এই মতানৈক্য 'খত্মে নবুওতের' অর্থ নিয়া নহে। মতভেদ শুধু প্রতিশ্রুত উম্মতি নবীর 'স্বরূপ নিরূপণ' নিয়া। উলামায় উম্মত এ বিষয়ে এক-মত যে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত তত্ত্ব অধিকাংশ স্থলেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার পর প্রকাশিত হয়। কাজেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার পূর্বে উহার বিশেষ অর্থ সম্বন্ধে মতৈক্য থাকিলেও তাহা 'এজ্মায়ে উম্মত' বা উম্মতের সর্ববাদী সম্মত মত বলা যায় না।

মৌলবী মাওদুদী সাহেব 'খাতামুন্-নাবীয়ীন' সংক্রান্ত আয়েতের তফসীর করিতে গিয়া কোরআন শরীফ হইতে

তাঁহার এই তফসীরের সমর্থনে একটি আয়েতও পেশ করিতে পারেন নাই। অথচ এইরূপ অভিনব তফসীর ইতঃপূর্বে যাহা কেহ করিতে পারে নাই, উহা একমাত্র আল্লাহ্-তা'লারই করার অধিকার ছিল। কিন্তু মৌলবী সাহেব তাঁহার কল্পিত অর্থের সমর্থনে কোরআন শরীফে একটি আয়েতও খুঁজিয়া পান নাই। তিনি কোন কোন হাদিসের বিকৃত অর্থ দিয়া তাঁহার পুস্তিকায় এই বলিতে চাহিয়াছেন যে, 'খাতামুন্-নাবীয়ীন' সংক্রান্ত আয়েত এবং বিভিন্ন হাদিস দ্বারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর নবুওত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হওয়া প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু তাঁহার এই ধারণা সম্বন্ধে তিনি এতই গৌরব বোধ করেন যে, তিনি যেন তাঁহার কল্পিত অর্থ খোদা-তা'লাকে পর্যন্ত মানিতে বাধ্য করিতে পারেন! দৃষ্টান্ত স্থলে তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"তর্কের খাতিরে যদি একথা মেনে নেয়া যায় যে নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্ত আছে এবং কোনো নবী আসার পর আমরা যদি নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্তে তাঁকে অস্বীকার করে বসি, তাহলে ভয় থাকতে পারে এক মাত্র আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসাবাদের! কিন্তু কিয়ামতের দিন তিনি আমাদের নিকট থেকে এ সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করলে, আমরা সোজাসুজি উল্লিখিত রেকর্ডগুলি তাঁর আদালতে পেশ করবো। অন্ততঃ প্রমাণ হয়ে যাবে যে, (মায়াজাল্লাহ) আল্লাহর কিতাব এবং রসুলের সুন্নাতই আমাদেরকে এই কুফুরীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছে! আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, এই সব রেকর্ড দেখার পর কোনো নতুন নবীর ওপর ঈমান না আনার জন্য 'আল্লাহ আমাদিগকে শাস্তি দেবেন না।" ('খত্মে নবুওয়াত', বাঙলা সংস্করণ ৩৭—৩৮ পৃঃ, উর্দু ৩৩ পৃঃ)

মৌলবী মওদুদী সাহেবের কত বড় দুঃসাহাসিকতা যে, আল্লাহ্-তা'লা মুহাম্মদীয়া উম্মতের মধ্যে কোন নবী পাঠাইলে

তিনি তাঁহাকে অস্বীকার পূর্বক এই আশা রাখেন যে, তিনি খোদা-তা'লার কেতাব এবং রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সুন্নাতের উপর দোষারোপ করিয়া খোদা-তা'লার জিজ্ঞাসাকে ব্যর্থ করিবেন। 'ইন্নালিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহে রজেউন'।

ইহুদিগণের রেকর্ড

যদি এই প্রাকার ওজর আপত্তি খোদা-তা'লার হুজুরে করা ঠিক হয় এবং তদ্বারা মানুষ খোদাতা'লার শাস্তি ব্যর্থ করিতে পারে, তবে ইহুদীরাও ঠিক এই প্রকার রেকর্ড তাহাদের নিষ্কৃতির জন্য খোদা-তা'লার হুজুরে পেশ করিতে পারে। তাহারাও বলিতে পারে যে, তাহারা খোদাতা'লার প্রেরিত মসিহ্কে এ জন্য গ্রহণ করে নাই যে তাহাদের সর্বজন মান্য কেতাব 'রাজাবলীতে' লিখিত আছে "এলিয় ঘূর্ণ বায়ুতে স্বর্গে উঠিয়া গেলেন" (২ 'রাজাবলী', ২ঃ ১২) এবং 'মালাখী নবীর' কেতাবে মসিহের আবির্ভাবের পূর্বে এলিয়ের আগমন অত্যাবশ্যক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ('মালাখী' ৪ঃ ৬) যিশু এই যে ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন যে, এলিয়ের পুনরাগমন অর্থে যোহন—তথা হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহেস্ সালামের আগমন বুঝায়, তৎ-সম্বন্ধে তাহারা বলিবে যে তাহারা তাহা মানে না। কারণ তাহাদের কেতাবে পরিষ্কার লিখিত আছে যে, এলিয় আকাশে গমন করেন এবং প্রতিশ্রুত মাসিহের পূর্বে পুনরাগমন করিবেন। ইহা ছাড়া ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে ইহাও লিখিত ছিল যে, 'প্রভু মসিহ্ তাঁহার পিতা দাউদের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন।' কিন্তু যিশু বলিলেন যে, এ দুনিয়ার রাজ্য তাঁহার নয়—তাঁহার হইতেছে স্বর্গ-রাজ্য। সুতরাং, ইহুদীরা বলিবে

যে, তাহাদের বিপথগামী হওয়ার কারণ খোদা ও তাঁহার রসুল-গণের ভবিষ্যদ্বাণী। এ জন্য তাহারা মসিহ্‌কে অস্বীকার করায় তাহাদিগকে শাস্তি দিবার তাঁহার কোনই অধিকার নাই।

প্রশ্ন

মওদুদী সাহেব কি বলিতে পারেন যে, খোদা-তা'লার সম্মুখে এই প্রকার রেকর্ড উপস্থিত করিলে ইহুদীগণ হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের মসিহীয়ত ও নবুওত অস্বীকারের সাজা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে? যদি নহে, তবে তিনি তাঁহার কল্পিত রেকর্ড উপস্থিত পূর্বক কোরআন মজীদের 'খাতামুন্-নবীয়ীন' সংক্রান্ত আয়েত এবং কোন কোন হাদিসের বিকৃত অর্থ করিয়া খোদা-তা'লার 'মুওয়াখাযা' বা শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন কি ভাবে? তাঁহার কল্পিত রেকর্ড কখনো তাঁহার সাহায্য করিবে না। খোদা-তা'লা কোরআন করীমের আয়াত ও রসুল (দঃ) এর আহাদিস উপস্থিত পূর্বক তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন। কারণ কোরআন করীমের আলোকে শুধু 'শরীয়ত-বাহী নবুওত' এবং 'স্বাধীন নবুওত" আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের দ্বারা বন্ধ হইয়াছে—উম্মতি নবুওতের দ্বার বন্ধ হয় নাই। উম্মতি নবির আগমনের সম্ভাবনার স্বপক্ষে কোরআন মজীদ ও আহাদিসের কোন কোন স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন আল্লাহ্-তা'লা কোরআন করীমের এই সকল আয়াত এবং আহাদিসের রেকর্ড তাঁহার সম্মুখে রাখিবেন, তখন মৌলবী আতুল আ'লা মওদুদী সাহেব খোদা-তা'লার হুজুরে কি জবাব পেশ করিবেন জানি না।

তাঁহার সেই জবাব শোনার জন্য আমরা অগ্রহান্বিত। নিম্ন-বর্ণিত রেকর্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক তিনি তাঁহার উত্তর দিন।

প্রতিবাদ মূলক রেকর্ড

(১)

আল্লাহ-তা'লা কোরাআন করীমে বলেন :—

و من يطع الله و الرسول فاولئك مع
الذين انعم الله عليهم من النبين و الصديقين
و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا
(سورة نساء ع ٩)

অর্থাৎ, "যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূল (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম)-এর (পূর্ণ) অজ্ঞানুবর্তিতা করে, তাহারা তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত যাহাদিগকে আল্লাহ্-তা'লা পুরস্কৃত করিয়াছেন, অর্থাৎ নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহ। আর উহারাই তাহাদের উত্তম সাথী।" [সুরাহ্ নেসা, রুকু ৯]

এই আয়েতে বলা হইয়াছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পয়রবীর দ্বারা মানুষ সালেহিয়তের মকাম হইতে নবুওতের মোকাম পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে। যদি এই আয়েতের এ অর্থ করা হয় যে, খোদা-তা'লা ও রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের আজ্ঞানুবর্তিগণ শুধু বাহ্যিকভাবে নবীগণের সহিত থাকিবেন এবং নবী হইবেন না, তবে এই ব্যাখ্যাই অন্য 'তিনটি দর্জার'

জন্যও করিতে হইবে এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের অনুবর্তী শুধু বাহ্যিকভাবে সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহগণের সঙ্গে থাকিবেন—স্বয়ং সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহ্ হইবেন না। এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়। কারণ, ইহা আঁ-হযরতের মহান শানের স্পষ্ট বিরোধী যে, তাঁহার অনুবর্তিতার দ্বারা কেহই সিদ্দিক শহীদ এবং সালেহ পর্যন্তও হইতে পারিবে না—কেবল মাত্র বাহ্যিকভাবে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিবে। অথচ উম্মতে মুহাম্মদীয়ার অনুবর্তিগণ এই পৃথিবীতে 'সময় ও স্থানের' দিক দিয়া পূর্ববর্তী পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে থাকা অসম্ভব ব্যাপার বটে। তারপর, আলোচ্য আয়েতের "ফা-উলায়েকা মা'আল্লাযীনা আন্‌আমাল্লাহু আলাইহিম" অংশটি আরবী কাওয়াইদ অনুসারে "জুম্‌লা ইস্‌মিয়া", যাহা 'নিত্যবৃত্ত বর্তমান' ('এস্তেমরার') এর প্রতি নির্দেশ করে। অর্থাৎ, এই পৃথিবীতেও তাঁহাদের সঙ্গে থাকা বুঝায়। সুতরাং, এই পৃথিবীতে সঙ্গে থাকা অর্থ ঐ সকল মর্যাদা লাভ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইমাম রাগেবের তফসীর

আমাদের কৃত এই অর্থের সমর্থন ইমাম রাগেব রহ্মতুল্লাহে আলাইহের তফ্‌সীরে পাওয়া যায়। 'তফ্‌সীর বাহ্‌রুল্ মুহীতে' লিখিত আছে ঃ—

و الظاهر ان قوله من النبيين تفسير للذين
انعم الله عليهم فكانه قيل من يطع الله و الرسول
منكم الحقه الله بالذين تقدمهم ممن انعم الله
عليهم . قال الراغب ممن انعم الله عليهم من

الفرق الاربع في المنزلة والثواب النبي بالنبي والصديق بالصديق والشهيد بالشهيد والصالح بالصالح - (تفسير بحر المحيط - جلد ٣ صفحة ٢٨٧ - مطبوعه مصر)

অনুবাদঃ—"প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্-তা'লার বাক্য মিনান্ নবীয়ীনা' হইতেছে 'আন্আমা আলাইহিম'-এর তফসীর। অন্য কথায় বলা হইয়াছে যে, তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও রসুলের আজ্ঞানুবর্তিতা করিবে, আল্লাহ্-তা'লা তাহাকে পুরস্কার-প্রাপ্ত পূর্ববর্তী লোকদের সহিত যোগ করিবেন। রাগেব বলিয়াছেন, ইহার অর্থ ঐ চারি সম্প্রদায়ের সহিত মর্যাদায় ও পুণ্যে যোগ করিবেন, যাঁহা-দিগকে তিনি পুরস্কৃত করিয়াছেন। এই প্রকারে তোমাদের মধ্যে যিনি নবী হইবেন, তাঁহাকে নবীর সহিত মিলিত করিবেন এবং যিনি সিদ্দীক হইবেন. তাঁহাকে সিদ্দীকের সহিত মিলিত করিবেন এবং শহীদকে শহীদের সহিত মিলিত করিবেন এবং সালেহ্কে সালেহের সহিত।" ['তফ্সীর বাহ্রুল্-মুহীত', তৃতীয় জেলদ, ২৮৭ পৃঃ, মিসরে মুদ্রিত সংস্করণ]

এই উদ্ধৃতিতে ইমাম রাগেব আলাইহের্ রহ্মত النبي بالنبي । ('নবী নবীর সহিত') বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই উম্মতের 'নবী' পূর্ববর্তী নবীগণের সহিত মিলিত হইবেন—যেমন এই উম্মতের 'সিদ্দিক' সিদ্দিকগণের সহিত, এই উম্মতের শহীদ পূর্ববর্তী শহীদগণের সহিত এবং এই উম্মতের সালেহ্ পূর্ববর্তী সালেহ্গণের সহিত শামিল হইবেন। অন্য কথায়, তাঁহার তফ্সীর অনুসারে মুহাম্মাদীয় উম্মতের জন্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের অনুবর্তিতায় নবুওতের দরজা

খোলা আছে। নচেৎ ঐ নবীগণ হইবেন কে, যাঁহারা ইমাম রাগেব আলাইহের্ রহমতের তফসীর অনুযায়ী নবীগণের পংক্তিতে যোগদান করিবেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন

এখন আমাদের প্রশ্ন: কোরআন করীমের এই আয়েত এবং ইমাম রাগেব আলাইহের্ রহমতের এই তফসীর বিদ্যমান থাকা অবস্থায় মওদুদী সাহেব 'খাতামান্ নাবীয়ীন' সংবলিত আয়েতের অর্থ কিরূপে নিছক 'আখেরী নবী' গ্রহণ করিতে পারেন? এই উদ্ধৃতির আলোকে তো উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় উম্মতি নবী আগমনের সম্ভবপরতা প্রমাণিত হয়। এখন মওদুদী সাহেব বলুন যে, খোদা-তা'লা কিয়ামতের দিন তাঁহার 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকার রেকর্ড উপস্থিত করিলে, তাঁহাকে এই আয়েত অনুযায়ী কি অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারিবেন না?

(২)

আরো এক আয়েতে আল্লাহ্-তা'লা বলেন:

يا بنى ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون
عليكم ايتى فمن اتقى و اصلح فلا خوف عليهم
و لا هم يحزنون- (اعراف ع ٤)

অর্থাৎ, "হে আদম সন্তানগণ, যখনি তোমাদের মধ্যে হইতে তোমাদের নিকট রসূল আসিয়া তোমাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করিবেন, তখন যাহারা প্রকৃত

ধর্মপরায়ণ হইয়া আত্ম-সংস্কার সাধন করিবে, তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা কোন খেদ করিবে না।"
[সুরাহ্ আরাফ্, রুকু ৪]

এই আয়েতের পূর্ববর্তী আয়েতগুলিতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের মাধ্যমে মানব জাতিকে قل ('বল') বলিয়া কতিপয় ধর্ম উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মাবন জাতিকে সম্বোধন পূর্বক বলা হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে যখনি তাহাদের মধ্যে হইতে রসুল তাহাদের নিকট আসিবেন, তখন যাহারা প্রকৃত ধর্মশীলতা সহকারে আত্ম-সংস্কার সাধন করিবে, তাহারাই জয়ী হইবে।

পূর্ববর্তী এক আয়েতে আল্লাহ্-তালা বলিয়াছেন ঃ

يا بنى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد -

"হে আদম সন্তানগণ, প্রত্যেক মসজিদের নিকটবর্তি হইবার সময় নিজকে সজ্জিত করিবে।"

আরবেরা উলঙ্গ হইয়া কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করিত। সেই জন্য এই আয়েত অবতীর্ণ হয়।

ইমাম জালালুদ্দিন সাইয়ুতি ইহার তফ্সীর করিয়াছেন ঃ—

فانه خطاب لاهل ذالك الزمان و لكل من بعدهم - (تفسير اتقان - جلد ٢ - صفحة ٣٤ - مصرى)

অর্থাৎ, "আদম সন্তানগণ দ্বারা সেই সময়কার ও পরবর্তী লোকদিগকে বুঝায়।" ['তফ্সীরে ইত্তেকান']

সুতরাং, আলোচনাধীন আয়েতেও "আদম সন্তানগণ" দ্বারা সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন পূর্বক তাহাদের মধ্যে রসুলদিগকে পাঠাইবার ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আল্লামা বায়যাবী তাঁহার প্রণীত তফসীরে বলেন :—

اتيان الرسل امر جائز غير واجب

(تفسير بيضاوى مجتبائى جلد ٢ - صفحه ١٥٤)

অর্থাৎ, "রসুলগণের আসা 'জায়েয' (অর্থাৎ, সম্ভবপর) 'ওয়াযেব' (অর্থাৎ জরুরী) নয়।" ['তফসীরে বয়য়বী']

সুতরাং, যেহেতু এই আয়েত দ্বারাও রসুল আসার সম্ভাবনা প্রমাণিত হয়, খোদা-তা'লা কি মওদুদী সাহেব রচিত রেকর্ড উপস্থিত করায় এই আয়েত দ্বারা তাঁহাকে অভিযুক্ত করিতে পারিবেন না ?

এ সম্পর্কে আরো বহু আয়াত উপস্থিত করা যায়। কিন্তু আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে এই দুই আয়াতই যথেষ্ট বিবেচিত হইব।

(৩)

নবী করীম সাঃ আঃ হইতে বর্ণিত হাদিসে আছে :—

عن ابن عباس قال لما مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان له مرضعا فى الجنة ولو عاش لكان صديقا نبيا -

(ابن ماجه جلد ١ - كتاب الجنائز - صفحه ٢٣٧ مصرى)

অর্থাৎ, হযরত ইব্‌নে আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলালাহে ও সাল্লামের পুত্র ইব্‌রাহীমের ওফাত হওয়ার পর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম জানাযার নামায পড়াইয়া বলিলেন :

"বেহেশ্‌তে তাহার জন্য এক জন স্তন্য-দায়িকা ধাত্রী আছে।" আরো বলিলেন, "সে জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই সিদ্দিক নবী হইত।"

[ইব্‌নে মাজা কিতাবুল্‌ জানায়েয]

এই হাদিস 'ইব্‌নে মাজাতে' আছে। ইহা 'সেহাহ্‌ সেত্তার' অন্যতম কেতাব। উপরোক্ত হাদিস তিনটি বিভিন্ন ধারাবাহিক উপায়ে বর্ণিত হইয়াছে। 'শেহাব আলাল্‌-বয়েযাবী, ৭ম জেল্‌দ, ১৭৫ পৃষ্ঠায় এই হাদিস সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

اما صحة الحديث فلا شبهة فيه لانه رواه ابن ماجة و غيره

অর্থাৎ, "এই হাদিসের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। কারণ, ইহা ইব্‌নে-মাজা প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন।"

হযরত ইমাম আলী, আল্‌কারী হানাফী ফেকাহ্‌র এক জন অতি বড় ইমাম। তিনি এই হাদিস সহযোগে নবুওতের সম্ভাবনা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

لو عاش ابراهيم وصار نبيا وكذا لو صار عمر نبيا لكانا من اتباعه عليه السلام -

অর্থাৎ, "ইব্‌রাহীম জীবিত থাকিলে এবং নবী হইলে এবং সেই প্রকারে হযরত উমর (রাযিঃ) নবী হইলে —তাঁহারা দুই জনই 'তাঁহার (দঃ) অনুবর্তীই' থাকিতেন।"

['মাওযুআতে কবির,' ৫৮ পৃঃ]

তারপর, তাঁহার নবী হওয়া 'খাতামুন্‌-নাবীয়ীন্‌' সংক্রান্ত আয়েতের বিরুদ্ধ না হওয়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

فلا يناقض قوله تعالى خاتم النبيين اذ المعنى

انه لا ياتى بعده نبى ينسخ ملته ولم يكن من امته

(موضوعات كبير - صحفه ٥٩)

অর্থাৎ, "তাঁহার নবী হওয়া খোদা-তা'লার বাক্য 'খাতামুন্-নাবীয়ীনের' বিরোধী নয়। কারণ 'খাতামুন-নাবীয়ীন্' অর্থ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর এমন নবী আসিতে পারেন না, যিনি তাঁহার শরীয়ত 'মনসুখ' (রহিত) করিবেন এবং তাঁহার উম্মত হইতে হইবেন না।" ['মাওযুআতে কবীর']

রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পুত্র সাহেবযাদা ইব্রাহীম হিঃ ৯ সনে ওফাত প্রাপ্ত হন এবং খাতামুন্-নাবীয়ীন সংক্রান্ত আয়েত হিজরী ৫ সনে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অন্য কথায়, 'খাতামুন্-নাবীয়ীন' সংক্রান্ত আয়েত অবতরণের পাঁচ বৎসর পর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিলেন যে, তাঁহার পুত্র ইব্রাহীম জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই নবী হইতেন। ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের মতে তিনি নবী না হওয়ার কারন তাঁহার অকাল মৃত্যু এবং 'খাতামুন্-নাবীয়ীন' আয়েত অবতীর্ণ হওয়ায় নহে। যদি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পর তাঁহার অনুবর্তী নবী আসিতে 'খাতামুন্-নাবীয়ীন' সংক্রান্ত আয়েত পরিপন্থী হইত, তাহা হইলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম কখনো বলিতেন না যে, তাঁহার পুত্র ইব্রাহীম জীবিত থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই নবী হইতেন; বরং তিনি বলিতেন, "ইব্রাহীম জীবিত থাকিলেও নবী হইত না। কারণ, ইহাতে 'খাতামুন্ নাবীয়ীন সংক্রান্ত আয়েতের বাধা আছে।"

ইমাম আলী আল্-কারী এই হাদিসের ব্যাখ্যায় 'খাতামুন্-নাবীয়ীন'-এর অর্থের দুইটি শর্ত নির্ধারণ করিয়াছেন। প্রথম,

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর এমন কোন নবী আসিতে পারেন না, যিনি তাঁহার শরীয়ত 'মনসুখ' (রহিত) করিবেন। দ্বিতীয়, তাঁহার পর এমন কোন নবী আসিতে পারেন না, যিনি তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে হইবেন। অন্য কথায়, ইমাম আলী আল্-কারী আলাইহের রহমতের মতে 'খাতামুন্-নাবীয়ীন' সংক্রান্ত আয়েত শুধু অমুসলমানগণের মধ্য হইতে কেহ নবী হওয়া রোধ করে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের অনুবর্তিতা দ্বারা মুহাম্মদীয় উম্মতে কেহ নবী হওয়া রোধ করে না।

(৪)

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিয়াছেন :—

ابو بكر افضل هذه الامة الا ان يكون نبى (كنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق)

অর্থাৎ, "ভবিষ্যতে কোন নবী হওয়া বাদে আবু বকর (রাযিঃ) এই উম্মতে সকলের শ্রেষ্ঠ।" [কান্যুল্ হাকায়েক]

(৫)

আরো এক হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে :—

ابو بكر خير الناس بعدى الا ان يكون نبى - (كنزل العمال - جلد ٦ - صحفه ١٣٨ وطبرانى و ابن عدى فى الكامل بحواله جامع الصغير للسيوطى)

অর্থাৎ, "হযরত আবু বকর আমার পর সব মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতে আগমনকারী কোন নবী ব্যতিত।"

[কান্যুলুল্-উম্মাল, 'ইব্নে আদ্দি', 'জামে-উস্-সাগীর']

৩—

এই উভয় হাদিসে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম : الا ان يكون نبى

('ভবিষ্যতে আগমনকারী কোন নবী ছাড়া') বাক্য ব্যবহার পূর্বক এই উম্মতে ভবিষ্যতে নবী আগমনের সম্ভাবনা নির্দেশ করিয়াছেন। নচেৎ, তিনি কখনো এরূপ কথা বলিতেন না।

উপরোল্লিখিত উভয় আয়েত এবং তিনটি হাদিস মওদুদী সাহেবের পেশ করা 'খাতামুন্-নাবীয়ীন' সংক্রান্ত আয়েত এবং হাদিস-গুলির এই ব্যাখ্যাই প্রদান করিতেছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর কোন 'শরীয়ত-দাতা' ও 'স্বাধীন নবী' হইতে পারেন না, 'উম্মতি নবী' অবশ্যই হইতে পারেন।

এখন মওদুদী সাহেব উপরে উদ্ধৃত আয়াত ও আহাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার নিজ সম্বন্ধে চিন্তা করুন যে, তিনি খোদার প্রেরিত 'উম্মতি নবী' অস্বীকার পূর্বক কিরূপে তাঁহার 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকার রেকর্ড আদালতে খোদা-তা'লার হুযুরে উপস্থিত করিবার সাহস করিতে পারেন এবং তিনি এই প্রকার দুঃসাহস করিলে, খোদা-তা'লা কি উপরে উদ্ধৃত ঐ সকল আয়াত ও আহাদিস দ্বারা তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারিবেন না ?

বুযুর্গানে দ্বীনের মতামত হইতে মওদুদী সাহেবের উপস্থাপিত হাদিসগুলির ব্যাখ্যা

মৌলবী আবুল আলা সাহেবের পেশ করা রেকর্ডে বর্ণিত ব্যাখ্যার ত্রুটি প্রমাণার্থে আমরা কোন কোন বুযুর্গানে দ্বীনের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করাও জরুরী মনে করি।

(১)

ধর্মের অর্ধাংশের শিক্ষয়িত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিআল্লাহু আন্‌হার উক্তি সর্ব প্রথমে উপস্থিত করিতেছি। তিনি বলেনঃ—

قولوا انه خاتم الانبيا و لا تقولوا لا نبی بعدی - تکملہ مجمع البحار - صفحہ ৮৫)

"তোমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামকে খাতামুল-আম্বিয়া বলিবে—তাঁহার পর কোন নবী নাই, এ কথা বলিও না।" [তাক্‌মেলা-মজমাউল্‌-বেহার]

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উম্মুল্‌-মুমেনীন (রাযিঃ) 'খাতামুন্‌-নাবীয়্যীন' বলিতে মওদুদী সাহেব কৃত অর্থ 'শেষ নবী' মনে করিতেন না, বরং এই অর্থ গ্রহণ করিতে এবং ইহাকে প্রচার করিতে সমগ্র উম্মতেকে নিষেধ করিয়াছেন।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ

এ সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, মওদুদী সাহেব কি উম্মুল্‌-মুমেনীন আয়েশা রাযি আল্লাহু আন্‌হাকেও 'খতমে নবুওয়াত' "অস্বীকার-কারীদের" মধ্যে গণ্য করেন? যদি মওদুদী সাহেবের মতানুযায়ী তিনি (হযরত আয়েশা রাযি-আল্লাহু অন্‌হা) 'খতমে নবুওয়াত'-এর অস্বীকার-কারিণী হইয়া থাকেন, তবে আমাদের প্রতি 'খত্‌মে নবুওয়াত' অস্বী-কারের অভিযোগে আফসোসের কিছুই নাই।

(২)

ইমাম মুহাম্মদ তাহের (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এই উদ্ধৃতির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, এই কথা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের হাদিস "লা-নাবীয়া বা'দী"-এর বিরোধী নয়। তিনি বলেনঃ

لانه لا اراد لا نبی ینسخ شرعه

অর্থাৎ, "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে এমন কোন নবী হইবেন না, যিনি তাঁহার শরীয়ত রহিত করিবেন।" ['তাক্‌মেলা মাজ্‌মা-উল্‌-বেহার, ৮৫ পৃঃ]

(৩)

আমরা ইমাম আলী আল্‌-কারী আলাইহের রহ্‌মতের উক্তি ইতিপূর্বে 'খাতামুন্‌-নাবীয়ীন'-এর অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে উপস্থিত করিয়াছি। একটি হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি ঐ কথা বলিয়াছেন এবং তাহা এই যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পর এমন কোন নবী আসিতে পারেন না, যিনি তাঁহার শরীয়ত রহিত করিবেন এবং তাঁহার উম্মত হইতে হইবেন না। অন্য কথায়, তাঁহার মতে 'খাতামুন্‌-নাবীয়ীন' সংক্রান্ত আয়েত বিদ্যমান থাকিতে, অমুসলিমগণের মধ্যে কোন নবী আবির্ভূত হইতে পারেন না। শুধু তাঁহার উম্মতেই নবী হওয়া "খাতামুন-নাবীয়ীন" সংক্রান্ত আয়েতের পরিপন্থী নয়।

(৪)

সুফি-কুল-শিরোমণি হযরত শেখ আকবর মুহিউদ্দীন ইব্‌নুল্‌ আরবী আলাইহের রহ্‌মত লিখিয়াছেন :—

(ক)

ان النبوة التى انقطعت بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هى نبوة التشريع لا مقامها فلا شرع يكون ناسخا لشرعة صلى الله عليه وسلم و لا يزيد فى شرعه حكما اخر و هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى و لا نبى اى

لا نبی یکون علی شرع یخالف شرعی بل اذا کان یکون تحت حکم شریعتی - (فتوحات مکیه - جلد ۲ - صفحه ۳)

অনুবাদ :

"রসুল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের আগমনে যে নবুওয়াত বন্ধ হইয়াছে, তাহা শুধু শরীয়ত আনয়নকারী (তশ্‌রিয়ী) নবুওয়াত—নবুওয়াতের মোকাম নহে। সুতরাং, এমন কোন শরিয়ত আসিবে না, যাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের শরীয়তকে রহিত করিবে, কিংবা তাঁহার শরিয়তের কোন আদেশ বৃদ্ধি করিবে। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের নিম্ন-লিখিত উক্তিও উপরোক্ত অর্থের সমর্থন করে :

ان الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی و نبی -

"অর্থাৎ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসল্লামের (এই বাক্যের) অর্থ এই যে ভবিষ্যতে এমন কোন নবী হইতে পারেন না, যিনি আমার শরীয়তের বিরোধী হইবেন, বরং যখনি কোন নবী হইবেন তিনি আমার শরীয়তের অধীনে হইবেন।" ['ফাতুহাতে-মক্কিয়া']

(খ)

আবার বলেন :

فما ارتفعت النبوة بالكلیه لهذا قلنا انما

ارتفعت نبوة التشريع فهذا معنى لا نبى بعده -
(فتوحات مكيه - جلد ٢ - صفحه ٦٤)

"সুতরাং, নবুওয়াত সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া যায় নাই। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে, তশবিয়ী নবুওয়াত উঠিয়া গিয়াছে এবং ইহাই হাদিসের অর্থ।" [ফাতুহাতে-মক্কিয়া]

(গ)

তাঁহার মতে 'খাতামুন্-নাবীয়ীন অর্থও 'শেষ শরীয়ত-দাতা নবী'। দৃষ্টান্ত-স্থলে তিনি বলেন :—

و من جملة ما فيها تنزيل الشرائع فختم الله
هذا التنزيل بشرع محمد صلى الله عليه و سلم
فكان خاتم النبيين - (فتوحات مكيه - جلد ٥٥-
صفحه ٦٤)

অর্থাৎ, "আরম্ভ এবং শেষ করিবার বিষয়াবলীর মধ্যে শরীয়তের অবতরণ অন্যতম। আল্লাহ্-তা'লা শরীয়ত অবতরণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের শরীয়ত দ্বারা শেষ করিয়াছেন। সুতরাং, তিনি 'খাতামুন্ নাবীয়ীন'।" ['ফাতুহাতে-মক্কিয়া']

(ঘ)

অতঃপর, শেখ আকবর আলাইহের রহমত 'নবুওয়াত মতলিকা' অর্থাৎ উম্মতের মধ্যে সাধারণ নবুওতের পদ জারী থাকা সম্বন্ধে বলেন :—

فان النبوة سارية الى يوم القيامة فى الخلق
و ان كان التشريع قد انقطع فالتشريع جزء من
اجزاء النبوة - (فتوحات مكيه - جلد ٢ - صفحه ٦٠)

অনুবাদ :—

"কোন সন্দেহ নাই, নবুওয়াত কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সৃষ্টির মধ্যে জারী থাকিবে, যদিও নূতন শরীরত আনয়ন বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং, শরীয়ত আনয়ন নবুওয়াতের অংশগুলির মধ্যে একটি অংশ বটে। ['ফাতুহাতে-মক্কিয়া]'

(৫)

হযরত পীরানে পীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দুসু সিরুহু বলেন :—

ان الحق تعالى يخبرنا فى سرائرنا معانى كلامه و كلام رسوله و يسمى صاحب هذا المقام من انبياء الاولياء - (اليواقيت الجواهر- جلد ٢- صفحه ٢٥ و نبراس شرح الشرح لعقائد نسفى حاشيه صفحه ٤٤٥)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্-তা'লা আমাদিগকে গোপনে তাঁহার বাক্য এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে অবহিত করেন এবং এইরূপ মর্যাদাবান পুরুষ আওলিয়াগণের মধ্যে নবীর অন্তর্ভূত।"

['আল্-ইয়াকিতুল্-জাওয়াহের,' 'নাব্রাস']

বুজুর্গানে দ্বীন যে নবুওয়াত আওলিয়াগণের মধ্যে অব্যাহত থাকা বিশ্বাস করেন, তাহা 'নিছক বিলায়েত' ('শুধু অলি হওয়া') অপেক্ষা উচ্চতর। এই মোকামের শান সম্বন্ধে 'আরিফে রাব্বানী' হযরত অবদুল করীম জীলানী আলাইহের রহমত বলেন :—

كل نبى ولاية افضل من الولى مطلقا و من ثم قيل بداية النبى نهاية الولى فافهم و تامله فانه قد خفى على كثير من اهل ملتنا -

(الانسان الكامل - صفحه ٨٥)

অনুবাদ ঃ

"রুহানী উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত প্রত্যেক নবুওয়াত অলির বেলায়েত হইতে শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই বলা হয় যে, ওলির চরম পরিণতি নবুওয়াতের প্রথম ধাপ। সুতরাং, এই সুক্ষ্ম তত্বটি হৃদয়ঙ্গম কর এবং ভাবিয়া দেখ যে, কিরূপে ইহা আমাদের স্বধর্মীয়দের মধ্যে অনেকের নিকট প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।" ['ইন্‌সানে-কামেল'] অর্থাৎ, তাঁহারা নবুওয়াতুল্‌ বেলায়েতকে নিছক বেলায়েতের একটা পর্যায় বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহা ঠিক নয়।

অতঃপর আরিফে রাব্বানী লিখিয়াছেন ঃ—

ان كثيرا من الانبياء و نبوته نبوة الولاية كالخضر فى بعض الاقوال و كعيسى اذ نزل الى الدنيا فانه لا يكون له نبوة تشريع و كغيره من بنى اسرئيل - (الانسان الكامل - صفحه ٨٥)

অনুবাদ ঃ

"অনেক নবীর নবুওয়াতও 'অলিগণের নবুওয়াতের' ন্যায় নবুওয়াতুল-বেলায়েত, যেমন খেযির আলাইহেস্‌ সালামের,

নবুওয়াত এবং হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের নবুওয়াত। যখন তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন, তখন তাঁহার নবুওয়াত 'তশ্রীয়ী' (শরীয়তবাহী) হইবে না। বনি-ইস্রয়ীলের অন্যান্য নবীগণেরও একই অবস্থা।" অর্থাৎ, তাঁহাদের নবুওয়াত 'নবুওয়াতুল-বেলায়েত' ছিল, কিংবা তাঁহারা 'ব্যাখ্যা-দাতা নবী' ছিলেন। তশ্রীয়ী নবুওত ছিল না।" ['আল্-ইন্সানুল্-কামেল']

এই যে নবুওতুল্-বেলায়েত' সহ প্রতিশ্রুতি মসিহের আগমন হইবে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, শেখ আকবর হযরত মুহিউদ্দীন ইব্নুল্-আরাবী ইহাকে 'নবুওয়াতে মুৎলাকা' বা 'সাধারণ নবুওয়াত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ—

ينزل وليا ذا نبوة مطلقة (فتوحات مكيه - جلد ٢ - صفحه ٥٥)

অর্থাৎ, "হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম এমন অলি-স্বরূপ অবতরণ করিবেন যে, উহা 'নবুওতে মুৎলাকা' মাত্র।" [ফতুহাতে-মক্কিয়া]

আরো বলিয়াছেন ঃ—

عيسى عليه السلام ينزل فينا حكما من غير تشريع و هو نبى بلا شك - (فتوحات مكيه - جلد اول - صفحه ٥٧٠)

অর্থাৎ, "হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম আমাদের মধ্যে 'হাকাম', মীমাংসাকারীরূপে শরীয়ত ব্যতিরেকে অবতরণ করিবেন এবং কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি নবী হইবেন।" [ফাতুহাতে-মক্কিয়া]

(৬)

হযরত ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী আলাইহির রহমত লিখিয়াছেন :—

فان مطلق النبوة لم ترتفع و انما ارتفع نبوة التشريع - (اليواقيت و الجواهر - صفحه ٢٧ - بحث ٣)

অনুবাদ :

"সুতরাং, কোন সন্দেহ নাই যে, শুদ্ধ সাধারণ নবুওয়াত' (মুৎলাকা নবুওত) উঠিয়া যায় নাই—কেবলমাত্র শরীয়তবাহী ('তশ্‌রীয়ী') নবুওত বন্ধ হইয়াছে।" ['আল্‌-ইউওয়াকিতু-ও আল্‌-জাওয়াহের']

অতঃপর বলিয়াছেন :

و قوله صلى الله عليه وسلم لا نبى بعدى و لا رسول المراد به لا مشرع بعى -

অর্থাৎ, "রসুল করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ও সাল্লামের হাদিস 'আমার বাদ নবী বা রসুল নাই'—দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, তাঁহার পর 'শরীয়ত-দাতা' কোন নবী নাই।"(ঐ)

(৭)

আরেফে রাব্বানী সৈয়দ আবদুল করীম জিলানী আলাইহের রহমত বলেন :—

فانقطع حكم نبوة التشريع بعده و كان محمد

صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین لانه جاء
با الکمال و لم یجی احد بذالک ۔ (الانسان
الکامل باب ۳۶ ۔ جلد اول ۔ صفحه ۷۶)

অনুবাদ ঃ

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর শরীয়ত-বাহী ('তশ্‌রীয়ী') নবুওতের আদেশ বন্ধ হইয়াছে এবং এই হিসাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম খাতামুন্‌-নাবীয়ীন' যেহেতু তিনি পূর্ণ-শরিয়ত সহ আসিয়াছেন এবং এইভাবে পূর্ণ শরিয়ত সহকারে আর কেহই আগমন করেন নাই।" ['ইন্‌সানুল্‌ কামেল']

(৮)

সুবিখ্যাত সুফি হযরত মৌলানা রুমি আলাইহের-রহমত লিখিয়াছেন ঃ—

مکر کن در راه نیکو خدمتے
تا نبوت یابی اندر امتے

অর্থাৎ. "খোদার পথে পূণ্যার্জনের এমন চেষ্টা কর, যেন উম্মতের মধ্যে নবুওতের অধিকারী হইতে পার।" ['মস্‌নবী]'

(৯)

হযরত সৈয়দ অলিউল্লাহ্‌ শাহ্‌ দেহলবী আলাইহের রহমত বলেন ঃ—

ختم به النبیون ای لا یوجد من یامره الله

سبحانہ بالتشریع علی الناس (تفہیمات - الٰہیہ
تفہیم ۵۳)

অর্থাৎ, "আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের দ্বারা নবুওয়াত খতম হইয়াছে। অর্থাৎ, তাঁহার পর এমন কোন নবী আগমন করিবেন না, যাঁহাকে খোদাতা'লা শরীয়ত দিয়া লোকের প্রতি 'মামুর' করিবেন।" [তফ্হীমাতে ইলাহীয়া']

(১০)

হযরত মৌলবী আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবি ফিরিঙ্গী-মহল্লী বলেন :—

بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا زمانے
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرد کسی
نبی کا ہونا محال نہیں بلکہ صاحب شرع جدید البتہ
ممتنع ہے - (دافع الوسواس فی اثر ابن عباس
ایڈیشن جدید - صفحہ ۱۲)

অনুবাদ :

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পর, কিংবা তাঁহার সময়ে কাহারো শুধু নবী হওয়া অসম্ভব নহে। পরন্তু নূতন শরীয়ত ধারী নবীর আগমম অসম্ভব। ['দাফে-উল্-ওস্ওয়াস্']

(১১)

নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেব বলেন :—

حدیث لا وحی بعد موتی بے اصل ہے - ہاں

لا نبی بعدی ایا ہے۔ اس کے معنے نزدیک اہل
علم کے یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی شرع
ناسخ نہیں لائے گا۔ (اقتراب الساعۃ - صفحہ ۱۶۲)

"আমার মৃত্যুর পর কোন অহী নাই"—হাদিসের কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য, "আমার পরে কোন নবী নাই", বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানীদের নিকট ইহাই অর্থ, "আমার পর শরীয়ত রহিত-কারী কোন নবী আসিবেন না।" ['এক্তরাবুস্-সা' আ']

(১২)

হযরত মৌলবী মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী সাহেব রাযিআল্লাহু আনহু (দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা) বলেন :—

"عوام کے خیال میں تو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ
کا زمانہ انبیائے سابق کے زمانہ کے بعد آپ سب
میں آخری نبی ہیں۔ مگر اہل فہم پر روشن
ہوگا کہ تقدم و تاخر زمانی میں بالذات کچھ
فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں ولکن رسول
اللہ و خاتم النبیین فرمانا کیونکر صحیح ہو سکتا
ہے۔ (تحذیر الناس - صفحہ ۳)

অনুবাদ :

অর্থাৎ, "সর্ব-সাধারণের ধারণানুসারে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম 'খাতামুন-নাবীয়ীন' হওয়ার অর্থ এই

যে, তাঁহার যুগ সকল নবীর পরে এবং তিনি সকল নবীর শেষ। কিন্তু সূক্ষ্ম-দর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট ইহা দেদীপ্যমান সত্য যে, সময়ের অগ্র পশ্চাতের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নাই। সুতরাং, প্রশংসা স্থলে "ও লার্‌কিরাসুলুল্লাহে ও খাতামুন্‌-নাবীয়ীন" ('কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসুল ও খাতামুন্‌-সাবীয়ীন') বলা কিভাবে যথার্থ হইতে পারে?" ['তহ্‌যিরুন্‌-নাস']

অন্য কথায়, "খাতামুন্‌-নাবীয়ীন"-এর অর্থ মওদুদী সাহেবের ন্যায় শুধু 'শেষ নবী' করা, তাঁহার মতে সাধারণ লোকের কৃত অর্থ এবং ইহা বিচারশীল বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কৃত অর্থ নয়।

অতপরঃ, তিনি 'খাতামুন্‌-নাবীয়ীন'-এর অর্থ করিয়াছেন :—

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض ہیں - اور ان کی نبوت آپ کا فیض ہے - مگر آپ کی نبوت کسی اور کا فیض نہیں - اس طرح آپ پر سلسلۂ نبوت مختتم ہو جاتا ہے - غرض جیسے آپ نبی اللہ ہیں ویسے ہی نبی لانبیاء بھی" - (تحذیر الناس - صفحہ ۳ و ۴)

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম নবুওয়াতের মৌলিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং তিনি ভিন্ন অন্যান্য নবীগণ নবুওয়াতের মৌলিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন না। অন্যান্যগণের নবুওয়াত তাঁহার কল্যাণ প্রসূত, কিন্তু তাঁহার নবুওয়াত অন্যের কল্যাণে নয়। এই প্রকারে

তাঁহার উপর নবুওয়াতের সেল্‌সেলা মোহরাবন্ধ হইয়া যায়। বস্তুতঃ, তিনি যেমন আল্লাহ্‌র নবী, তেমনি নবী-গণেরও নবী।" ['তহ্‌যিরুন্‌-নাস']

অন্য কথায়, খাতামুন্‌-নাবীয়ীন অর্থ "নবীগণের নবী"। এ কথা পরিচায়ক যে, খাতামুন্‌-নাবীয়ীন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের নবুওয়াতের গুণ মৌলিক এবং তিনি ভিন্ন অন্যান্য নবীগণের নবুওয়াতের গুণ অমৌলিক। অর্থাৎ, অন্যান্য নবীগণের নবুওয়াত তাঁহার কল্যাণে প্রাপ্ত। এই অর্থের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

" بالفرض اگر بعد از زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئیگا " -

(تحذیر الناس - صفحہ ۲۸)

অর্থাৎ, "বস্তুতঃ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পরেও যদি কোন নবী পয়দা হন, তথাপি মুহাম্মদী খাতেমিয়তে কোনই পার্থক্য ঘটিবে না।"

['তহ্‌যিরুন্‌-নাস্‌]

এই হইল সর্ব জন-মান্য বার জন বুজুর্গের উক্তি। ত্রয়োদশ বুজুর্গ ইমাম রাগেব আলাইহে রহমতের উক্তি আমরা ইতিপূর্বে উপস্থিত করিয়াছি। এই তের জন বুজুর্গ ধর্ম-জ্ঞান, বিচার ক্ষমতা এবং ঐশী প্রেমে মগ্ন হওয়ার দিক দিয়া এমন উচ্চ ও মহান যে, মওদুদী সাহেবের ন্যায় উলামা তাঁহাদের পাদুকা বহনে গৌরবানুভব করিবেন। এই উজ্জ্বল নক্ষত্রগণের যুগ সাহাবাগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। হেজায, সিরিয়া, তুর্কি, এরাক, স্পেন এবং ভারতবর্ষের ইঁহারা সুপ্রসিদ্ধ বুজুর্গ।

(১) উম্মুল্-মুমেনীন্ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি আল্লাহু আন্হা (মৃত্যু ৫৮ হিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের হাদিস অনুসারে "ধর্মের অর্ধাংশের শিক্ষয়িত্রী" বলিয়া পরিচিত ।

(২) ইমাম রাগেব আল্-ইস্পাহানী রহমতুল্লাহে আলাইহে (মৃত্যু ৫০২ হিজ) কোরআন করীমের আভিধানিক জ্ঞানের ইমাম। তাঁহার কেতাব 'আল্-মুফ্রাদাত' কোরআন মজীদের সর্বাপেক্ষা নির্ভর-যোগ্য অতুলনীয় অভিধান।

(৩) শেখ আকবর হযরত মুহিউদ্দীন ইব্নুল্-আরবী আলাইহের রহমতের (মৃত্যু ৬০৮ হিঃ)।

(৪) হযরত মৌলানা জালালুদ্দীন রুমী আলাইহের রহমত (মৃত্যু ৬৭২ হি :)।

(৫) পীরানে পীর হযরত সৈয়দ অবদুল কাদের জিলানী আলাইহের রহমত কুদ্দুসু সিরুহু (ওফাত ৫৬২ হি ঃ)।

(৬) হযরত সৈয়দ আবদুল করীম জিলানী আলাইহের রহমতের (ওফাত ৭৬৭ হি ঃ)।

(৭) ইমাম আবদুল ওয়াহ্হাব আশ্-শা'রানী আলাইহের রহমত (ওফাত ৯৮৬ হি ঃ)।

(৮) ইমাম মুহাম্মদ তাহের আলাইহের রহমতে (ওফাত ৯৮৬ হি ঃ)।

নোট ঃ—৩-৮ এই ছয় জন বুজুর্গ তসাউফ শাস্ত্রের ইমাম এবং ধর্ম জ্ঞানে উম্মতের জ্ঞানীদের শীর্ষ স্থানীয়। হযরত পীরানে পীর ষষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দেদও ছিলেন।

(৯) আল্-ইমাম আলী আল্-কারী আলাইহের রহমতে (ওফাত ১০১৪ হি ঃ)।

তিনি হানিফী ফেকাহের মহামান্য ইমাম এবং হাদিসের অসাধারণ ব্যাখ্যা-বিদ্।

(১০) হযরত শাহ্ অলি-উল্লাহ্ সাহেব মুহাদ্দেস দেহলবী আলাইহের রহমত (ওফাত ১১৭৬ হিঃ)। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ এবং ইস্‌লামের মুতাকাল্লিম ছিলেন।

(১১) হযরত মৌলবী আবদুল হাই সাহেব লক্ষ্ণৌবী আলাইহের রহমত (ওফাত ১৩০৪ হিঃ)।

(১২) হযরত মৌলবী মুহাম্মদ কাসেম সাহেব নানুতুবী আলাইহের রহমত, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। (ওফাত ১৩০৭ হিঃ)।

এই দুই জনই ভারতবর্ষে হানাফী ফেকাহের মহামান্য উলামা ছিলেন।

(১৩) নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেব ভুপালবী (ওফাত ১৩০৭ হিঃ)। ইনি ভারতবর্ষের আহ্‌লে-হাদিস উলামা-গণের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন। তাঁহার তফসীর 'ফাৎহুল্ বীয়ান' আরবী ভাষায় মিসরে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই তের জন বুজুর্গ 'খাতামুন্-নাবীয়ীন' আয়েত এবং 'লা-নাবীয়া বাদী' প্রভৃতি হাদিস দ্বারা যে প্রকার নবুওয়াত বন্ধ হইয়াছে তাহার এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর কোন শরীয়তদাতা ও স্বাধীন নবী আসিতে পারেন না। তাঁহাদের মতে, 'উম্মতি নবীর' আগমন 'খাতমে-নবুওতের' বিরোধী নয়। সুতরাং, তাঁহারা সকলেই মসিহ্ মাওউদকে 'উম্মতি নবী' বলিয়া স্বীকার করেন।

চতুর্থ প্রশ্ন

এ স্থলে আমাদের প্রশ্ন, যদি মওদুদী সাহেবের মতে আহ্‌মদীয়া জমাত 'খাতামুন্-নবীয়ীন' আয়েত এবং 'লা-নাবীয়া

বাদী' প্রভৃতি হাদিসের এই অর্থ করিবার ফলে 'খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী' হয়, তবে কি এই তের জন বুজুর্গাণে দ্বীনের উপরও তিনি কুফরের ফাৎওয়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত?

ইস্‌লামী পরিভাষায় 'নবুওয়াত' অর্থ

নবুওতের জন্য ইস্‌লামে দুইটি পারিভাষিক শব্দ আছে। মুকরম মৌলবী সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান আমরোহী সাহেব তৎ-প্রণীত 'কাণ্ঠকাবে দুর্‌রী' নামক কেতাবে লিখিয়াছেন:—

"اصطلاح میں نبوت بخصوصیت الہیہ خبر دینے سے عبارت ہے اور وہ دو قسم کی ہے۔ ایک نبوت تشریعی جو ختم ہوگئی۔ دوسری نبوت بمعنی خبر دادن ہے اور وہ غیر منقطع ہے۔ پس اس کو مبشرات کہتے ہیں اپنے اقسام کے ساتھ"

অনুবাদ:

"ইসলামী পরিভাষায় নবুওত হইতেছে বিশেষ প্রকারে ঐশী-সংবাদ দান এবং ইহা দুই প্রকার। এক প্রকার নবুওত তশ্‌রীয়ী বা 'শরীয়তবাহী'। ইহা খতম হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার নবুওত 'সংবাদ দান অর্থে'। ইহা বন্ধ হয় নাই। সুতরাং, ইহার যাবতীয় প্রকার সহ ইহাকে 'মুবাশসোরাত' (সুসংবাদ) বলা হয়।" ['কাণ্ঠকাবে-দুর্‌রী']

আহ্‌মদীয়া সেলসেলার প্রতিষ্ঠাতার দাবী প্রথম প্রকারের নহে, দ্বিতীয় প্রকারের। দৃষ্টান্ত স্থলে, তিনি বলেন:

'میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں

نعوذ باللہ انحضرت صلی علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعوی کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں - صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے - سو مکالمہ مخاطبہ کے اپ لوگ بھی قائل ہیں پس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی - یعنے اپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ مخاطبہ رکھتے ہیں میں اسکی کثرت کا نام و بحکم الہی نبوت رکھتا ہوں - [تتمہ حقیقت الوحی - صفحہ ٦٥]

"নবুওত দ্বারা আমি এই বুঝাই না যে, নাউযুবিল্লাহ্ (আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় লই) আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের মুকাবেলায় দাঁড়াইয়া নবুওতের দাবী করি, কিংবা কোন নূতন শরীয়ত আনিয়াছি। আমার নবুওত আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের অনুবর্তিতায় প্রাপ্ত বহু ঐশী বাক্যালাপ মাত্র বুঝায়। ঐশী বাক্যালাপ আপনারাও স্বীকার করেন। সুতরাং, ইহা শুধু শব্দ নিয়া বাকবিতণ্ডা। অর্থাৎ, আপনারা যে বিষয়ের নাম 'ঐশী বাক্যালাপ' রাখেন, আমি উহার প্রাচুর্যের নাম ঐশী আদেশে 'নবুওত' রাখি।" ['তাতিম্মায়-হকিকতুল্-অহী']

হযরত ঈসা (আঃ) পুনরাগমন

মওদুদী সাহেব তাঁহার পুস্তিকা 'খতমে নবুওয়াত' এ আগমনকারী মসিহ্ সংক্রান্ত কতকগুলি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করিবার পর লিখিয়াছেন :—

"তিনি * জীবিত আছেন অথবা ইন্তেকাল করেছেন—এ আলোচনা এখানে অবান্তর। যদি ধরে নেয়া যায় যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন তাহালেও আল্লাহ্ তাঁকে জীবিত করে আবার দুনিয়ায় নিয়ে আসবার ক্ষমতা রাখেন।" ['খতমে নবুওয়াত,' বাঙলা সংস্করণ ৬২ পৃঃ, উর্দু সংস্করণ ৫৪ পৃঃ]

হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের হায়াত ওফাতের তর্ক এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। ইহা অত্যন্ত জরুরী। কারণ ঈসা আলাইহেস্ সালামকে ওফাত-প্রাপ্ত বলিয়া প্রত্যয় করিবার ফলে আহ্মদীয়া জমাত হযরত মসিহ্ ইবে্নে-মারয়্যমের নযুলকে এক জন উম্মতি ব্যাক্তির রূপক আবির্ভাব বলিয়া বিশ্বাস করে। প্রকৃত পক্ষে, মওদুদী সাহেবের এই তর্ক এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টার কারণ—তিনি ভাল মত জানেন যে, আহ্মদীয়া জমাতের সম্মুখে হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত থাকা প্রমাণ করিবার মত সাহস তাঁহার নাই। কারণ কোরআন করীমের স্পষ্ট উক্তি

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم [سورة مائدة - اخرى ركوع]

তাঁহার মৃত্যুর উজ্জ্বল দলীল। হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম এই বাক্য দ্বারা খোদা-তা'লার হুযুরে বলিতেছেন:

"আমি আমার জাতির মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত পর্যবেক্ষক ছিলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু যখন তুমি আমাকে ওফাত দিলে, অতঃপর তুমিই তাহাদের নিগরাণ ছিলে।" [সুরাহ্ মায়েদা, শেষ রুকু]

* অর্থাৎ, বনিইস্রায়িলায় ঈসা মসিহ নাসেরী (আঃ)!

অন্য কথায় তিনি বলেন যে, তাঁহার জাতি তিনি উপস্থিত থাকা কালে—অর্থাৎ, তাঁহার জীবদ্দশায় বিকৃত হয় নাই। তাঁহার জীবন কালে তাহারা তাঁহাকে এবং তাঁহার মাতাকে উপাস্যে পরিণত করে নাই। তাহারা বিকৃত হইয়া থাকিলে তাঁহার ওফাতের পরেই বিকৃত হইয়াছে, যখন তাঁহার পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছিল। যেহেতু হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের উম্মতের ধর্ম-মত বিকৃত হইয়া গিয়াছে, এ জন্য হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের ওফাত তাঁহার এই বিবৃতি অনুসারে উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত।

সেইরূপ হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে :—

ان عیسی ابن مریم عاش مائة و عشرین
سنة و عشرین سنة [کنزل العمال - جلد ۱۲۰ و طبرانی]

"নিশ্চয় ঈসা ইব্নে মরয়্যম এক শত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন।" ['কানযুল্-ল্-উম্মাল,' তব্রাণী]

সুতরাং, তাঁহার এই সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকার ধারণা এই সকল স্পষ্ট উক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। মৌলবী মওদুদী সাহেব তাঁহাকে "ইন্তেকাল করেছেন" বলিয়া ধরিয়া নিয়াও তিনি পুনরুজ্জীবিত হইবেন বলিয়া ধারণা প্রকাশ করা কোরআন ও হাদিসের স্পষ্ট উক্তি সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে একেবারেই বাতেল। কোর-আন মজীদে আল্লাহ্-তা'লা বলেন :

الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت
فی منامها فیمسك التی قضی علیها الموت و
یرسل الاخری الی اجل مسمی - [سوره زمر-
ع٥]

অর্থাৎ, "আল্লাহ্-ত'লা আত্মাগুলিকে উহাদের মৃত্যুর সময় আয়ত্ত করেন এবং যাহারা মরে না, তাহাদিগকে নিদ্রার মধ্যে হরণ করেন। অতঃপর, যে আত্মার মৃত্যু ঘটান তাহাকে রোধ করেন এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠান।" [সুরাহ্ যুমর রুকু ৫]

এই আয়েত এ কথার জ্বলন্ত নিদর্শন যে, যে আত্মার মৃত্যু ঘটে, উহাকে আল্লাহ্-তা'লা রোধ করিয়া রাখেন—অর্থাৎ, পুনরায় পৃথিবীতে পাঠান না। অন্য এক আয়েতে তিনি বলেন ঃ—

ثم انكم بعد ذالك لميتون - ثم انكم يوم القيامة تبعثون - [مومنون ع ١]

অর্থাৎ, "[পার্থিব জীবনের শেষে] তোমারা নিশ্চয়ই মরিবে। অতঃপর, তোমাদিগকে কিয়ামতের দিনই পুনরুজ্জীবিত করা হইবে।" [সুরাহ্ মুমেনুন রুকু ১]

এই আয়েতও স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে যে, দৈহিক মৃত্যুর পর এ পৃথিবীতে পুনরায় জীবিত হওয়া খেদা-তা'লার অমোঘ নিয়মের বিরোধী এবং মৃত ব্যক্তি আল্লাহ্-তা'লার ওয়াদা অনুযায়ী কিয়ামতের সময় মাত্র পুনরুজ্জীবিত হইবে।

সেইরূপ, হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত জাবেরের পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ রাযি আল্লাহু আন্হু শহীদ হইয়া ছিলেন। তিনি খোদা-তা'লার হুযুরে উপস্থিত হইলে, খোদা-তা'লা তাঁহাকে বলিলেন ঃ

تمن علي اعطك

['তোমান্না আলা উতিকা']

"তুমি কি চাও বল, আমি তোমার আকাঙ্খা পূর্ণ করিব।"

ইহাতে হযরত আবদুল্লাহ্ (রাযি ঃ) পুনরায় জীবিত হইয়া

পুনরায় খোদা-তা'লার পথে নিহত হওয়ার আকাঙ্খা জানাইলেন। তাঁহার এই আকাঙ্খা প্রকাশ করিলে পর খোদা-তালা বলিলেন ঃ

قد سبق منى القول انهم لا يرجعون -

"আমি (বিধান) বাণী দিয়াছি ঃ যাহারা মরে, তাহারা কখনো পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইবে না।"

অন্য কথায়, আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার বিধানের কারণে তাঁহার ঐ আকাঙ্খা পূর্ণ করিলেন না। অথচ তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার আকাঙ্খা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তিনি এরূপ আকাঙ্খা করিলেন, যাহা খোদা-তা'লার পূর্ব প্রদত্ত বিধানের বিরোধী। সেই জন্য হযরত জাবের রাযিআল্লাহু আন্হুর পিতার আগ্রহ খোদা-তা'লা পূর্ণ করিলেন না। ['মিশ্কাত,' বাব জামেউল্ মনাকেব]

সুতরাং, মৃত ব্যক্তি পুনরায় জীবিত হইয়া পৃথিবীতে আগমন কোরআন মজীদে বর্ণিত খোদা-তা'লার নির্ধারিত বিধানের বিরুদ্ধ বলিয়া মওদুদী সাহেবের এই ধারণা যে, হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম পুনরুজ্জীবিত হইয়া পুনরাগমন করিবেন—সম্পূর্ণ অলীক। ইহা ভ্রমাত্মক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহার কোনই মূল্য নাই। সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন উপায়ে তিনি মুসলমানগণকে এই বৃথা কল্পনার জালে আবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন। এই বিষয়টি শুধু আল্লাহ্তা'লার কুদরতের উপর ন্যস্ত করা যায় না। যদিও মৃতকে জীবিত করিবার মহাশক্তি তাঁহার আছে, তবু এ পৃথিবীতে ইহার প্রকাশ তাঁহার অঙ্গীকার ও নিয়মের বিরোধী।

পঞ্চম প্রশ্ন

কিন্তু যদি হযরত মসিহের (আঃ) ওফাত স্বীকার পূর্বক তাঁহার পুনরুজ্জীবিত হওয়াও ধরিয়া নেওয়া হয়, তবে ইহাতে আমাদের এই প্রশ্ন : ঈসা আলাইহেস্ সালাম 'ইন্তেকাল' করিবার পর পুনরুজ্জীবিত হইয়া আগমন করিলে মওদুদী সাহেব ঐ সকল হাদিসের কি ব্যাখ্যা করিবেন, যেগুলি তিনি হযরত মসিহের আকাশ হইতে অবতরণেব প্রমাণ স্বরূপে তাঁহার পুস্তিকায় লিখিয়াছেন ? যদি হযরত মসিহের আকাশ হইতে অবতরণের অর্থ তাঁহার পুনরুজ্জীবন হইতে পারে, তবে ইহার এই অর্থ হইতে পারে না কেন যে, এই সকল হাদিসের অর্থ কোন উম্মতি ব্যক্তি হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের সদৃশ হইয়া আগমন করিবেন এবং তাঁহার সঙ্গে 'আসমানী সাহায্য থাকিবে ? কারণ মৃত ব্যক্তি পুনর্জ্জীবিত হইয়া আসা, কোরআন করীম এবং আহাদিসে নবুবি বর্ণিত কানুনের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা কোরআন করীমের কোন আয়েতের বিরোধী নয়।

আহ্মদীয়া সেল্সেলার প্রতিষ্ঠাতা বলেন :—

"স্মরণ রাখিতে হইবে, আমার এবং এই সকল লোকের মধ্যে এই এক বিষয় ব্যতীত আর কোন বিরোধ নাই। অর্থাৎ, কোরআন ও হাদিসের স্পষ্ট উক্তিগুলি ছাড়িয়া ইঁহারা হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের জীবিত থাকা বিশ্বাস করেন এবং আমি কোরআন ও হাদিসের উপরোক্ত স্পষ্ট উক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ইমামগণের 'এজমা' বা সর্ব-সম্মত মতানুসারে হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের ওফাত স্বীকার করি এবং 'নযুলের' সেই অর্থই গ্রহণ করি, যাহা

ইতিপূর্বে এলিয় নবীর পুনরাগমন ও নযুল সম্বন্ধে হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম করিয়াছিলেন।

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

["তোমরা না জানিলে যাহাদের নিকট স্মারক-পুস্তক আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। সুরাহ নহল, ৬ষ্ঠ রুকু—অনুবাদক] আমরা কোরআন শরীফের স্পষ্ট উক্তি

فيمسك التى عليها الموت

["যাহাদের উপর মৃত্যু আসে, তাহাদিগকে রোধ করিয়া রাখেন" —অনুবাদক]—এর উপর ইমাম রাখি। এই পৃথিবী হইতে যে সকল মানুষ মহাপ্রস্থান করে, তাহারা পৃথিবীতে পুনর্বশতি স্থাপনের জন্য প্রেরিত হয় না। এই জন্য খোদাও তাহাদের জন্য কোরআন শরীফে কোনই নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন নাই যে, পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তাহারা কিরূপে বন্টনকৃত মাল পাইবে ? ['আইমুস্ সোল্হ্, ৮৮-৯৯ পৃঃ]

মওদুদী সাহেব লিখিয়াছেন :—

"মোদ্দা-কথা হইল এই যে, যে ব্যক্তি হাদিসে বিশ্বাস রাখেন তাকে মান্তে হইবে যে, আগামীতে সেই ঈসা ইব্নে মরিয়মই আগমন করবেন এবং তিনি পয়দা হবেন না বরং অবতীর্ণ হবেন।"

['খত্মে-নবুয়াত' বাঙলা সংস্করণ, ৬৩-৬৪ পৃঃ]

ষষ্ঠ প্রশ্ন

মওদুদী সাহেব হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম এন্তেকাল করিয়াছেন ধরিয়া নিয়াও তিনি পুনরুজ্জীবিত হইয়া আসিবেন ৬—

বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং, তাঁহার এই ব্যাখ্যা অনুসারে প্রতিশ্রুতি মসিহের আগমন সংক্রান্ত হাদিসোক্ত 'নযুল' শব্দের অর্থ 'মৃত্যুর পর তাঁহার জীবন লাভ' হইতে পারে বলিয়া আমাদের প্রশ্ন হইল মসিহ্ মাওউদ মোহাম্মদীয় উম্মতের মধ্যেই 'পয়দা' হইবেন—এই ব্যাখ্যাতে বাধা কি? বিশেষতঃ, কোরআন শরীফে খোদা-তা'লা রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম 'পয়দা' হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সম্মানার্থে 'নযুল' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন ঃ

قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم
ايات الله مبينات - (طلاق ركوع ٢)

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্-তা'লা তোমাদের নিকট এক জন স্মরণ-দাতা রসুল 'নাযেল করিয়াছেন, যিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ্-তা'লার স্পষ্ট আয়াতগুলি পাঠ করিতেছেন।" [সুরাহ্ তালাক রুকু ২]

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের জন্য 'নযুল' শব্দ তাঁহার জন্ম গ্রহণ সত্ত্বেও আস্মানী সাহায্য বশতঃ সম্মানার্থে যেমন ব্যবহৃত হইয়াছে, তেমনি মসিহ্ মাওউদের জন্যও আস্মানী সাহায্য প্রাপ্তি বশতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।

মসিহ্ মাওউদের আগমন সম্বন্ধে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের হাদিসগুলির ভিত্তি হইতেছে 'কাশফ মুকাশাফাত'। এই কারণে ইহাদের সবগুলিরই ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম 'মুহাম্মদীয় উম্মতের মসিহ্কে 'ঈসা কিংবা ইব্নে মরয়্যম' নামে অভিহিত করিবার উদ্দেশ্য ছিল হযরত ঈসা আলাইহে সালামের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য সংকেত করা। এই জন্য সহীহ্ মুস্লিমে তাঁহার জন্য বলা হইয়াছে, امامكم منكم বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, امامكم منكم و এবং মসনদে ইমাম আহ্মদ হাম্বলে امامكم

مهدیا اماما حکما عدلا শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ এই ইব্‌নে মরয়্যম তোমাদের মধ্যে হইতেই তোমাদের ইমাম হইবেন এবং তিনি 'ইমাম মাহ্‌দী' হইবেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ইব্‌নে ময়য়্যম' বনী-ইসরাইলীয় মসিহ্‌ নহেন—বরং তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার ইমাম মাহ্‌দী, যিনি উম্মতী নবী হইবেন এবং খলিফা হওয়ার দরুণ ইব্‌নে মরয়্যমের সহিত সদৃশ্য রাখিবেন। অতএব, ইমাম মাহ্‌দীকে রূপকভাবে 'ঈসা ইব্‌নে মরয়্যম' নাম দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইমাম মাহ্‌দীকেই—যিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের খলিফা হওয়া স্বীকৃত—তাঁহাকে রূপকভাবে ঈসা ইব্‌নে মরয়্যম নাম দেওয়া হইয়াছে। সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত فامكم منكم অর্থাৎ "ইব্‌নে মরয়্যম তোমাদের মধ্যে তোমাদের ইমাম হইবেন" সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিতেছে যে, 'ইব্‌নে মরয়্যম' দ্বারা ইস্রায়িলীয় মসিহ্‌কে বুঝায় না—মুহাম্মদীয় উম্মতের ইমাম মাহ্‌দীকে বুঝায়, যিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পর এক উম্মতি নবী এবং খলিফারূপে হযরত মসিহ্‌ ইব্‌নে মরয়্যমের 'মসিল' বা সদৃশ রূপে আগমন করিবেন। সুতরাং 'ইব্‌নে মরয়্যম' এবং 'ঈসা' নাম ইমাম মাহ্‌দীকে রূপকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

কোরআন মজীদ অনুসারে কোন খলিফা বাহির হইতে আসিতে পারেন না।

কোরআন করীমের স্পষ্ট সাক্ষ্য এই যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের উম্মতে কোন খলিফা বাহির হইতে আসিতে পারেন না। যাঁহারা খলিফা হইবেন, তাঁহারা মুহাম্মদীয় উম্মতের পূর্বে যে সকল খলিফা হইয়াছেন, তাঁহাদের অনুরূপ হইবেন। বা তাঁহাদের সহিত সাদৃশ্য রাখিবেন। সুতরাং আল্লাহ্‌-তা'লা সূরাহ্‌ নূরে বলেন ঃ

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت
ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم -
(سورة نور - ركوع ٧)

অর্থাৎ, "আল্লাহ্-তা'লা তোমাদের মধ্যে যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং সময় উপযোগী কাজ করিয়াছে তাহাদের সহিত অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই পৃথীবিতে খলিফা করিবেন যেমন তাহাদের পূর্ববর্তী-দিগকে খলিফা করিয়াছিলেন।"

[সুরাহ্ নূর, রুকু ৭]

এই আয়েত হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, মুহাম্মদীয়া উম্মতের খলিফাগণ মোহাম্মদীয় উম্মাৎ হইতেই হইবেন এবং পূর্ববর্তী খলিফাগণের অনুরূপ ও তাঁহাদের সদৃশ হইবেন যেমন

كما استخلف الذين من قبلهم

('তাহাদের পূর্ববর্তী-দিগকে খলিফা করিবার ন্যায়') কথাগুলি ইহাই প্রমাণ করে এবং ইহা প্রকাশ করে না যে, পূর্ববর্তী কোন নবী ও খলিফা হইয়া আসিবেন। এই আয়েতে মুহাম্মদীয় উম্মতের খলিফাগণকে 'উপমেয়' এবং তাঁহাদের পূর্বে বনি-ইস্রয়িলের যে সকল নবী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে 'উপমান' নির্দেশ করা হইয়াছে। কারণ তাঁহারা

كلما هلك نبى خلفه نبى

(কুল্লামা হালাকা নাবীয়ুন্ খালাফাহু নাবীয়ুন্)

—হাদিস অনুযায়ী মুহাম্মদীয় উম্মতের পূর্বে ছিলেন। সুতরাং মুহাম্মদীয় উম্মতের খলিফাগণ বনি-ইস্রায়িলের নবীগণের 'উপমেয়' হওয়া বশতঃ তাঁহাদের অনুরূপ হইতে পারেন, কিন্তু বনি-ইস্রয়িলের নবীগণ সকলেই 'উপমান' হওয়া বশতঃ তাঁহাদের মধ্যে কোন নবীই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওসাল্লামের পরে আগমন পূর্বক তাঁহার খলিফা হইতে পারেন না। কারণ, 'উপমেয়' সর্বদাই 'উপমান' হইতে পৃথক। সুতরাং, এই আয়েতের আলোকে মুহাম্মদীয় উম্মতের 'ইমাম মাহ্দী' হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের অনুরূপ ('মসিল') হওয়ার কারণে 'ঈসা' বা ইব্নে মরয়্যম' নাম লাভ করিতে পারেন, কিন্তু ঈসা আলাইহেস্ সালাম মুহাম্মদীয় উম্মতে আসিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের খলিফা হইতে পারেন না। সুতরাং, তাঁহার 'জীবিত থাকা' বা 'মৃত্যুর পর জীবিত' হইয়া আসার ধারণা সম্পূর্ণ অলীক। কারণ এই আয়েতের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মুহাম্মদীয় উম্মতে খলিফা হইয়া আসিতেই পারেন না বলিয়া তাঁহাকে জীবিত রাখার কোনই সার্থকতা নাই।

সপ্তম প্রশ্ন

মওদুদী সাহেব আমাদের এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেন কি যে, হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম উপরোল্লিখিত আয়েতের পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদীয় উম্মতের ইমাম ও খলিফা হইয়া কি প্রকারে আসিতে পারেন?

নোট:—মওদুদী সাহেব 'খতমে নবুয়াত' পুস্তিকায় মসিহের নযুল সংক্রান্ত বিভিন্ন রাওয়াইয়াত উদ্ধৃত করিবার পর এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন:

> "অনুরূপ স্পষ্টভাবে দ্বিতীয় যে কথাটি এই হাদিস-গুলো থেকে ব্যক্ত হয়, তা হলো এই যে, নবী হিসেবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরাগমন হইবে না। তাঁর ওপর অহী নাযীল হইবে না।"
> ['খতমে-নবুয়াত', বাঙলা সংস্করণ, ৬৪ পৃ:]

এ সম্পর্কে নিবেদন এই যে এই অভিমতের উভয় অংশই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ সহীহ্ মুসলিমের এক হাদিসে এই উভয় অংশেরই অপনোদন বা খণ্ডন রহিয়াছে। মওদুদী সাহেবও হযরত নওয়াস ইব্নে সামায়ান হইতে বর্ণিত এই হাদিসটি তাঁহার পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। [বাঙলা সংস্করণ, 'খতমে নবুয়াত, ৫৩ পৃঃ ১০নং রেওয়ায়েত] অবশ্য, তিনি জানিয়া বুঝিয়া হাদিসটি হইতে ঐ অংশ বাদ দিয়াছেন, যেখানে লিখিত আছে যে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম মুহাম্মদীয় উম্মতের প্রতিশ্রুত (মাওউদ) মসিহ্কে চারি বার "নবীউল্লাহ্" ('আল্লাহ্র নবী') বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার উপর 'অহী নাযেল হওয়ার' কথাও বলিয়াছেন। মওদুদী সাহেব ইচ্ছা করিয়াই হাদিসের এই অংশদ্বয় বাদ দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার উপরোক্ত এই ভ্রান্ত অভিমত রহস্যাবৃত থাকে যে, মসিহ্ মাওউদ নবী হিসাবে আসিবেন না এবং তাঁহার উপর অহী-নাযেল হইবে না। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম এই হাদিসে ফরমাইয়াছেন ঃ

و يحصر نبى الله عيسى و اصحابه *** فيرغب نبى الله عيسى و اصحابه *** ثم يهبط نبى الله عيسى و اصحابه *** فيرغب نبى الله عيسى و اصحابه الى الله - (صحيح مسلم - باب خروج الدجال)

অর্থাৎ, "যখন মসিহ্ মাওউদ ইয়াজুজ মাজুজের সময় আসিবেন, তখন সেই 'মসিহ্ নবী-উল্লাহ' (আল্লাহ্র নবী ঈসা) এবং তাঁহার সাহাবীগণ শত্রু দ্বারা পরিবেষ্ট ও অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবেন*** তখন আবার 'নবী-উল্লাহ মসিহ্' (আল্লাহ্র নবী মসিহ্) এবং তাঁহার সাহাবা খোদার প্রতি মনোনিবেশ করিবেন*** তখন আবার 'নবী-উল্লাহ মসিহ্' (আল্লাহ্র নবী

মসিহ্) ও তাঁহার সাথী এক বিশেষ স্থানে অবতরণ করিবেন*** অতঃপর 'নবী-উল্লাহ মসিহ্' (আল্লাহ্র নবী মসিহ্) এবং তাঁহার সাহাবা খোদা-তা'লার নিকট গভীরভাবে মোনাজাত করিবেন।"

['সহীহ্ মুসলিম']

অমষ্ট প্রশ্ন

এখন মওদুদী সাহেবকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই হাদিসে পুনঃ পুনঃ চারি বার (ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া) রসুল্লাহ্" সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম মসিহ্ মাওউদকে "নবী-উল্লাহ্" ('আল্লাহ্র নবী') নির্ধারণ করা সত্ত্বেও তাঁহার কি অধিকার আছে যে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, মসিহ্ মাওউদ 'নবী হিসাবে আগমন করিবেন না' ?

সুতরাং, মওদুদী সাহেবের অভিমত উদ্দেশ্য মুলক এবং কল্পনা প্রসূত এবং হাদিসের বিরোধী বলিয়া ভ্রান্ত ও অবান্তর।

তারপর, এই হাদিসেই লিখিত আছে ঃ

اذ اوحى الله الى عيسى انى قد اخرجت عبادا
الى لا يدان لاحد بقتالهم -

"খোদা-তা'লা প্রতিশ্রুত ঈসাকে অহী করিবেন ঃ আমি কতক বান্দা (অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজ) বাহির করিয়াছি, যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার কাহারো শক্তি নাই'।

['সহীহ্ মুসলিম']

আশ্চার্যের বিষয়, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম বলেন যে মসিহ্ মাওউদের উপর 'অহী নাযেল হইবে', কিন্তু মওদুদী সাহেব মুসলমানদিগকে ইহা প্রত্যয় করাইতে চান যে, মসিহ্ মাওউদের উপর 'অহী নাযেল হইবে না'। এখন

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের বিরুদ্ধে মওদুদী সাহেবের এই ধারণাকে ভ্রান্তিকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ছাড়া মুসলমান মাত্রেরই গত্যন্তর নাই।

নবম প্রশ্ন

যদি মওদুদী সাহেব সম্পূর্ণ হাদিসটি উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলে এই দুই কথার কোনটাই বলিতে পারিতেন না। এখন মওদুদী সাহেব বলুন যে উদ্ধৃত করিবার সময় হাদিসের এই উভয় অংশকেই তিনি কেন বাদ দিয়াছেন? এজন্য নয় কি যে, তাঁহার অসত্যতা যেন দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া যায়?

উম্মতের উলামাগণও মসিহ মাওউদের মর্যাদা সম্বন্ধে এই ধর্ম-মতই পোষণ করেন যে, তিনি 'নবী-উল্লাহ্' বা 'আল্লাহর নবী' হইবেন এবং নবুওত ছাড়িয়া আসিবেন না। নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ লিখিয়াছেন:—

من قال بسلب نبوته كفر حقا كما صرح به السيوطى - [حجج الكرامه صفحه ٤٣١]

"যে ব্যক্তি বলে যে হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম নাযেল হওয়ার সময় নবী থাকিবেন না, সে পাক্কা কাফের, যেমন ইমাম জালালুদ্দীন সাইয়ুতি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।"

অতঃপর, তিনি লিখিয়াছেন:

فهو عليه السلام و ان كان خليفة فى الامة المحمدية فهو رسول و نبى كريم على حاله [حجج الكرامه - صفحه ٤٢٦]

অর্থাৎ, "যদিও ঈসা আলাইহেস্ সালাম এই উম্মতের খলিফা হইবেন, কিন্তু তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী অবস্থা অনুসারে নবী ও রসুল হইবেন।" ['হুজাজুল্-কেরামাহ্']

হযরত শেখ আকবর মুহী উদ্দীন ইবনুল-আরাবী আলইহের রহমত লিখিয়াছেন ঃ

عیسی علیه السلام ینزل فینا حکما من غیر تشریع و هو نبی بلا شك - [فتوحات مکیه - جلد اول - صفحه ٥٧٠]

অর্থাৎ, "ঈসা আলাইহেস্ সালাম আমাদের মধ্যে শরীয়ত ছাড়া নাযেল হইবেন এবং নিশ্চয়ই তিনি নবী হইবেন।" ['ফতোহাতে মাক্কিয়া']

হযরত মুহী উদ্দীন ইব্নুল্-আরাবী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এই আকিদাও লিখিয়াছেন ঃ

وجب ینزوله فی اخر الزمان بتعلقه ببدن اخر - [تفسیر محی الدین ابن العربی بر حاشیه عرائس البیان صفحه ٢٩٢]

['অজাবা নাযুলুহু ফি আখেরিয্ যামানে বে-তা তাল্লুকহি ফি বাদানে আখার্']

অর্থাৎ, "হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের শেষ যুগে নযুল অন্য দেহের মাধ্যমে সংঘটিত হইবে। অর্থাৎ, হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম আদি দেহ অবলম্বনে নহে, 'বরুযীভাবে' (প্রতিবিম্বাকারে) আগমন করিবেন।"

[তফসীরে ইবনুল-আরাবী বার্ হাশিয়া 'আরায়েসুল্-বায়ান]

এক সম্প্রদায় সুফী ইহাই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। 'একতেতাস্থুল্ আন্ওয়ার' কেতাবের ৫২ পৃষ্ঠায়ও ইহাই লিখিত আছে। তাহা এই :—

"یعنے بر آنند کہ روح عیسیٰ در مہدی بروز کند و نزول عبارت از ہمیں بروز است مطابق ایں حدیث لا مہدی الا عیسیٰ -

অর্থাৎ, "কোন কোন সুফী বিশ্বাস করেন যে, ঈসা আলাইহেস্ সালামের আত্মা (অর্থাৎ, তাঁহার আধ্যাত্মিক গুণাবলী ও সৌন্দর্য-রাশি) মাহ্দীর মধ্যে প্রতিবিম্বাকারে প্রকাশিত হইবে। ঈসা আলাইহেস্ সালামের নযুলর এই 'বরুয' অর্থ "লা মাহ্দী ইল্লা ঈসা" ("ঈসা ব্যতীত মাহ্দী নাই") হাদিস মুতাবেক।" ['এক্তেবাস্থুল্-আন্ওয়ার']

স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিয়াছেন :—

یوشک من عاش منکم ان یلقی عیسی ابن مریم اماما مہدیا حکما عدلا یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر الخ [مسند احمد بن حنبل - جلد ۲ - صفحہ ۱۱۴]

"শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারা ঈসা ইব্নে মরয়্যমকে ইমাম মাহ্দী এবং মিমাংসাকারী ও ন্যায় বিচারকরূপে দেখিবে।" ['মসনদ'-ইমাম আহমদ হাম্বল]

এই হাদিসে "লা মাহ্দী ইল্লা ঈসা" ("মসিহ্ বাদে মাহ্দী নাই") হাদিসের ন্যায় ইমাম মাহ্দী এবং ঈসা ইবনে মরয়্যমকে একই ব্যক্তি বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং ইমাম মাহ্দীকে অন্যান্য সমস্ত হাদিসেই মুহাম্মদীয় উম্মতের ব্যক্তি বিশেষ বলা হইয়াছে।

সুতরাং হযরত ঈসা (আলাইহেস্ সালাম) আকাশ হইতে সোজা অবতরণের ধারণা ভ্রান্তি মূলক। মুহাম্মদীয় উম্মতের ইমাম মাহ্দীকেই হাদিসে 'উম্মতের প্রতিশ্রুত ঈসা' (মাওউদ মসিহ) নির্দেশ করা হইয়াছে, যাহাতে ঈসা আলাইহেস্ সালামের সহিত ইমাম মাহ্দীর সৌসাদৃশ্য প্রমাণিত হয়।

মসিহ্ মাওউদের প্রতি অহী নাযেল হওয়া সম্বন্ধে উলামাগণের ধর্ম-মত (আকিদা)

সহীহ্ মুসলিমের হাদিস অনুযায়ী মসিহ্ মাওউদের উপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার আকিদাও উলামায়ে উম্মতের এক বাক্যে স্বীকৃত মত। আল্লামা আলুসী 'তফসীরেরুহুল মানীতে' ইব্নে হিজরের বরাতে লিখিয়াছেন :—

نعم يوحى عليه السلام وحى حقيقى كما فى حديث مسلم - [تفسير روح المعانى - جلد ٧ - صفحه ٧٥]

"হাঁ, ঈসা আলাইহেস্ সালামের উপর অতঃপর প্রকৃত অহী অবতীর্ণ হইবে যেমন মুসলিমের হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে।" ['তফসীর রুহুল্-মাআনী']

অতঃপর লিখিয়াছেন :—

حديث لا وحى بعد موتى باطل ، ما اشتهر ان جبريل لا ينزل الى الارض بعد رفع النبى صلى الله عليه وسلم فهو لا اصل له - (روح المعانى - صفحه ٧٥)

অর্থাৎ, "হাদিস 'লা ওয়াহ্ইয়া বাদী' ('আমার পর

কোন অহী নাই') ভিত্তিহীন এবং নবী করীম সাল্লামের পর পৃথিবীতে জিবরীলের অবতীর্ণ না হওয়ার প্রচলিত ধারণাও ভিত্তিহীন।" (ঐ)

সুতরাং মওদুদী সাহেবের এই দুইটি কথারই কোন প্রমাণ নাই যে, মসিহ মাওউদ নবী হিসাবে আসিবেন না এবং তাঁহার উপর কোন অহী হইবে না। এই দুইটি কথাই নবুবী হাদিসের বিরোধী এবং উম্মতের উলামাগণের আকিদারও বিরোধী। কিছুই বুঝা যায় না যে, তিনি এই দুইটি কথা কোথা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন? কারণ খোদা ও তাঁহার রসুলের (সাঃ) বাণীতে ইহার কোন মূল নাই।

'খাতামুন্ নাবীয়ীনের অনুবর্তিতায়' মসিহ্ মাওউদের 'উম্মতি নবী হিসাবে আসা' মওদুদী সাহেব ছাড়া উলামায়ে উম্মতের সকলেরই এক বাক্যে স্বীকৃত মত। এই বিশ্বাস সহীহ্ মুস্‌লীমের হাদিস অনুযায়ী 'খাতামুন্ নাবীয়ীনের' বিরোধী নয়। 'খাতামুন্ নাবীয়ীন' সংক্রান্ত আয়েতের অপরিহার্য অর্থ 'শেষ শরীয়ত-দাতা ও স্বাধীন নবী'—শুধু 'শেষ নবী' নয়। মৌলবী মুহাম্মদ কাসেম সাহেব নানুতুবী রহমতুল্লাহে আলাইহে বলেন যে, 'শুধু শেষ নবী' মনে করা সাধারণ লোকের একটা ধারণা মাত্র বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই অর্থ গ্রহণ করেন না। সুতরাং, মওদুদী সাহেবের 'খাতমে নবুয়াত' পুস্তিকা তাঁহার জ্ঞান সাধনার পরিচায়ক নহে। ইহাতে আছে শুধু ভাসা ভাসা কয়েকটি উক্তির জোড়া তালি।

ইমাম গায্‌যালী রহ্‌মতুল্লাহে আলাইহের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ

মওদুদী সাহেব যে সকল উদ্ধৃতি তাঁহার পুস্তিকায় দিয়াছেন, ঐগুলির কোন কোনটি কাট-ছাঁট পূর্বক

বিকৃতভাবে পেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম গায্যালী (আলাই-হের রহমত) হইতে যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, উহাতে স্পষ্ট হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকার ২৫-২৬ পৃষ্ঠায় (বাঙলা সংস্করণ) মওদুদী সাহেব ইমাম গায্যালী (রহঃ) প্রণীত 'আল্-এক্তেসাদ' কেতাবের ১১৩ পৃষ্ঠার বরাতে তাঁহার প্রতি নিম্ন-লিখিত উক্তি আরোপ করিয়াছেন :—

> "সমগ্র মুসলিম সমাজ এই বাক্য থেকে একযোগে এই অর্থ নিয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) তাঁর পরে কোন রসূলএবং নবীর না আসার কথাটি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন এবং এর কোনো বিশেষ অর্থ গ্রহণ অথবা বাক্যটিকে উলটিয়ে পালটিয়ে এবং টেনে হিঁচড়ে এথেকে কোন দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণের সুযোগই এখানে নেই। অতঃপর যে ব্যক্তি টেনে-হিঁচড়ে এথেকে কোনো দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করবে, তার বক্তব্য নিছক উদ্ভট, কল্পনা-ভিত্তিক। এবং তার বক্তব্যের ভিত্তিতে তার ওপর কুফরীর ফতোয়া দেবার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। কেননা কোরআনের যে আয়াত সম্পর্কে সমগ্র মুসলিম সমাজ একযোগে এই মত পোষণ করেন যে তার কোনো দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না এবং টেনে-হিঁচড়ে অন্য অর্থও তাথেকে বের করা যেতে পারে না, সেই আয়াতকে সে মিথ্যা প্রমাণ করছে।"
>
> ['খতমে নবুওয়াত', বাঙলা সংস্করণ, ২৫-২৬ পৃঃ]

পৃঃ ১২৯

মওদুদী সাহেবের মূল উর্দু পুস্তিকায় উদ্ধৃতিটি এইরূপ :

"امت نے بالاتفاق اس لفظ لا نبی بعدی
سے یہ سمجھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے بعد کسی نبی اور کسی رسول کے کبھی
نہ آنے کی تصریح فرما چکے ہیں اور یہ کہ
اس میں کسی تاویل و تخصیص کی کوئی
گنجائش نہیں ہے - اب جو شخص اسکی تاویل
کر کے اسے کسی خاص معنی کے ساتھ مخصوص
کرے اسکا کلام مخص بکواس ہے جس پر تکفیر
کا حکم لگانے میں کوئی امر مانع نہیں ہے کیونکہ
وہ اس نص کو جھٹلا رہا ہے جس کے متعلق
تمام امت کا اجماع ہے - [رسالہ ختم نبوت -
صفحہ ۲۴ - ۲۵]

যে শব্দগুলিতে ('বাঙলা উদ্ধৃতির নীচে' এবং 'উর্দু উদ্ধৃতিতে উপরে') আমরা রেখা টানিয়াছি, ঐ শব্দগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যাচরণ পূর্বক ইমাম গায্যালীর উপর হস্তক্ষেপ বটে। কারণ তাঁহার কেতাব 'আল্ এক্তেসাদের' ১১৩ পৃষ্ঠায় কখনো এইরূপ এবারত নাই, যাহার উদ্ধৃতি স্বরূপে মওদুদী সাহেব দিয়াছেন। মওদুদী সাহেব ইমাম গায্যালীর ফাৎওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আহ্মদীগণকে 'খাতামুন্ নাবীয়ীনের' স্পষ্ট অর্থের "মুকায্যেব ও মুকাফ্ফের" (অস্বীকারকারী) সাব্যস্ত করিবার জন্য ইমাম গায্যালীর প্রতি উহা আরোপ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যাভিযোগ করিয়াছেন। কারণ 'আল্-এক্তেসাদে' এরূপ কোন এবারত নাই, যাহার এই অনুবাদ হইতে পারে—যাহা মওদুদী সাহেব পেশ করিয়াছেন। বরং উল্লিখিত এবারতের একটু পূর্বে ইমাম গায্যালী লিখিয়াছেন:

"যে ব্যক্তি হযরত আবু বকরের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁহার খেলাফত অস্বীকার করে, তাহার উপর 'তকফীর'

(কুফরী ফাৎওয়া দেওয়া) অপরিহার্য নয়। কারণ ধর্মের যে সকল মূল-নীতির সত্যতা স্বীকার করা জরুরী—যেমন হজ, নামায এবং ইস্‌লামের 'আরকান'গুলি—ইহা ঐরূপ কোন মূল বিষয়ের অস্বীকার নহে। আমরা এজমার বিরুদ্ধাচরণের ভিত্তিতে কাফের প্রতিপন্ন করিব না। যে নায্‌যাম সম্প্রদায় এজমার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে, তাহাদিগকেও কাফের নির্ধারণে আমাদের আপত্তি আছে। কারণ এজমা অকাট্য দলীল হওয়া সম্বন্ধে বিপুল সন্দেহ আছে।"

সুতরাং যেহেতু ইমাম গায্‌যালী এজ্‌মা অস্বীকারকারীর উপর এজমা অকাট্য প্রমাণ হওয়াতে সন্দেহ বশতঃ কুফরের ফাৎওয়া দেন না এবং এজমার সম্পূর্ণ অস্বীকারকারীকেও কাফের নির্দেশ করেন না, তদবস্থায় ইহা কিরূপে সম্ভবপর যে, তিনি পরক্ষণে নিজেই "লা-নাবীয়া বাদী" ব্যাখ্যাকারীকে 'স্পষ্ট উক্তির বিরুদ্ধাচারী ও অস্বীকারকারী' বলিয়া নির্ধারণ করিবেন? সুতরাং, মওদুদী সাহেব 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকায় ইমাম গায্‌যালীর প্রতি আরোপ পূর্বক যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, উহাতে রেখা চিহ্নিত কথাগুলি একেবারেই প্রক্ষিপ্ত এবং ইমাম গায্‌যালীর প্রতি মিথ্যারোপ ও মিথ্যাভিযোগ।

খোদা-তা'লার ভয়কে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া কোন উদ্ধৃতি পেশ করিবার সময় অসততা অবলম্বন করা—যেরূপ উল্লিখিত ভাবে মওদুদী সাহেব করিয়াছেন—এক জন দ্বীনী আলেমের জন্য মর্যাদা হানিকর।

মওদুদী সাহেব এ কথাও বলিতে পারেন না যে, তিনি যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন তদনুযায়ী ইমাম গায্‌যালীর লিখার তাৎপর্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কারণ তদন্ত কমিশনের সম্মুখে দশ প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গেও তিনি ইমাম গায্‌যালীর

কেতাব 'আল্-একতেসাদ'এ ১১৩ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তদন্ত কমিশনের সম্মুখে তিনি আরবী এবারত এই ভাবেই উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবৃতির তৃতীয় সংস্করণেও লিখিত আছে :—

ان الامة فهمت بالاجماع من هذا اللفظ انه افهم عدم النبى بعده ابدا و عدم رسول بعده و انه ليس فيه تاويل و لا تخصيص فكلامه من انواع الهذيان لا يمنع الحكم بتكفيره لانه مكذب لهذا النص الذى اجمعت الامة على انه غير ماءول و لا مخصوص - [الاقتصاد صفحه ۱۱۳]

এই উদ্ধৃতিতেও রেখা চিহ্নিত শব্দগুলি প্রক্ষিপ্ত এবং ইমাম গায্যালীর কেতাব 'আল্-একতেসাদ'-এর ১১৩ পৃষ্ঠায় এই প্রকারে লিখিত নাই। বস্তুতঃ, ইমাম গায্যালী এখানে এরূপ ব্যক্তিকেও স্পষ্ট উক্তির বিরোধী বলিয়া নির্দেশ করেন নাই, যে এজমাকে অস্বীকার করে কিন্তু মূল উক্তিকে মান্য করে। ইমাম গায্যালীর মতে ব্যাখ্যাকারীকে ('তাবিল কারীকে') কাফের সাব্যস্ত করা যায় না। [আল্-ইক্তেসাদ,' ১১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

দশম প্রশ্ন

মওদুদী সাহেবের উপস্থাপিত ভাষায় 'রেখা চিহ্নিত এবারত' মওদুদী সাহেব কিংবা তাঁহার সমর্থকগণ আল্-ইক্তেসাদ' পুস্তিকার মধ্যে প্রদর্শন করিবার সাহস রাখেন কি ? কখনই না, কখনই না। و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا

প্রকাশ থাকে যে, মুহাম্মদীয় উম্মতের এজমা শুধু এই

কথার উপর রহিয়াছে যে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর কোন 'তশ্‌রয়ী (শরীয়ত দাতা) নবী' আসিতে পারেন না। 'খাতামুন্ নাবীয়ীন' আয়েত এবং "লা নাবীয়া বাদী" প্রভৃতি হাদিস হইতে শুধু 'শরীয়ত দাতা নবীর আগমন' বন্ধ হইবার বিষয়ে 'এজমায়ে উম্মত' পাওয়া যায়। আহ্‌মদীয়া জমাত এই 'এজমায়ে-উম্মত'কে যথার্থ বলিয়া মান্য করে এবং এ 'এজমায়' তাহারাও শরীক। কোন প্রকার 'তাবিল তখসিস' বা 'ব্যাখ্যা ও ব্যতিক্রম' দ্বারা শরীয়ত-দাতা নবীর আগমন জায়েয করাকে খত্‌মে নবুওতের বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া আহ্‌মদীগণ দৃঢ় প্রত্যয় রাখে।

খাতামুন্ নাবীয়ীন আয়েতের তফসীর

আল্লাহ্-তা'লা 'সুরাহ্ আহ্‌যাবে বলেন ঃ—

ما كان محمد ابا احد من رجا لكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما -

অর্থাৎ, "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারো পিতা নহেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসুল ও নবীগণের মুহর এবং আল্লাহ্-তা'লা সব বিষয়ই উত্তমরূপে জানেন।"

মওদুদী সাহেব এই আয়েতের তফসীর করিতে গিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

"আয়েতটি সূরায়ে আহযাবের পঞ্চম রুকুতে নাযিল হয়েছে। এই রুকুতে আল্লাহ্-তায়ালা সেই সব কাফের এবং মুনাফেকের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, যারা হযরত

যয়নাবের সঙ্গে রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিবাহের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা শুরু করে দিয়ে ছিলো।*** তাদের প্রথম প্রশ্ন হলো ঃ আপনি নিজের পুত্র বধূকে বিবাহ করেছেন। অথচ আপনার নিজের শরীয়তও একথা বলে যে, পুত্রের বিবাহিতা স্ত্রী পিতার জন্য হারাম। এর জবাবে বলা হলো—"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারুর পিতা নন।" অর্থাৎ যে ব্যক্তির তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা হলো, সে কি মুহাম্মদের (ছঃ) পুত্র ছিল? তোমরা সবাই জান যে মুহাম্মদের (ছঃ) কোন পুত্র নেই।" ['খতমে নবুয়াত', বাঙলা সংস্করণ, ১—২ পৃঃ]

এই পর্যন্ত মওদুদী সাহেবের বিবৃতি সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু পরে তিনি লিখিতেছেন ঃ—

"তাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো ঃ পালিত পুত্র নিজের গর্ভ জাত* পুত্র নয়, একথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, তার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েজ হইতে পারে, কিন্তু তাকে অবশ্যই বিবাহ করতে হবে এর প্রয়োজনটা কোথায়? এর জবাবে বলা হলো—"কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসুল।" অর্থাৎ যে হালাল বস্তু তোমাদের রসম রেওয়াজের বদৌলতে অথথা হারামে পরিণত হয়েছে, সে সম্পর্কে যাবতীয় বিদ্বেষ এবং পক্ষপাতিত্ব খতম করে তার হালাল হওয়াকে নিঃসন্দেহ এবং নিঃসংশয় করে তোলা রসুলের অবশ্য করণীয় কাজ।

"আবার অতিরিক্ত জোর দেবার জন্যে বলেন,—"শেষ নবী।" অর্থাৎ তাঁর যুগে আইন এবং সমাজ সংস্কার

---

* বাংলা সংস্করণে এ কথাই আছে। মওদুদী সাহেব উর্দুতে "হকীকী বেটা" লিখিয়াছেন।

মূলক কোনো বিধি প্রবর্তিত হয়ে থাকলে, এই সমাধা করার জন্যে তাঁর পর কোনো রসুল তো নয়ই, কোন নবীও আসবেন না। কাজেই জাহেলী যুগের রসম রেওয়াজ খতম করে দেবার প্রয়োজন এখনই দেখা দিয়েছে। এবং তিনি নিজেই একাজটা সমাধা করে যাবেন।" ['খতমে নবুওয়াত,' বাঙলা সংস্করণ, ৩--৪ পৃঃ]

আয়েত ما كان محمد ابا احد من رجالكم ("মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ও সাল্লাম তোমাদের মধ্যে কাহারো পিতা নহেন") সম্বন্ধে কাফের ও মুনাফেকদের এই যে দ্বিতীয় প্রশ্ন হইত বলিয়া মওদুদী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ তাঁহার নিকট না থাকায় 'খতমে নবুয়াত' পুস্তিকার পাদ টীকায় ইহাকে 'প্রসঙ্গতঃ স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে বিবৃত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মওদুদী সাহেব ছাড়া কোন মুফাস্‌সেরের মনোযোগ এদিকে যায় নাই যে, ما كان محمد ابا احد من رجالكم হইতে এই প্রশ্নের উদ্ভব হয়। বরং এই প্রশ্ন এই আয়েত হইতে শুধু মওদুদী সাহেবের মানসেই সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী বাক্য ولكن رسول الله وخاتم النبيين। এই প্রশ্নর জবাব হইতেই পারে না যে, তিনি 'আল্লাহ্‌র রসুল এবং খাতামুন্-নাবীয়ীন' বলিয়া এই বিবাহ করা তাঁহার পক্ষে জরুরী ছিল। কারণ, এই প্রশ্ন এবং উত্তরের পরেও প্রশ্ন বাকী থাকে যে, তিনি 'আল্লাহ্‌র রসুল ও খাতামুন্-নাবীয়ীন হওয়াতে এই বিবাহ করা জায়েয বলিয়া তাঁহারই কি এই বিবাহ করা জরুরী ছিল? ইহা তো কোনই উত্তর নয় যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসুল ও খাতামুন্-নাবীয়ীন বলিয়া এই বিবাহ তাঁহারই করা অত্যাবশ্যক ছিল। 'উম্মতের জন্য এইরূপ বিবাহ হালাল হওয়া' খোদা-তা'লা

তাঁহার কালামের বর্ণনা করিতে পারিতেন, কিংবা রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম তাঁহার বাক্য দ্বারা ইহা বৈধ হওয়া নির্দেশ করিতে পারিতেন। সুতরাং, 'তাঁহারই কি এই বিবাহ করা জরুরী ছিল'?—এই প্রশ্নের মীমাংসা "রাসুলুল্লাহ্" এবং "খাতামুন্-নবীয়ীন" শব্দগুলিতে হয় না। "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম) তোমাদের মধ্যে পুরুষদের কাহারো পিতা নহেন" বাক্য হইতে এই প্রশ্ন এ জন্যও উদ্ভব হয় না যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম এই বিবাহ কেন করিয়াছিলেন—ইহার উত্তর আল্লাহ্-তা'লা 'খাতামুন নাবীয়ীন' সম্বলিত আয়েতের পূর্বে নিজেই এই প্রকারে দিয়াছিলেন ঃ—

فلما قضى زيد منها وطرا زوجنكها لكى لا يكون
على المؤمنين حرج فى ازواج ادعيائهم اذ قضوا
منهن وطرا - [احزاب ع ٥]

অর্থাৎ, "যায়েদ যখন যয়নাবকে তালাক দিল, তখন আমরা তাহার বিবাহ তোমার সঙ্গে করিয়া দিলাম, যাহাতে মুমেনগণের হৃদয়ে তাহাদের পোষ্য পুত্রদের বধূদিগকে—যখন তাহারা উহাদিগকে তালাক দেয়—বিবাহ করিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ না থাকে।"

['সুরাহ্ আহযাব, রুকু ৫]

সুতরাং, এই আয়েত বিদ্যমান থাকিতে ما كان محمد ابا احد من رجالكم ('মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ও সাল্লাম তোমাদের কাহারো পিতা নহেন)' বলায় কোন কাফের এবং মুনাফেকের এই অধিকার ছিল না যে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিত যে 'এই বিবাহ' করা কি জরুরী ছিল? কারণ ইহার উত্তর তো আল্লাহ্-তা'লা পূর্বেই দিয়াছেন। সুতরাং, "ওলাকির্ রাসুলিল্লাহে"

('কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসুল') এবং "খাতামান্ নাবীয়ীন" শব্দগুলি এই প্রকার প্রশ্নের জবাব হইতে পারে না।

ইহা সত্ত্বেও যদি মওদুদী সাহেব একান্তই জেদ ধরেন যে, অন্ততঃ তাঁহার উর্বর মস্তিষ্কে তো "তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ করিয়া দিলাম, যাহাতে মুমেনগণের হৃদয়ে কোন প্রকার সঙ্কোচ না থাকে" বাক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম) তোমাদের মধ্যে পুরুষদের কাহারো পিতা নহেন" বাক্য হইতে এই প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে তিনি কেন এই বিবাহ করিয়াছিলেন, তবে আমরা নিবেদন করিব যে মওদুদী সাহেব কিসের উপর ভিত্তি করিয়া "ওলাকির্ রাসুলিল্লাহে ও খাতামুন্-নাবীয়ীন" শব্দ সমষ্টির এই অনুবাদ করিয়াছেন যে, "তাঁর পর কোন রসুল তো নয়ই, কোন নবীও না"! "তো-নয়ই" অর্থ বোধক কোন শব্দ উল্লিখিত আয়েতে নাই। মওদুদী সাহেব 'খাতামুন্-নাবীয়ীন' সংক্রান্ত তাঁহার কাল্পনিক অর্থকে দাঁড় করাইবার জন্য অনুবাদে এ গুলিকে ঢুকাইয়াছেন। ধরিয়া নেওয়া হউক, এখানে মওদুদী সাহেবের ধারণানুসারে এই প্রশ্নের উদ্ভব হইত যে, "এই কাজটা করবার এমন কি প্রয়োজন ছিল?' বিবাহ তো একটি শরীয়তের বিষয়, যাহা এক জন শরীয়ত দাতা নবীই তাঁহার কথা বা কাজ দ্বারা সমাধান করিতে পারিতেন। এ জন্য জবাবে "রাসুলিল্লাহ্' এবং "খাতামান্-নাবীয়ীন" শব্দগুলি যথাস্থানেই শরীয়তের দিক হইতে তাঁহার মর্যাদা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, "রাসুলিল্লাহে"—একজন শরীয়তদাতা রসুলের মর্যাদা প্রকাশ করিতেছে এবং "খাতামান্-নাবীয়ীন" নবীগণের মধ্যে এক সর্বাঙ্গীন, শরীয়ত বাহক নবীর মর্যাদা প্রকাশ করিতেছে। বস্তুতঃ, মওদুদী সাহেব স্বয়ং লিখিয়াছেন :—

"অর্থাৎ যে হালাল বস্তু তোমাদের রসম-রেওয়াজের

বদৌলতে অযথা হারামে পরিণত হয়েছে, সে সম্পর্কে যাবতীয় বিদ্বেষ এবং পক্ষপাতিত্ব খতম করে তার হালাল হওয়াকে নিঃসন্দেহ এবং নিঃসংশয় করে তোলা রসুলের অবশ্য করণীয় কাজ।" ['খতমে নবুওয়াত, বাঙলা সংস্করণ, ৩পৃঃ]

মওদুদী সাহেবের কথা মত "রাসুলিল্লাহ্" এর "খাতামান্-নাবীয়ীন" শব্দগুলি সংযোজনার উপরোক্ত উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, এখানে "রাসুল" দ্বারা 'শরীয়ত-দাতা রসুল' বুঝায় এবং "খাতামান্-নাবীয়ীন" দ্বারা বুঝায় নবীগণের মধ্যে শরীয়তকে সর্বোতঃ সম্পূর্ণকারী নবী—যাঁহার পর কোন শরীয়তদাতা নবী আসিতে পারেন না এবং যদি আসেন, তবে তাঁহার খাতেমিয়তের বদৌলত তাঁহার কল্যাণের প্রভাবে তাঁহার শরীয়তের অনুসরণ দ্বারা এক জন 'উম্মতি নবী' হিসাবেই আসিতে পারেন, যেমন মসিহ্ মাওউদের 'উম্মতি নবী' হওয়া বিভিন্ন হাদিসের বর্ণিত হইয়াছে এবং উলামায় উম্মতেরও ইহাই 'মযহব' রহিয়াছে। মসিহ্ মাওউদ তাঁহার পরে আসিবার ছিলেন এবং উম্মতি নবী হওয়ার ছিলেন। সুতরাং 'উম্মতি নবুওত' 'খতমে নবুওতের' বিরোধী নয়। সুতরাং মওদুদী সাহেবের মস্তিষ্ক রচিত বক্তব্যও তাঁহার কোনই কাজে আসিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

আয়েতের প্রকৃত পরিবেশ

মওদুদী সাহেব বর্ণিত আয়েতের পরিবেশ ধরিয়া নিয়া আমরা উপরোক্ত মীমাংসা তাঁহার তর্কের ফল স্বরূপে লিখিলাম। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে আয়েতের প্রাসঙ্গিক মীমাংসা এই যে, যখন খোদা-তা'লা বলিলেনঃ

ما كان محمد ابا احد من رجالكم

অর্থাৎ 'মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে পুরুষদের কাহারো পিতা নহেন,' ইহাতে কাফেরদের মনে স্বভাবতঃ এই একটি মাত্র প্রশ্ন উদয় হইতে পারিত যে, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ পুরুষদের মধ্যে কাহারো পিতা নহেন বলিয়া তিনি (নাউযুবিল্লাহ্) 'অপুত্রক' (ابتر) এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ নাই। এই সংশয় দূরীকরণার্থে আল্লাহ্-তা'লা বলিলেন যে এই বাক্য তিনি কোন পুরুষের পিতা না হওয়া সম্পর্কে বলা হয় নাই, পরন্তু দৈহিক ভাবে তাঁহার পিতৃত্ব খণ্ডন করা হইয়াছে মাত্র। নচেৎ, রাসুলুল্লাহ্" এবং "খাতামুন্ নাবীয়ীন" হওয়ায় তিনি বুৎপত্তিগত অর্থে ও আধ্যাত্মিক হিসাবে নিশ্চয়ই পিতা। 'রসুলুল্লাহ্' বা 'আল্লাহর রসুল' হওয়া হিসাবে তিনি উম্মতের পিতা এবং 'খাতামুন্ নাবীয়ীন' হওয়ার দিক হইতে তিনি নবীগণেরও পিতা—শুধু শেষ নবী নহেন।

আয়েতের পূর্বাপর বিবৃতির যে মিমাংসা আমরা পেশ করিলাম, দেওবন্দ 'দারুল-উলুম' প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলবী মুহাম্মদ কাসেম সাহেব নানুতুবী সাহেবও সমর্থন করেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

جیسے خاتم بفتح تاء کا اثر اور نقش مختوم
علیہ میں ہوتا ہے ایسے ہی موصوف بالذات کا
اثر موصوف بالعرض میں ہوتا ہے۔ حاصل مطلب
آیت کریمہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ ابوت
معروفہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو
کسی مرد کی نسبت حاصل نہیں پر ابوت معنوی
امتیوں کی نسبت بھی حاصل ہے اور انبیاء کی
نسبت بھی حاصل ہے۔ انبیاء کی نسبت تو فقط

آیت خاتم النبیین شاهد ہے کیونکہ اوصاف معروض اور موصوف بالعرض (یعنی دوسری نبوتیں اور دوسرے نبی) موصوف بالذات کی (آنحضرت صلی علیہ وسلم) کی فرع ہوتے ہیں اور موصوف بالذات اوصاف عرضیہ کی اصل ہوتا ہے اور وہ اس کی نسل اور امتیوں کی نسبت لفظ رسول اللہ میں غور کیجئے - [تحذیر الناس - صفحہ ۱۰-۱۱]

অর্থাৎ, 'যেমন' তা' অক্ষরের উপর 'যবর' সহ خاتم 'খাতাম' (মুহর) এর ক্রিয়া ছাপ মুহরাঙ্কিত বস্তুতে থাকে তেমনি মৌলিক গুণের অধিকারীর ক্রিয়া অমৌলিক গুণাধারে থাকে। এমতাবস্থায় আয়েতে করিমার তাৎপর্য এই হইবে যে, কোন ব্যক্তির সম্পর্কেই সর্বসাধারণের জানা অর্থে পিতৃত্ব রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লামের ছিল না, কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থে পিতৃত্ব উম্মতিগণের সম্পর্কেও ছিল এবং নবীগণের সম্পর্কেও তিনি প্রাপ্ত হন। নবীগণ সম্পর্কে তো শুধু আয়েত "খাতামান্-নাবীয়ীন" সাক্ষী। কারণ অমৌলিক গুণাবলী এবং অমৌলিক গুণধর (অর্থাৎ, অন্যান্য নবুওত ও অন্যান্য নবী) মৌলিক গুণার্ণব (অর্থাৎ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের) শাখা এবং মৌলিক গুণধর অমৌলিক গুণাবলীর মূল—তাঁহারা ইঁহার বংশধর এবং উম্মতিগণ সম্বন্ধে "রাসুলিল্লাহ" (আল্লাহর রসুল) শব্দ নিয়া চিন্তা করুন।" ['তাহযিরুন্-নাস', ১০-১১ পৃঃ]

"খাতামুন্-নাবীয়ীন-এর এই অর্থগুলির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

"اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجی (جو نبی آچکے) پر آپ کی فضیلت ثابت نہ ہو گی بلکہ افراد مقدرہ (جن کا آنا تجویز کیا جائے) پر بھی آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئیگا۔ [تحذیر الناس - صفحہ ۲۷]

"ইত্যাবস্থায় অতীত নবীগণের উপরই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইবে না, বরং ভবিষ্যতের জন্য নির্ধারিত (ব্যক্তিগণের—অর্থাৎ, যাঁহাদের আগমন নির্ধারিত হইয়াছে, তাঁহাদের) উপরেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হইবে। বরং যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের জামানার পরেও কোন নবী জন্ম গ্রহণ করিবেন, তথাপি মুহাম্মদীয় খাতেমিয়তে কোনই প্রভেদ ঘটিবে না।" ['তাহযিরুন্-নাস', ২৮ পৃঃ]

'খাতামুন্-নাবীয়ীনের' প্রকৃত আভিধানিক অর্থ গ্রহণে মওদুদী সাহেবের অস্বীকৃতি

মৌলবী মওদুদী সাহের খাতামুন্-নাবীয়ীনের অর্থ শুধু 'শেষ-নবী' করিবার জন্য আরবী অভিধানগুলি হইতে কোন কোন উদ্ধৃতি দিয়াছেন। কিন্তু পাঠক দেখিয়াছেন দেওবন্দ দারুল-উলুম প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলবী মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী সাহেবের গবেষণা ও মতানুসারে 'শেষ নবী' কথার অর্থ দ্বারা

কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না এবং ইহা জ্ঞানীদের কৃত অর্থ নয়, সাধারণ লোকের গড়া অর্থ। জ্ঞানী ও বিচারশীল ব্যক্তিগণের মতে ঃ

جیسے خاتم بفتح تاء کا اثر اور نقش مختوم علیہ میں ہوتا ہے ایسے ہی موصوف بالذات کا اثر موصوف بالعرض میں ہوتا ہے۔ [تحذیر الناس صفحہ ۱۰]

"যেমন 'তা' অক্ষর 'যবর' সহ خاتم (খাতাম, অর্থাৎ মুহর) এর ক্রিয়া ও ছাপ মোহরাঙ্কিত বস্তুতে থাকে, তেমনি মৌলিক গুণীর ক্রিয়া অমৌলিক গুণাধারে থাকে।"
['তাহাযিরুন্-নাস' ১০ পৃঃ]

অন্য কথায়, তাঁহার মতে 'খাতামুল-আম্বিয়ার' অর্থ 'নবুওতের উপর ক্রিয়াশীল ব্যক্তি'।

প্রকৃত তত্ত্ব এই যে, 'মসদর'-রূপে ব্যবহৃত 'খাতাম' (خاتم) শব্দে এক দিকে যেমন 'শুধু নব বস্তু সৃষ্টির' ভাব পাওয়া যায়, অপর পক্ষে তেমনি মৌলিকভাবে আবিষ্কারকের জন্য পূর্ণ-গুণশালী ও সর্ব-শ্রেষ্ঠ হওয়াও অত্যাবশ্যক। দৃষ্টান্ত স্থলে, কোরআন করীমের নির্ভর-যোগ্য প্রামাণিক অভিধান 'মুফরাদাতে রাগেব'-এ লিখিত আছে ঃ—

الختم و الطبع یقال علی وجهین مصدر ختمت و طبعت و هو تاثیر الشیء کنقش الخاتم و الثانی الاثر الحاصل من النقش۔ [المفردات - ذیر لفظ 'ختم']

["আল্-খাত্মু ওয়াৎ-তাবউ' ইয়ুকালু আ'লা ওয়াজহাইনে, মাস্দারু 'খাতাম্তু' ও 'তাবাতু' ও হুআ তাসীরুশ্ শাইয়ে কা-নাক্শিল্-খাতামে ওয়াস্-সানী 'আল্-আস্রুল্-হাসেলু মিনান্-নাক্শে।]

অর্থাৎ, "খতম ও 'তাবআ' দুইটি পৃথক বিষয়। প্রথম শব্দটি মূল ও ধাতুগতভাবে 'মোহরের ছাপের ন্যায় কোন জিনিষের ক্রিয়া সম্পাদন' করাকে বুঝায়। ইহাই 'খতম' শব্দের ধাতুগত মৌলিক অর্থ এবং 'তাবআ' শব্দের অর্থ 'মোহর ছাপের প্রাপ্ত ফল' এবং এই অর্থ 'খতমের' মৌলিক অর্থের ক্রিয়া।"

সুতরাং মূল অভিধানিক অর্থে, যিনি তাঁহার পরে নবুওতের 'কামালাতে' (বা উৎকৃষ্ট গুণাবলীতে) প্রভাবকারী, প্রকৃতপক্ষে তিনিই 'খাতামুল'-আম্বিয়া' হইতে পারেন। অর্থাৎ, তাঁহার দ্বারা নবুওতের ক্রিয়া ও প্রভাব উৎপাদিত হয়। তাঁহার কল্যাণে মানুষের মধ্যে নবুওতের গুণাবলী সৃষ্ট হয় এবং প্রয়োজন কালে নবুওতের পদ প্রাপ্তিও হয়। যেহেতু আল্লাহ্-তা'লা এই প্রকার গুণবান ব্যক্তি শুধু এক জন—অর্থাৎ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে নির্ধারণ করিয়াছেন, সেই জন্য 'খাতামুল্-আম্বিয়া' 'শ্রেষ্ঠতম নবী' এবং 'শেষ শরীয়ত-দাতা ও স্বাধীন নবী' অর্থে 'শেষ নবী' হওয়া অনিবার্য, অবধারিত ও অত্যাবশ্যক। শুধু 'শেষ নবী' হওয়া 'খাতামুল্-আম্বিয়া শব্দ-সমষ্টির 'রূপক অর্থ' মাত্র, 'প্রকৃত অর্থ' নহে। যদি রূপক অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে খাতামুল্-আম্বিয়া ব্যক্তিগত-ভাবে এই অর্থের ফলে অন্য কাহারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ থাকিবেন না। কারণ শুধু 'শেষ' হওয়া স্বয়ং কোন শ্রেষ্ঠত্ব নয়।

অতঃপর, 'মুফরাদাতে-রাগেব' এ এই প্রসঙ্গেই 'বন্ধ করা' ও 'শেষ-পর্যন্ত পৌঁছা'-কে 'খতম' শব্দের 'মসদরী' (মূল ধাতুগত) অর্থ হইতে অপসারণ বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে। 'তফ-সীরে বয়যাবীর' হাশিয়ায় "খাতামাল্লাহু আলা কুলুবেহিম্"-এর তফসীর প্রসঙ্গে এই নোট লিখিত আছে:—

فاطلاق الختم على البلوغ و الاستيثاق معنى
مجازی - [حاشیه تفسیر بیضاوی]

["ফা-ইৎলাকুল্-খাত্মে আলাল্ বুলুগে ওয়াল্ ইমতে-সাকে, মানা মাজাযিয়ুন।"]

অর্থাৎ, 'শেষ' ও 'বন্ধ হওয়া' "খতম" শব্দের রূপক অর্থ।

ইহা অবধারিত সত্য যে, প্রকৃত অর্থ গ্রহণ অসম্ভব হইলে রূপক অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। আমরা কোরআন করীমের আয়াত হইতে ধাতুগত এবং প্রকৃত ও মূল অর্থের সমর্থন প্রদর্শন করিয়াছি।

মওদুদী সাহেব অভিধান হইতে যে সকল উদ্ধৃতি দিয়াছেন, ঐগুলি 'খাতাম' শব্দের শুধু রূপক অর্থ প্রকাশক। দৃষ্টান্তস্থলে, 'খাতামুল-এনা' (خاتم الاناء) ও 'খাতামুল কউম' (خاتم القوم) প্রভৃতি অর্থ শুধু রূপাত্মক, মূল অর্থ নহে। মওদুদী সাহেব মূল ও প্রকৃত অর্থ ছাড়িয়া রূপক অর্থের দিকে যাওয়াটা তাঁহার কোন সদুদ্দেশ্য বা গবেষণা মূলক প্রবৃত্তির পরিচায়ক নহে বলিয়া কার্যতঃ হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের মর্যাদা-হানি এবং 'খাতামুল্-আম্বিয়ার' ধাতুগত প্রকৃত ও মূল অর্থের অস্বীকৃতি বটে। কিন্তু কি আশ্চর্য দুঃসাহসিকতা তাঁহার! তিনি উল্টা আহ্মদীয়া জমাতকে 'খাত্মে-নবুওতের বিরোধী' বলিয়া নির্ধারণ করিতে চাহেন। আহ্মদীয়া জমাত আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামকে সাচ্চা দীলে সর্বান্তঃকরণে আরবী ভাষার প্রকৃত ও মৌলিক অর্থে 'খাতামুন-নবীয়ীন' একীন করে এবং এই অর্থের ফল স্বরূপে হুযুর আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু ওয়াৎতাহিয়াতকে 'শ্রেষ্ঠ নবী' এবং 'শেষ শারীয়ত-দাতা ও শেষ স্বাধীন নবী"ও একীন করে।

'শ্রেষ্ঠ নবী' অর্থ গ্রহণে মওদুদী সাহেবের অস্বীকার

মওদুদী সাহেব আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের মধ্যে নবুওতের কালামত সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে অস্বীকার

করেন এবং ইহার অর্থ শুধু 'শেষ নবী' (যাহা রূপক অর্থ মাত্র হইতে পারে) গ্রহণ করিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে 'খাতামুল্-আম্বিয়া' সর্ব 'শ্রেষ্ঠ নবী' (আফযালুল্-আম্বিয়া) অর্থে হওয়া অস্বীকার করেন। দৃষ্টান্তস্থলে, তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

> 'উল্লিখিত দলটি শব্দটির আর একটি বিকৃত অর্থ নিয়েছে ঃ 'খাতিমুন নাবিয়ীন' অর্থ হলো 'আফযালুল্ নাবিয়ীন'। অর্থাৎ নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্তই রয়েছে, তবে কিনা নবুওয়াত পূর্ণতা লাভ করেছে রসুলুল্লাহ্র ওপর। কিন্তু এঅর্থ গ্রহণ করতে গিয়েও পূর্বোল্লিখিত বিভ্রান্তির পুনরার্বিভাবের হাত থেকে নিস্তার নেই।" ['খতমে নবুওয়াত,' বাঙলা সংস্করণ, ৬ পৃঃ]

সার কথা, মওদুদী সাহেব উক্ত আয়েতের পূর্বাপর আলোচনার মূলে যে মীমাংসা দিয়াছেন, তাহা আঁ-হযরত আল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের মধ্যে যাবতীয় কামালত খতম হওয়ার বিরোধী। আঁ-হযরত (সাঃ) খাতামুল্ আম্বিয়া হওয়ার দরুন 'আফ্যালুন্-নাবিয়ীন' অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ নবী' প্রতিপন্ন হউন, বা না হউন—মওদুদী সাহেবের তাহাতে কিছু আসে যায় না। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ডুবিয়া যাউক, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু মওদুদী সাহেবের শুভ-হস্তক্ষেপে প্রতিপন্ন, তাঁহার উপস্থাপিত ও কল্পিত 'পূর্বাপর বিবৃতির মীমাংসা' অবশ্যই ঠিক থাকিতে হইবে। দুঃখের সহিত বলিতে হয়, যদি মওদুদী সাহেব সামান্য চিন্তাও করিতেন তবে দেখিতে পাইতেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের মধ্যে যাবতীয় 'কামালত খতম হওয়া' এবং তিনি 'শ্রেষ্ঠ নবী' (আফযালুন্-নবীয়ীন) হওয়া তাঁহার কল্পিত 'পূর্বাপর

মীমাংসার'ও বিরোধী নয়। এ সম্বন্ধে আমরা যথা স্থানে ইতিপূর্বে বলিয়াছি। যাহা হউক, অবশেষে মওদুদী সাহেব নিজেই 'খাতামুন-নবীয়ীন' অর্থ 'নাবীগণের মোহর' করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন ঃ

"আরবী অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী 'খাতিম' এর অর্থ ডাক ঘরের মোহর নয় যা চিঠির ওপর লাগিয়ে চিঠি পোষ্ট করা হয়; বরং সেই মোহর যা খামের মুখে এই উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে, তার ভেতর থেকে কোন জিনিষ বাইরে বেরুতে পারবে না এবং বাইরের কোন জিনিষ ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।" ['খতমে-নবুওয়াত,' বাঙলা সংস্করণ, ১০ পৃঃ]

পাঠক! হযরত ঈসা আলাইহেস সালামের উপরও তো 'খামের উপর সংযুক্ত' মোহর লাগিয়া গিয়াছে। তিনিও তো 'নবীগণের খামের' মধ্যে বন্ধ হইয়াছেন। সুতরাং এখন এই প্রশ্ন জন্মে যে, তিনি এই বন্ধ খামের মোহর না ভাঙ্গিয়া কিরূপে বাহির হইবেন বা মুহাম্মদীয় উম্মতে প্রবেশ করিবেন? কারণ মওদুদী সাহেবের কথানুযায়ী 'নবীগণের খামের উপর' মোহর লাগিয়াছে বলিয়া সেই মোহর না ভাঙ্গিয়া ভিতরকার নবী বাহিরে আসিতে পারেন না। অথচ এই মোহর ভাঙ্গা যাইতে পারে না। সুতরাং, মুহাম্মদীয় উম্মতে হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের সোজাসুজি আসা অসম্ভব। অবশ্য, খাম সংযুক্ত মোহর পূর্ববর্ত্তী নবীগণের উপর লাগিতে পারে, যেহেতু তাঁহারা সকলেই স্বাধীন নবী ছিলেন। কিন্তু খাত্‌মে-নবুওতের মোহর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের পর 'উম্মতি নবীর' আগমন বন্ধ করিবার জন্য প্রযুক্ত হইতে পারে না। পরন্তু ইহার (অর্থাৎ, খতমে নবুওয়াতের) সত্যতা সাব্যস্ত করিতে এবং ইহা জারি করিবার জন্য এই মোহর লাগিতে পারে। আরবী

আভিধানিক অর্থ আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। এখন আমরা ভাষার রীতি অনুযায়ী ব্যবহৃত অর্থও উপস্থিত করিতেছি। দেখিতে পইবেন, ইহা এবং আভিধানিক অর্থ একই।

আরবী ভাষার রীতি অনুযায়ী 'খাতাম' শব্দের ব্যবহার

উম্মতের মধ্যে 'খাতামুল্-খুলাফা' 'খাতামুল্-ফুকাহা', খাতামুল্-মুহাদ্দেসীন,' 'খাতামুশ্-শুয়ারা' ইত্যাদি ব্যবহার রীতি প্রচলিত থাকা কাহারো অবিদিত নহে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ইহাদের অর্থ 'শুধু শেষ অলি', 'শুধু শেষ ফকিহ', 'শুধু শেষ মুহাদ্দেস' কিংবা 'শুধু শেষ কবি' গ্রহণ করেন না। এক জন কবি বলেন ঃ

فجع القريض بخاتم الشعراء
وغدير روضتها حبيب الطائى

অর্থাৎ, "খাতামুশ্-শুয়ারা হাবিবুৎ-তায়ীর মৃত্যুতে তাহার কবিতা ও বাগানের পুকুর ব্যথিত।"

এখানে 'খাতামুশ্-শুয়ারা' অর্থ 'শেষ কবি' নয়। কারণ এই কবিতাটির লেখকও এক জন কবি। তিনি স্বয়ং জীবিত বিদ্যমান ছিলেন। এই প্রকারেই 'খাতামুল্-আউলিয়া' অর্থ এমন কামেল (পূর্ণ) অলি, যাঁহার প্রভাব ও কল্যাণে অলি সৃষ্টি হইতে পারেন। 'খাতামুল্-ফুকাহা' এবং 'খাতামুল্ মুহাদ্দেসীন' হইতেছেন ঐ সকল ব্যক্তি, যাঁহাদের প্রভাব ও কল্যাণে 'ফকিহ' ও 'মুহাদ্দেস' সৃষ্টি হন। তেমনি 'খাতামুশ্-শুয়ারা' অর্থ এমন পূর্ণ কবি, যাঁহার প্রভাবে কবি সৃষ্টি হইতে পারেন।

'খাতাম' (خاتم) শব্দের ধাতুগত মৌলিক আভিধানিক অর্থের দিক দিয়া এই সকল অর্থ করা হয় এবং 'শ্রেষ্ঠত্ব' এই

অর্থ গুলিরই স্বাভাবিক পরিণতি এবং অনিবার্য ফল। 'খাতামুন্-নাবিয়ীনে' 'শেষ' বোধক অর্থ শুধু এই সীমা পর্যন্ত স্বীকার্য, যাহা এই সকল প্রকৃত ও মূল অর্থের বিরোধী নয় এবং বিপরীত নহে। যেহেতু 'খাতামান্-নাবীয়ীন' শব্দ কেবল রূপক অর্থে 'শেষ নবী' এবং এই অর্থ ধাতুগত (مصدر) প্রকৃত অভিধানিক অর্থের বিরোধী, সে জন্য ঐগুলির সহিত ইহার মিল হইতে পারে না। অবশ্য, 'শেষ শরীয়ত-দাতা' এবং 'শেষ স্বাধীন নবী' এই সকল মৌলক অর্থের সহিত মিল হইতে পারে। কারণ, পৃথিবীতে এক জনই মাত্র প্রকৃত খাতামুল্-আম্বিয়া বলিয়া নিশ্চয়ই তিনি শেষ শরীয়ত-দাতা ও স্বাধীন নবী এবং ভবিষ্যতে নবুওত শুধু তাঁহার পয়রবী (অনুবর্তিতা) ও ফায়েয (কল্যাণ) দ্বারা মাত্র পাওয়া যাইতে পারে স্বাধীনভাবে নয়। এই প্রকারে তাঁহার অনুবর্তিতা ও কল্যাণে যিনি নবী হইবেন, তিনি 'উম্মতি নবী' বলিয়া কথিত হইবেন তিনি সোজাসুজি স্বাধীন নবী নহেন। **

সুতরাং, মওদুদী সাহেব 'খাতামুন্-নাবিয়ীনের' প্রকৃত ও মূল অর্থ অস্বীকার করিয়া 'শুধু শেষ নবী' অর্থ করার ফলে এবং ইহাকেই প্রকৃত ও মূল মনে করায় (যদিও এই অর্থটি রূপক) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম 'শ্রেষ্ঠ নবী' (আফ্যলুল্-আম্বিয়া) হওয়া অর্থ তাঁহার অস্বীকার করিতে হইয়াছে এবং তিনি মুহাম্মদীয় খতমে-নবুওয়াতের কল্যাণ (ফয়যান) অস্বীকার করিতে ও বাধ্য হইতেছেন।

خشت اول چوں نہد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج

[রাজমিস্ত্রী প্রথম ইট টেরা স্থাপন করিলে সপ্তর্ষি মণ্ডল পর্যন্ত পৌঁছিলেও দেওয়াল টেরা হইয়াই উঠিবে।]

মওদুদী সাহেব 'খতমে-নবুওতের' অর্থের বুনিয়াদই ভ্রান্ত রাখায় যে সৌধ তিনি ইহার উপর নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা

আগাগোড়া বিকৃত এবং খাতামুন্-নাবীয়ীনের মহান মর্যাদার বিরোধী। কোথায় মওদুদী সাহেবের গড়া এই অর্থ যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম যেন শেষ নরপতির ন্যায় 'শেষ নবী,' আর কোথায় আমাদের অর্থ যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম 'নবীগণের মোহর', অর্থাৎ রুহানী শাহানশাহ্ —যাঁহার অধীনে এবং যাঁহার খাতেমিয়তের মোহরাঙ্কনে রুহানী বাদশাহও হইতে পারেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা মওদুদী সাহেবের মতানুযায়ী 'খতমে-নবুওয়াতের' অস্বীকার-কারী এবং মওদুদী সাহেব খতমে-নবুওয়াতের প্রকৃত মৌলিক আভিধানিক অর্থ অস্বীকার করিয়া—শ্রেষ্ঠ রসুল ও আফযালুল্-আম্বিয়া অর্থ খণ্ডন করিয়া এবং মুহাম্মদীয় নবুওয়াতের কল্যাণ বন্ধ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াও 'খতমে-নবুওয়াতে' বিশ্বাসী! অন্য কথায়, তাঁহার মত 'খতমে-নবুওয়াত' হইতেছে মুহাম্মদীয় নবুওয়াতের ফয়যান (কল্যাণ) বন্ধের নামান্তর। 'ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহে রাজেউন'।

হযরত মৌলানা রূম আলাইহের্ রহমত বলেন :—

بہر ایں خاتم شد اوکہ بجود
مثل او نے بود نے خواھند بود

چونکہ در صنعت بود استاد دست
نے تو گوئی ختم صنعت بر تو است

অর্থাৎ, "আঁ-হযরত সালাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম 'খাতামুন্-নাবীয়ীন' হওয়ার কারণ দানশীলতা - অর্থাৎ, কল্যাণ বিতরণে তাঁহার মত কেহ হয় নাই এবং কেহ হইবে না। যখন কোন বিশেষজ্ঞ তাহার কারিগরিতে কামাল প্রদর্শন করে, তখন—হে মানুষ, তুমি কি বল

না যে, ঐ ব্যক্তির মধ্যে কারিগরি শেষ হইয়াছে? সুতরাং, 'খাতামুন্-নবীয়ীন'-এর মূল ও প্রকৃত অর্থ হইল 'ফয়েয' (কল্যাণ) বিতরণে পরম-সিদ্ধ-হস্ত।" ['মসনবীয়ে মৌলানা রূম,' ষষ্ঠ জেলদ, ১৯ পৃঃ]

মৌলানা রূম আলইহের রহমত আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের "ফয়েয' (বা কল্যাণ) সম্বন্ধে বলেন :—

مکر کن در راہ نیکو خدمتے
تا نبوت یابی اندر امتے

"পুণ্যের পথে (অর্থাৎ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের অনুবর্তিতায়) এমন সেবা কর, যাহাতে তুমি উম্মতের মধ্যে নবুওত প্রাপ্ত হইতে পার।" ['মস্নবী', প্রথম জেল্দ, ৫৩ পৃঃ]

সুতরাং, খাতামুন্-নাবীয়ীনের মূল ও প্রকৃত অর্থ 'নবী গঠনকারী,' 'শ্রেষ্ঠ নবী' এবং 'শেষ শরীয়ত দাতা' ও 'শেষ স্বাধীন নবী'। এই অর্থ পূর্বোক্ত অর্থের অপরিহার্য ফল। আরবী ব্যাকরণ ('নহব') অনুসারে 'লাকিন' (لكن) এর পূর্বে নঞর্থক বাক্য থাকিলে যেমন আলোচনাধীন আয়েতে আছে, তৎ পরবর্তী বাক্য সদর্থক হইয়া থাকে। সুতরাং, ولكن رسول الله وخاتم النبيين ('ওলাকির্ রাসুলিল্লাহে ও খাতামুন্-নাবীয়ীন) নঞর্থক নহে। সুতরাং, এখানে 'খাতামুন্-নাবীয়ীন' অর্থ 'নবী গঠনকারী' এবং উপরে বর্ণিত অন্যান্য অর্থ ইহারই অনিবার্য সদর্থক ও নঞর্থক ফল মাত্র।

আহ্মদীয়া সেল্সেলার প্রতিষ্ঠাতা লিখিয়াছেন :

اللہ جلی شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو صاحب خاتم بنایا یعنی آپ کو افاضہ

کمال کے لئے مہر دی جو کسی اور نبی کو
ہرگز نہیں دی گئی - اسی وجہ سے آپ کا نام
خاتم النبیین تھا - یعنی آپ کی پیروی کمالات
نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی
نبی تراش ہے اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو
نہیں ملی" - [حقیقت الوحی - صفحہ ۹۷]

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ জল্লা সানুহু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে মোহর-কর্তা করিয়াছেন। অর্থাৎ, তাঁহাকে পূর্ণতম কল্যাণ বিতরণের জন্য মোহর দান করিয়াছেন, যাহা অন্য কোন নবীকে কখনো দান করা হয় নাই। এই কারণেই তাঁহার নাম 'খাতামুন্-নাবীয়ীন' হইয়াছে। অর্থাৎ, তাঁহার অনুবর্তিগণ নবুওতের কামালাত বা শ্রেষ্ঠ গুণরাজি প্রদান করে এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক মনোযোগ নবী উৎপাদনকারী এবং এইরূপ পবিত্রকারক শক্তি অন্য কোন নবী প্রাপ্ত হন নাই।" ['হকিকতুল্-অহী, ৯৭ পৃঃ]

একাদশ প্রশ্ন

মওদুদী সাহেব কি ইমাম রাগিব ইস্পাহানী আলাইহের রহমত বর্ণিত এই অর্থগুলিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে পারেন যে, 'খতম (ختم) মসদরের' আভিধানিক অর্থ হইল تاثیر الشیء (কোন জিনিষে প্রভাব বা ক্রিয়া) এবং বাকী সবগুলি অর্থ রূপক মাত্র?

'আখেরুল্-আম্বিয়া' হাদিসের ব্যাখ্যা

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম হইতে সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে :—

انى اخر الانبياء و ان مسجدى اخر المساجد

"আমি শেষ নবী এবং আমার মসজিদ শেষ মসজিদ।"

অন্য একটি হাদিস আছে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ

لو عاش ابراهيم لكان صديقا نبيا

"ইব্রাহীম (রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পুত্র) জীবিত থাকিলে সিদ্দীক ও নবী হইতেন।"

অন্য এক হাদিসে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহেস্ সাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ابو بكر خير الناس الا ان يكون نبى

"ভবিষ্যতে কোন নবী না হওয়া পর্যন্ত আবু বকর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।"

যেহেতু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাহে ওসাল্লাম নিজেই নবুওত জারি থাকার সম্ভাবনা নির্ধারন করিয়াছেন, কাজেই উপরোক্ত হাদিসের ইহাই ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, যে অর্থে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের মতে তাঁহার নির্মিত মসজিদ 'শেষ মসজিদ'—সেই অর্থে তিনি 'শেষ নবী'। অর্থাৎ, তাঁহার নির্মিত মসজিদের পর এইরূপ মসজিদ নির্মাণই জায়েয, যাহার 'কিবলা' হইবে নবুয়ীর মসজিদে কিবলার অনুরূপ। এইরূপ মস্‌জিদ সাধারণ মুসলমান কিংবা মসিহ্ মাওউদ নির্মাণ করুন 'নবুয়ী মস্‌জিদের অধীনে নির্মিত' হইবে বলিয়া জায়েয হইবে। সেইরূপ তিনি নিজকে এই অর্থেই 'শেষ নবী' বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন যে তাঁহার (আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের) প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপে কোন নবীই আসিতে পারে না, কিন্তু তাঁহার অধীনে

আজ্ঞাবহ নবী আসিতে পারেন, যাঁহার সেই শরীয়তই থাকিবে যাহা তাঁহার শরীয়ত।

মওদুদী সাহেব 'মস্‌জিদুল্‌-হারাম', 'মসজিদুল্‌-আক্‌সা' এবং 'মস্‌জিদুন্‌-নবুয়ী'—এই তিন মস্‌জিদে এবাদতের অধিক সাওয়াব সংক্রান্ত হাদিসগুলি বর্ণনা পূর্বক লিখিয়াছেন ঃ—

> "রসুলুল্লাহ্‌র (ছঃ) এরশাদের অর্থ হলো এই যে, এখন যেহেতু আমার পর আর কোনো নবী আসবে না, সেই জন্য আমার মস্‌জিদের পর দুনিয়ায় আর চতুর্থ এমন কোনো মস্‌জিদ নির্মিত হইবে না, যেখানে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে সেদিকে সফর করা জায়েয হইবে।" ('খতমে-নবুওত', বাঙলা সংস্করণ, ২০ পৃঃ)

সুতরাং, মওদুদী সাহেবের মতে যেহেতু 'আখেরুল্‌-মাসাজিদ' অর্থ এই যে, এমন কোন মস্‌জিদ নির্মিত হইবে না, যাহার মধ্যে এবাদতের 'সাওয়াব' মস্‌জিদদুন্‌-নবুয়ীর সমান হইবে, কাজেই 'আখেরুল্‌-আম্বিয়া' অর্থ ইহাই যে, এখন এমন কোন নবী হইবেন না—যাঁহার নবুওতের স্থান ও মর্যাদা, 'দর্জা ও শান' আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পদের সমান হইবে। নবুয়ী মস্‌জিদের পরবর্তী মস্‌জিদগুলিতে এবাদতের 'সাওয়াব' যেমন নবুয়ী মস্‌জিদে অপেক্ষা ন্যূনতর, তেমনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর যে নবী আসিবেন, তাঁহার স্থান ও শান তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম) চেয়ে ন্যূনতর হইবে। এই জন্যই নবুয়ী আহাদিসে মসিহ্‌ মাওউদকে 'নবী-য়ুল্লাহ্‌" ('আল্লাহ্‌র নবী') বলা হইয়াছে এবং 'উম্মতি'ও বলা হইয়াছে।

দ্বাদশ প্রশ্ন

মওদুদী সাহেব বলুন, যদি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম এই অর্থে 'আখেরুল্-আম্বিয়া' ছিলেন যে তিনি (সাল্লাল্লা আলাইহে ও সাল্লাম) চূড়ান্তভাবে শেষ নবী ছিলেন, তবে তিনি কেন মসিহ্ মাওউদকে 'নাবীয়ুল্লাহু' ('আল্লাহ্র নবী') বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন এবং উপরোক্ত তিন হাদিসেই তাঁহার পর নবী আসার সম্ভবনা স্বীকার করিয়াছে ?

নোট ঃ

মওদুদী সাহেবের উদ্ধৃত নবুওত কর্তিত হওয়া সম্বন্ধে হাদিসগুলির মূল-সূত্রগত উত্তর আমরা উম্মতের সর্ব জন মান্য দ্বীনের ইমাম, আওলিয়া এবং ফকিহ্গণের' সিদ্ধান্তগুলি হইতে দিয়াছি। বিস্তৃত জবাব (মাসিক) 'আল্-ফুরকান' ১৯৬২ সনের এপ্রিল-মে মাসে প্রকাশিত 'খাতামুন্-নাবীয়ীন সংখ্যা', কিংবা 'নশর ও ইশাআত' বিভাগ হইতে প্রকাশিত "আল্-কাউলুল্ মুবীন ফি তফ্সীরে খাতামুন্-নাবীয়ীন' কেতাবে দ্রষ্টব্য। মুফাস্সেরগণের উক্তি সম্বন্ধেও তাহাতে বিস্তৃত সমালোচনা করা হইয়াছে।

মুসায়লামা কায্যাবের সহিত যুদ্ধের কারণ

মওদুদী সাহেব "ছাহাবাদের ইজ্মা" শীর্ষ দিয়া তাঁহার পুস্তিকায় লিখিয়াছেন ঃ—

"ছাহাবায়ে কেরাম যে অপরাধের কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তা কোন বিদ্রোহের অপরাধ ছিল না। বরং সে অপরাধ ছিল এই যে, এক ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অছল্লামের পর নবুওয়াতের দাবী করে এবং অন্য লোকেরা তার উপর ঈমান আনে। রসুলুল্লাহ্র ইন্তেকালের

অব্যবহিত পরেই এই পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এর নেতৃত্ব করেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং ছাহাবাদের সমগ্র দলটি একযোগে তাঁর নেতৃত্বাধীনে এ কাজে অগ্রসর হয়। ছাহাবাদের ইজমার চাইতে সুস্পষ্ট মিসাল আর কি হতে পারে?" ['খতমে নবুওয়াত,' বাঙলা সংস্করণ, ২৩ পৃঃ]

মওদুদী সাহেবের এই দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ ছাহাবা যে অপরাধের কারণে মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই বিদ্রোহের অপরাধ ছিল—নবুওতের দাবী করিবার অপরাধ নহে। মুসায়লামা কায্যাব নবুওতের দাবী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সময়েই করিয়াছিল। তিনি এই কারণে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান করেন নাই। সুতরাং, হযরত আবু বকর রাযি আল্লা আন্হু ও ছাহাবা কেরাম রাযি আল্লাহু আন্হু এই কারণে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান কিরূপে করিতে পারিতেন? মওদুদী সাহেবের এই বিবৃতি ইস্লামী ইতিহাসের সম্পূর্ণ খেলাফ। তিনি ঐতিহাসিক সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। নচেৎ

প্রকৃত ঘটনা এই যে, মুসায়লামা বিদ্রোহী ছিল এবং তাহার সাথীরা যোদ্ধার্থী ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) ছিল। অর্থাৎ ইস্লামী রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধ করার ফলে, যুদ্ধ-লিপ্ত কাফেরদের প্রতি ব্যবহার করিবার ন্যায় তাহাদের প্রতি ব্যবহার করা হয়—মুসলমান বিদ্রোহীর প্রতি ব্যবহারের ন্যায় ব্যবহার করা হয় নাই। হায়দরাবাদ (দক্ষিণাত্য) হইতে প্রকাশিত উর্দু সংস্করণ 'তাবারির ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা হইতে নিম্ন-লিখিত বিররণ প্রদত্ত হইল ঃ

(১) মুসায়লামা বিদ্রোহ করিয়াছিল। [৯৩ পৃঃ]

(২) চল্লিশ সহস্র সুসজ্জিত যুদ্ধার্থী প্রস্তুত করিয়াছিল। [৭১ পৃঃ]

(৩) মুসায়লামা বলিয়াছিল যে, সে সাজ্জাহের বাহিনীর সহিত সম্মিলিত হইয়া সমগ্র আরব অধিকার করিবে। [৭১ পৃঃ]

(৪) ইস্‌লামী রাষ্ট্রের অন্তর্গত ইয়ামামাতে নিজেই খাজানা গ্রহণ করিত। [৭১ পৃঃ]

(৫) এতদ্ব্যতীত, 'তারিখুল্‌-খামিসে' লিখিত আছে যে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের ওফাতের পর মুসায়লামা হিজর ও ইয়ামামা এলাকা হইতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের নিযুক্ত শাসন-কর্তা সামামা-বিন্‌-আসালকে বহিষ্কৃত করে এবং স্বয়ং স্বাধীন শাসন-কর্তা হইয়া পড়ে। [২য় খণ্ড, ১১৭ পৃঃ]

সুতরাং, সাহাবাগণ মুসায়লামা কায্‌যাব এবং তাহার গোত্র 'বনু-হুনায়ফার' বিরুদ্ধে শুধু ধর্ম-ত্যাগের কারণে যুদ্ধ করেন নাই, বরং বিদ্রোহের যুদ্ধ দরুণ করা হয়। কারণ মুসায়লামা বিদ্রোহী ছিল এবং 'বনু-হুনায়ফা শুধু মুরতাদই' ছিল না—যুদ্ধার্থী মুরতাদ ছিল।

হযরত আবু বকর রাযি আল্লাহু আন্‌হু তখন যে সকল আরব গোত্রের কিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এমন গোত্রগুলিও ছিল, যাহাদের মধ্যে নবুওতের দাবী কারক কেহই ছিল না। কিন্তু হযরত আবু বকর রাযি আল্লাহু আন্‌হুর ঘোষণা অনুসারে তাহাদের প্রতি যুদ্ধে একই প্রাকার ব্যবহার করা হইয়াছিল। অর্থাৎ তাহাদিগকে বন্দী করা হইয়াছিল এবং তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে দাস করা হইয়াছিল। মুসায়লামা কায্‌যাব সম্বন্ধে হযরত আবু বকর রাযি আল্লাহু আন্‌হু এমন কোনই বিশেষ ঘোষণা করেন নাই যে, সে নবুওতের দাবী করায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করা হইতেছে।

আমাদের চ্যালেঞ্জ

আমরা চ্যালেঞ্জ করিতেছি, মওদুদী সাহেব সত্যবাদী হইয়া থাকিলে তিনি এরূপ 'বিশেষ ঘোষণা' উপস্থিত করুন, যদ্দ্বারা সাহাবাগণের এই ইজমা বা মৌন ইজমাই প্রমাণিত হয় যে, মুসায়লামা কায্যাব নবুওতের দাবী করিয়াছিল বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন।

মুসায়লামা তশ্‌রীয়ী নবুওতের দাবী করিয়াছিল

প্রকাশ থাকে যে, মুসায়লামা কায্যাব তশ্‌রিয়ী (শরীয়ত-বাহী) নবুওতের দাবী করিয়াছিল এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপে নবুওতের দাবী করিত। সুতরাং, যদি ধরিয়া নেওয়া হয় যে এই প্রকার ঘোষণা হযরত আবু বকর রাযি আল্লাহু আন্‌হুর দিক হইতে করা হইয়াছিল বলিয়া পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বড় জোর এই প্রমাণ করা যাইত যে সাহাবা 'তশ্‌রীয়ী, শরীয়ত-বাহী নবুওতের' দাবীকে খতমে নবুওতের বিরোধী জ্ঞান করিতেন বলিয়া তশ্‌রীয়ী নবুওতের দাবীও যুদ্ধাভিযানের একটি কারণ ছিল এবং দ্বিতীয় কারণ তাহার বিদ্রোহ ছিল।

ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, মুসায়লামা 'তশ্‌রিয়া' (বা শরীয়তবাহী) নবুওতের দাবীদার ছিল। নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেব লিখিয়াছেন:

"সে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতিদ্বন্দী স্বরূপে তশরিয়ী নবুওতের দাবী করিয়াছিল এবং শরাব ও যেনাকে হালাল নির্দেশ করিয়াছিল। নামায ফরয হওয়াকে রহিত করিয়াছিল। কোরআন মজীদের প্রতিযোগিতা পূর্বক

সুরাহ্ লিখিয়াছিল। সুতরাং, দুষ্ট ও বিপ্লবী লোকের দল তাহার অনুবর্তী হইয়া পড়ে।"

['হুজাজুল্-কেরামাহ্,' 'ফারসী', ২৩৪ পৃঃ হইতে অনুদিত]

এই কথাই 'তাবারীর ইতিহাসে' (প্রথম জেল্‌দ, ৫৮১ পৃঃ) লিখিত আছে। বস্তুতঃ, মুসায়লামা তশরীয়ী নবুওতের দাবী করায় কাফের ছিল এবং ইস্‌লামী হুকুমতের বিদ্রোহাচরণ করায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করা হইয়াছিল এবং যুদ্ধ-লিপ্ত কাফেরদের ন্যায় তাহার প্রতি ব্যবহার করা হইয়াছিল।

হযরত আবু বকর (রাযিঃ)-এর সতর্কতা

তাবরীর ইতিহাসে, (উর্দু সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা, ৬৭ পৃষ্ঠা) লিখিত আছে যে হযরত আবু বকর রাযি আল্লাহু আনহু সেনা বাহিনীকে নির্দেশ দেন ঃ—

ان مرتدین پر حملہ کرنے سے پہلے ان کے گاؤں کے باہر اذان دینا - اگر وہ بھی اذان و اقامت کہیں تو ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے -

"এই মুরতাদ্‌দের উপর হামলা করিবার পূর্বে তাহাদের গ্রামের বাহিরে 'আযান' দিবে। যদি তাহারাও 'আযান' ও 'ইকামত' বলে, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে আর অগ্রসর হইবে না।"

এই পরম সতর্কতা হযরত আবু বকর (রাঃ) এই জন্যই অবলম্বন করেন যে মুসায়লামা কায্‌যাব এবং তাহার সাথীদের মধ্যে ইস্‌লামী 'আযান' ও 'ইকামত' পাওয়া গেলে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে তিনি নিষেধ করেন। কোথায় হযরত আবু বকর রাযি আল্লাহু আনহুর এই সতর্কতা ও পরিণাম-দর্শিতা

এবং কোথায় মওদূদী সাহেবের এই অত্যাচার মূলক 'হুকুমত' যে আহ্‌মদীগণ আযান দেওয়া, কেব্‌লামুখী হইয়া ইস্‌লামী নামায পড়া, ইস্‌লামের পাঁচ মূল বিষয়ের উপর ইমান রাখা এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে 'খাতামুন্‌-নাবীয়ীন' একীন করা সত্ত্বেও 'তশরিয়ী নবুওত' দাবীকারী মুসায়লামা কায্‌যাবের ন্যায় তাহাদিগকে ধর্ম-ত্যাগী 'মুরতাদ' সাব্যস্ত পূর্বক 'ওয়াজেবুল্‌-কতল' বা বধ্য বলিয়া নির্দেশ দিতেছেন।

ত্রয়োদশ প্রশ্ন

এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রশ্ন হইল আমাদের এই বিবৃতি পাঠ করিয়াও কি মওদূদী সাহেব একথা বলিতে পারেন যে মুসায়লামা কায্‌যাব 'তশ্‌রীয়ী' (শরীয়ত-বাহী) নবুয়তের দাবীকারক ছিল না, 'উম্মতি নবী' হওয়ার দাবীদার ছিল—ইস্‌লামী রাষ্ট্র-দ্রোহী ছিল না এবং ইস্‌লামী রাষ্ট্রাধীনে একজন শান্তি-পূর্ণ নাগরিক রূপে জীবন যাত্রা করিত?

মুফাস্‌সেরগণের উক্তি

"আলেম সমাজের ইজমা" শীর্ষাধীনে মওদূদী সাহেব 'খাতামুন্‌-নাবীয়ীন' সম্বন্ধে মুফাস্‌সেরগণের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়া এই অপচেষ্টা করিয়াছেন যে, সমগ্র উম্মতের 'ইজমা' (বা সর্বাদী সম্মত মত) এই যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর কোন নবী আসিতে পারেন না। তাঁহার এই ইজ্‌মার দাবী বৃথা। কারণ তের জন সর্ব-জন-মান্য বুজুর্গের উদ্ধিত দিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে 'খাতামুন্‌-নাবীয়ী' সম্বলিত আয়েত এবং আহাদিসে-নবুয়ী দ্বারা শুধু তশ্‌রীয়ী নবুওতের অবসান বুঝায়। উম্মতের ইজ্‌মার দাবী করা হইলে শুধু এইটুকু করা যায় যে,

পূর্ববর্তী উলামাগণের ইজ্‌মা শুধু শরীয়ত-বাহীও স্বাধীন নবুওত কর্তিত হওয়া সম্বন্ধে পাওয়া যায় এবং এই ইজ্‌মাতে আহ্‌মদীয়া জমাতও সামিল।

মুফাস্‌সেরগণের যে সকল উক্তি মওদুদী সাহেব পেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই মওদুদী সাহেবের সহিত এ বিষয়ে একমত নহেন যে হযরত ঈসা আলাইহেস্‌ সালাম নবুওত-চ্যুত হইয়া নাযিল হইবেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, ইমাম আলী কারী রহতুল্লাহে আলাইহে পরিষ্কার বলিয়াছেন ঃ

عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اور آنحضرت صلی علیہ و سلم کے تابع ہو کر احکام شریعت کے بیان کرنے اور آپ کے طریق کو پختہ کرنے میں کوئی منافات موجود نہیں خواہ وہ یہ کام اس وحی سے کریں جو ان پر نازل ہو

[ترجمہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ - جلد ۵ - صفحہ ۵۷۴]

অর্থাৎ, "ঈসা আলাইহেস্‌ সালামের নবী হওয়া এবং তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সল্লামের অধীন হইয়া শরীয়তের আহ্‌কাম বর্ণনা করা এবং তাঁহার তরীককে পাকা করার মধ্যে কোনই বিরোধ নাই, যদিও তিনি এই কাজ তাহার উপর অবতীর্ণ অহী দ্বারা করিবেন। ['মিরকাত শরহে মিশকাত']

আল্লামা আলুসী মিসরী, কোরআন করীমের মুফাস্‌সের। তিনি তাঁহার তফসীর 'রুহুল্‌-মাআনীতে' লিখিয়াছেন ঃ

فھو علیہ السلام نبی و رسول قبل الرفع و فی السماء و بعد النزول ایضا - [روح المعانی جلد ۶ - صفحہ ۱۴]

["ফাহুয়া আলাইহেস্‌-সালামু নাবিয়ুন্‌ ও রাসুলুন্‌ কাব্‌লার্‌ রাফ্‌-এ ও ফিস্‌ সামায়ে ও বাদান্‌ নাযুলে আইযান।"]

অর্থাৎ, "হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম উত্তোলিত হওয়ার পূর্বেও নবী ও রসুল ছিলেন, আকাশেও তিনি নবী ও রসুলই আছেন এবং নাযিল হওয়ার পরেও তেমনি (নবী ও রসুল) থাকিবেন।" [৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১ পৃঃ]

চতুর্দশ প্রশ্ন

এই উক্তিগুলি বিদ্যমান থাকিতেও মওদুদী সাহেব কি প্রকারে মুহাম্মদী উম্মতের "আলেম সমাজের ইজমা" বলিয়া এ কথা প্রকাশ করিতে পারেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর 'তাবে, উম্মতী নবী' আসাও 'খাতামুন্ নাবীয়ীন' আয়েতের বিরোধী?

রাষ্ট্রপতিত্ব ও নবুওত

মওদুদী সাহেব ঈসা আলাইহেস্ সালামের আগমন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"এক রাষ্ট্র পতির আমলে যেমন কোন সাবেক রাষ্ট্র পতি আসেন এবং সমকালীন রাষ্ট্রপতির অধিনেই তিনি রাষ্ট্রের কোন কার্য সম্পাদন করেন—হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের আগমনও নিঃসন্দেহে এই পর্যায়ের। যে কোন সাধারণ বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও এ কথা জানেন যে, এক জন রাষ্ট্র পতির আমলে কোনো সাবেক রাষ্ট্র পতির নিছক আগমনেই প্রচলিত আইন বাতিল হয় না" [খতমে-নবুওয়াত', বাঙলা সংস্করণ, ৬৫ পৃঃ]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে মওদুদী সাহেব আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে এক মুখে 'রাষ্ট্রপতি' এবং হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামকে 'সাবেক রাষ্ট্রপতি'-রূপে কার্যতঃ তুলনা প্রদান করিতেছেন এবং অপর মুখে তিনি লিখিতেছেন যে ইহা তুলনা নয়। মূল উর্দুতে তিনি লিখিয়াছেন :—

بلا تشبیہ اسی نوعیت کا ہوگا جیسے ایک
صدر ریاست کے دور میں کوئی اور صدر آئے
[رسالہ ختم نبوت - صفحہ ۳۶]

["কোন তুলনা ছাড়া এই প্রকারেরই হইবে যেমন এক রাষ্ট্রপতির আমলে কোন সাবেক রাষ্ট্রপতি আসেন।"] ইহা দেখিয়া মনে হয় যেন তাঁহার অভিধানে "এই প্রকারেরই হইবেন যেন" এই শব্দগুলি 'তুলনা' মূলক নয়। যাহা হউক, প্রকৃত বিষয় এই যে, আমরা যেমন ইতিপূর্বে প্রমাণ দিয়া দেখাইয়াছি যে ওলামায় উম্মত হযরত ঈসা আলইহে সালামকে তাঁহার 'নযুলের' পরেও "নবীয়ুল্লাহ্" বলিয়াই নির্দেশ করিয়া আসিয়াছেন, যদিও তাঁহার আগমন 'নায়েব নবী' রূপে হইবে। সুতরাং, এক "সদরে রিয়াসতের" অমলে এক জন "নায়েব সদর" থাকা যেমন আইনের বিরোধী নহে, সেইরূপ খাতামুন্ নাবীয়ীন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের অধীনে তাঁহার কোন উম্মতি 'নায়েব নবী' রূপে আসাও খাতামুন্-নাবীয়ীনের বিরোধী নহে। এ কথা সকলেই সহজে বুঝিতে পারে যে, কোন 'সদর-ই-রিয়াসতের' সহিত কোন 'নায়েব সদর-ই-রিয়াসত' থাকা আইন-বিরুদ্ধ নয়।

পঞ্চদশ প্রশ্ন

মওদুদী সাহেব কি কোন রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে কোন (Deputy President) নায়েব রাষ্ট্রপতি থাকা আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া বলিবেন?

মওদুদী সাহেবের মতে নবী-তত্ত্ব

মওদুদী সাহেব লিখিয়াছেন:—

"নিছক সংস্কারের জন্যে দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত কোন নবী এসেছে যে, শুধু এই উদ্দেশ্যেই আজ আর এক জন

নূতন নবীর আবির্ভাব হলো ? অহী নাযীল করার জন্যেই তো নবী প্রেরণ করা হয়। কেননা নবীর নিকটই অহী নাযীল করা হয়। আর অহীর প্রয়োজন পড়ে কোনো নতুন পয়গাম দেবার অথবা পূর্ববর্তী পয়গামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে।" ['খাতমে-নবুওয়াত, বাংলা সংস্করণ, ৪১-৪২ পৃঃ]

বর্ণিত তিনটি রূপই তশ্‌রিয়ী বা শরীয়ত-বাহী নবীর বৈশিষ্ট্য। নবীর চতুর্থ রূপ সম্বন্ধে একটু তিনি লিখিয়াছেন :—

"কোন নবীর সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার জন্যে আর এক জন নবীর প্রয়োজন হয়। [ঐ, ৪০ পৃঃ]

এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

"এজন্যে যদি কোনো নবীর প্রয়োজন হতো, তাহলে রসুলুল্লাহ্‌র যুগে তাঁর সঙ্গেই তাকে প্রেরণ করা হতো। কিন্তু সবাই জানেন যে, এমন কোন নবী রসুলুল্লাহ্‌র যুগে প্রেরণ করা হয়নি। কাজেই একারণটা বাতিল হয়ে গেছে।" [ঐ, ৪১ পৃঃ)

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলার মহামান্য প্রতিষ্ঠাতা মওদুদী সাহেবের পূর্বোক্ত তশ্‌রিয়ী নুওতের তিন প্রকার অবস্থার কোন একটি প্রকারেও নবুওতের দাবী করেন নাই এবং আহ্‌মদীয়া জমাআত তাঁহাকে ঐপ্রকার নবী মানে না। মওদুদী সাহেবের মতে নবুওতের চতুর্থ রূপ বাতেল। এখন পঞ্চম রূপ সম্বন্ধে অবহিত হউন। আমরা পূর্বে এই নিয়া আলোচনা করিয়াছি যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম সহীহ্ মুস্‌লিমের হাদিসে মসিহ্ মাওউদকে চারি বার "নবীয়ুল্লাহ্" ('আল্লাহ্‌র নবী') বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি অহী নাযেল হওয়ার কথাও বলিয়াছেন। শরীয়তদাতা কোন নবীই তো আসিতে পারেন না এবং আঁ-হযরতের সঙ্গে কেহই সহ নবী হয় নাই। যদি মানুষের

ইস্‌লাহের জন্য উল্লিখিত 'পঞ্চম রূপের নবুওত'—যাহা মসিহ্ মাওউদ প্রাপ্ত হইবেন—ইহাও নাই, তবে মওদুদী সাহেব বলুন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম মসিহ্ মাওউদকে 'অহী প্রাপক' ও 'নবীয়ুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র নবী) বলিয়া কেন নির্ধারণ করিয়াছেন? নিছক নবুওয়াত উঠিয়া যাওয়া সম্বন্ধে 'উম্মতের ইজমা' কখনও হয় নাই। সুতরাং, পঞ্চম প্রকার যে নবী আসিবেন, ইস্‌লাহের জন্য না হইলে অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসিবেন? হযরত ইমাম আবদুল ওহাব শারানী আলাইহের রহমত দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট লিখিয়াছেন:—

فان مطلق النبوة لم ترتفع انما ارتفع نبوة التشريع - (اليواقيت و الجواهر - جلد ٢ - صفحه ٢٧ بحث ٣)

["ফা-ইন্না মুৎলাকান্ নাবুওয়াতে লাম্ তারতাফেয় ইন্নামার তাফাআ' নাবুওয়াতুৎ তাশরীয়ে।"]

"অতঃপর, নিশ্চয়ই নবুওয়াত একেবারেই উঠিয়া যায় নাই, শুধু 'তাশরিয়ী' (শরীয়ত-বাহী) নবুওয়াত উঠিয়া গিয়াছে।"

['আল্-ইয়াকিতু ওয়াল্-জাওয়াহের,' দ্বিতীয় জেল্‌দ, তৃতীয় তর্ক]

আশা করি, মওদুদী সাহেব এখন পুনর্বিবেচনা পূর্বক তাঁহার মতাবলীর ইস্‌লাহ্ করিবেন এবং স্বীকার করিবেন যে, শুধু ইস্‌লাহের জন্যও নবী আসিতে পারেন।

বানি-ইস্রায়িলের মধ্যে হযরত মুসা আলাইহেস্ সালামের পরে যে সকল নবী আগমন করেন, তাঁহারা সকলেই মানুষের ইস্‌লাহের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। আল্লাহ্-তা'লা এ সম্পর্কে বলেন:—

انا انزلنا التورة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا الذين هادوا - [مائدة ٧]

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আমরা তৌরাত অবতীর্ণ করিয়াছি। উহাতে হেদায়েত ও নূর আছে। এই তৌরাতের দ্বারা বহু নবী—যাঁহারা খোদা-তা'লার আজ্ঞাবহ ছিলেন—ইহুদীদের জন্য 'হাকাম' (মীমাংসাকারী)-রূপে কাজ করিতেন।" ['মায়েদা', রুকু ৭]

মসিহ্ মাওউদের মর্যাদা সম্বন্ধেও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম বর্ণিত হাদিসে حكم و عدل ('হাকামুন'ও 'আদলুন'—'মীমাংসাকারী' ও 'ন্যায়বিচারক') শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যদি 'হাকামিয়ত' (মীমাংসা) এবং মানব জাতির সংস্কার একই বস্তু নয়, তাহা হইলে মওদুদী সাহেব জানিয়া রাখুন যে পঞ্চম প্রকার নবী যেমন (মীমাংসক) 'হাকাম'-রূপে আগমন করেন, তদ্রূপ হাদিসোক্ত মসিহ্ মাওউদের নবুওতও 'হাকামিয়াতের মর্যাদা বিশিষ্ট'। সুতরাং, 'হাকামিয়তের মর্যাদা' সহ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সল্লামের পর উম্মতি-রূপে নবীর আগমন নবুওয়াতের এমন এক প্রকার, যাহা খাতামুন্-নাবীয়ীন আয়েতের বিরোধী নয়। ইহা যদি খতমে নবুওয়াতের বিরোধী হইত, তাহা হইলে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম মসিহ্ মওউদকে উম্মতি বলিয়া নির্ধারণ করিতেন না এবং মুসা আলাইহেস্ সালামের পর আগমনকারী নবীগণের ন্যায় তাঁহাকে মুহাম্মদীয় উম্মতের জন্য 'হাকাম'-রূপে আগমন করিবেন বলিয়া কখনো বলিতেন না। যাঁহাদের চক্ষু আছে, তাঁহারা দেখুন ও ভাবুন।

মসিহ্ মাওউদ ও দাজ্জাল তত্ত্ব

(১) দাজ্জালের প্রাদুর্ভাব এবং মসিহ্ ইব্নে মরিয়্যম

আলাইহেস সালামের নযুল সম্বন্ধে একুশটি হাদিস—প্রকৃতপক্ষে যাহাদের প্রত্যেকটিই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের 'কাশফ' ছিল বলিয়া 'তাবীর' করিতে হইবে—উদ্ধৃত করিবার পর মওদুদী সাহেব লিখিয়াছেন :

"শেষ কথা যা এই হাদিসগুলো এবং অন্যান্য বহু হাদিস থেকে জানা যায়, তা হলো এই যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মকে (আঃ) যে দাজ্জালের ভয়াবহ ফিৎনা নির্মূল করার জন্য প্রেরণ করা হবে, সে হবে ইহুদী এবং নিজকে সে মসিহ্ হিসেবে পেশ করবে ***আজ পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়ার ইহুদীরা সেই প্রতিশ্রুত মসিহর (Promised Messiah) আগমনের প্রতীক্ষা করছে—যার সুসংবাদ তাদেরকে দান করা হয়েছিল ***তার কাল্পনিক মাধুর্যকে ভিত্তি করে হাজার বছর থেকে ইহুদীরা জীবন ধারণ করেছে। তারা এ আশায় বসে আছে যে, প্রতিশ্রুত মসিহ হবেন এক জন জবরদস্ত যোদ্ধা এবং রাজনৈতিক নেতা। তিনি নীল নদী হইতে ফোরাত পর্যন্ত এলাকা (ইহুদীরা যে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বলে মনে করে।) আবার তাদেরকে ফেরত দেবেন এবং দুনিয়ার সকল স্থান থেকে ইহুদীদেরকে এনে এই দেশে একত্রিত করবেন।

"বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রসুলুল্লাহ্র ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমিকায় এর সমালোচনা করলে যে কোনো ব্যক্তিই অনুভব করবেন যে, সেই বড় দাজ্জালের আগমনের জন্যে মঞ্চ প্রস্তুতির কাজ শেষ হয়ে গেছে, রসুলুল্লাহ্র ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবিক যে হবে ইহুদীদের 'প্রতিশ্রুত মসিহ' ।***এই মসিহ্ দাজ্জালের মোকাবিলার জন্যে আল্লাহ্-তায়ালা 'মসীলে-মসীহ'কে নয়, সেই আসল মসিহকে পাঠাবেন ।***মসিহ্ দাজ্জাল ৭০ হাজার ইহুদী

সৈন্য নিয়ে সিরিয়া প্রবেশ করে দামেশকের দরজায় এসে পৌছবে। এহেন সংগীন মুহূর্তে দামেশকের পূর্ব অংশে সফেদ মিনারের সন্নিকটে (এই সফেদ মিনারটি বর্তমানে এখানে আছে) হযরত ঈসা ইব্নে মরিময় ফজরের সময় অবতরণ করবেন। এবং ফজরের নামাজের পর তিনি মুসলমানদের নিয়ে দাজ্জালের মোকাবিলায় বের হবেন। তাঁর আক্রমণে দাজ্জাল পিছে হটে উফায়েকের নিম্ন পার্বত্য পথ (১নং হাদীসে দেখুন) দিয়ে ইসরাইলের দিকে পলায়ণ করবে। হযরত ঈসা (আঃ) তার পশ্চাদ্ধাবন করবেন। অবশেষে 'লুদ' এর বিমান বন্দরে পৌঁছে তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন।" ['খতমে নবুওয়াত', বাঙলা সংস্করণ, ৬৭-৭৩ পৃঃ]

আমরা মওদুদী সাহেবের পুস্তিকা হইতে আবশ্যকীয় অংশের উদ্ধৃতি উপরে সন্নিবিষ্ট করিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, সত্য মসিহ্কে অস্বীকার পূর্বক মওদুদী সাহেবের কথা মত ইহুদীরা যেমন ইস্রাইলের আর এক জন মসিহ্ মাওউদ হইয়া আসিবেন বলিয়া বিশ্বাস করে—যাঁহাকে তাহারা যোদ্ধা ও রাজনৈতিক নেতা বলিয়া মনে করে, ঠিক তেমনি মওদুদী সাহেবও সত্য মসিহ্ মাওউদকে অস্বীকার পূর্বক হযরত মসিহ্ ইব্নে মরয়্যম আলাইহেস্ সালামকে যোদ্ধা ও রাজনৈতিক নেতা রূপে মুহাম্মদীয় উম্মতের মসিহ্ মাওউদ হইয়া আসিবেন বলিয়া মুসলমানগণকে প্রতীক্ষা করিতে বলিতেছেন।

ইহুদীগণের মধ্য হইতে কোন মসিহ্ মাওউদ জাহের হইবেন না

কিন্তু মওদুদী সাহেবের এই আশা কখনও পূর্ণ হইবে না যে, ইহুদীদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি মসিহ্ মাওউদ হওয়ার

দাবী করিবে এবং ঐ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে 'মসিহুদ-দাজ্জাল' হওয়া সত্ত্বেও ইহুদীরা তাহাকে কবুল করিয়া তাহাকে তাহাদের রাজনৈতিক নেতা ও মহাবাহু যোদ্ধারূপে বরণ করিবে। কারণ ইহুদীরা তো 'এলিয়' নবীকে আকাশে জীবিত আছেন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাহাদের প্রতিশ্রুত মসিহ্ আসিবার পূর্বে মালাকী নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 'এলিয় নবী' আকাশ হইতে নাযেল হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহারা 'ক্রন্দন দেওয়াল' (Wall of Wails)-এর সহিত আজও মস্তক স্পর্শ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করিয়া থাকে, যেন খোদা-তা লা এলিয় নবীকে শীঘ্র পুনঃ প্রেরণ করেন। তাহারা এলিয় আকাশ হইতে সোজাসুজি আগমন করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করার ফলে, তাহাদের সাচ্চা সত্য মসিহ্ হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের আগমনকে অস্বীকার করে এবং তাঁহার এই ব্যাখ্যাকে তাহারা যথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই যে, 'যোহন' (হযরত ইয়াহ্য়িয়া আলাইহেস্ সালাম) এলিয়ের শক্তি ও আত্মা নিয়া আসায় তিনিই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত 'মাওউদ' (বা প্রতিশ্রুত) ব্যক্তি ছিলেন এবং এই প্রকারে তিনি হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের পূর্বে এলিয় নবীর 'মসিল' (অনুরূপ) স্বরূপে আগমন করেন। ইহুদীরা যখন এই প্রকার বিশ্বাস করিয়া থাকে, এমতাবস্থায় তাহাদের মধ্যে কেহ মসিহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী করিলে তাহাকে তাহারা কখনো গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং, ইহুদীদের মধ্যে ইত্যাকার কোন ভণ্ড দাবীকারী জাহের হইতে পারে না, যাহাকে ইহুদীরা সত্যবাদী বলিয়া গ্রহণ পূর্বক তাহাদের মসিহ মাওউদ এবং মহাযোদ্ধা ও রাজনৈতিক নেতা বলিয়া গ্রহণ করিবে—যে পর্যন্ত মূল ইলিয়া তাহাদের বিশ্বাস মত আকাশ হইতে 'নাযেল' না হন। সুতরাং, ইহুদীদের মধ্যে কেহ মসিহ্ মাওউদ

রূপে আসিতেই পারে না, যাহাকে তাহারা গ্রহণ করিতে পারে এবং হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামও এই কাল্পনিক দাজ্জাল বধ করিবার জন্য আসিবার কোন প্রয়োজন হইতে পারে না।

হাদিসের বর্ণিত দাজ্জাল ইহুদীদের শাখা খৃষ্টানদের মধ্য হইতে জাহের হইয়াছে, এবং তাহার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য মসিহ্ মাওউদও আগমন করিয়াছেন। কিন্তু মওদুদী সাহেব তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই।

দাজ্জাল সংক্রান্ত আহাদিস সম্বন্ধে মওদুদী সাহেবের আগেকার অভিমত

মওদুদী সাহেব লিখিয়াছেন ঃ

(১) "কানা দাজ্জাল প্রভৃতি সবই গল্পগুজব। শরীয়তে এগুলির কোনই স্থান নাই। এই সকল জিনিষ খুঁজার আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। সাধারণ লোকের মধ্যে এই প্রকার যে সকল কথা বিস্তার লাভ করিয়াছে, এগুলির কোন প্রকার দায়িত্ব ইস্লামের উপর নাই এবং এগুলির মধ্যে যদি কোন বিষয় মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাহাতে ইস্লামের কোনই ক্ষতি হয় না।" [মওদুদী সাহেবের লেখা 'তরজমানুল্-কোরআন,' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৪৫ সন। মূল উর্দু হইতে অনুদিত]

(২) "দাজ্জাল সম্বন্ধে কতকগুলি হাদিস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের বিষয়-বস্তুর প্রতি একত্রে দৃষ্টিপাত করিলে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে হুজুর আল্লাহ্-তা'লার তরফ হইতে এই

ব্যাপারে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা শুধু এই যে এক বড় দাজ্জাল জাহের হইবে, তাহার এই এই গুণ হইবে এবং এই সকল বিশেষত্ব থাকিবে। কিন্তু তাঁহাকে বলা হয় নাই যে কখন জাহের হইবে, কোথায় জাহের হইবে, সে কি তাঁহার সময়ে পয়দা হইবে, না তাঁহার পর কোন দূরবর্তী সময়ে পয়দা হইবে। এই সমস্ত ব্যাপারে যে সকল বিভিন্ন উক্তি হুজুর হইতে আহাদিসে নকল করা হইয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অনুমান মাত্র, যাহার সম্বন্ধে তিনি নিজেও সন্দিহান ছিলেন। কখনো তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দাজ্জাল খুরাসান হইতে বাহির হইবে, কখনো বলিয়াছেন যে ইস্পাহান হইতে বাহির হইবে এবং কখনো ইহাও বলিয়াছেন যে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী এলাকা হইতে বাহির হইবে।***শেষ রেওয়াএত এই যে ষষ্ঠ হিজরীতে যখন ফেলিস্তিনের এক জন খৃষ্টান সন্ন্যাসী (তমীম-দারী) আসিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে এই গল্প শুনাইলেন যে, এক বার (যথা সম্ভব ভূ-মধ্য সাগর বা আরব সাগরে) সামুদ্রিক সফরের মধ্যে একটি অনাবাদ দ্বীপে পৌঁছিলে এক আশ্চর্যজনক ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল যে সে নিজেই দাজ্জাল, তখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম তাঁহার বিবৃতিকেও ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না। অবশ্য ইহাতে তাঁহার সন্দেহ প্রকাশ পূর্বক বলিলেন এই বিবৃতি অনুসারে দাজ্জাল ভুমধ্য সাগর বা আরব সাগরে আছে, কিন্তু আমি মনে করি যে সে পূর্ব হইতে জাহের হইবে।' এই দ্বিধা প্রথমতঃ নিজেই প্রকাশ করিতেছে যে, এই সব বিষয় তিনি অহীর ভিত্তিতে

বলেন নাই এবং তাঁহার অনুমান ঐ জিনিষ নয়, যাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন না হইলে তাঁহার নবুওতের উপর কোন দোষ বর্তে, কিংবা আমরা তদ্বিষয়ে ইমান না আনিলে আমাদিগকে বাধ্য করা হইবে বা কষ্ট দেওয়া হইবে।***হুজুরের জামানায় তাঁহার এই আশঙ্কা ছিল যে, সম্ভবতঃ দাজ্জাল তাঁহার সময়েই জাহের হইবে, কিংবা তাঁহার পরে নিকটবর্তী সময়ে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু সাড়ে তের শত বৎসরের ইতিহাস কি এ কথা প্রমাণিত করে নাই যে, হুজুরের আশঙ্কা যথার্থ ছিল না? এখন এই সমস্ত বিষয়কে এই প্রকারে নকল ও বর্ণনা করা যেন এগুলিও ইস্‌লামী ধর্ম-বিশ্বাস (আকায়েদ), ইস্‌লামের সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব মূলক নয় এবং হাদিসের সঠিক জ্ঞানের পরিচায়ক নহে হইতে পারে না।" ['মওদুদী সাহেবের লিখা 'তর্জমানুল্‌ কোরআন,' ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ সন; 'রাসায়েল ও মাসায়েল', ৫৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি হইতে নিম্ন লিখিত প্রশ্ন উঠে :—

ষোড়শ প্রশ্ন

দাজ্জাল সংক্রান্ত রেওয়াএতগুলি মওদুদী সাহেবের মতে সন্দেহ জনক হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্যে এ গুলিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন? কেননা ধর্মের দিক হইতে তো তাঁহার কথা মত ইহাদিগকে উদ্ধৃত ও বর্ণনা করিতে যাওয়া ইস্‌লামের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব মুলক নহে এবং হাদিসের সঠিক জ্ঞানেরও পরিচায়ক নহে।

সপ্তদশ প্রশ্ন

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে যখন বলা হয় নাই যে দাজ্জাল কখন জাহের হইবে, কোথায় জাহের হইবে, তখন মওদুদী সাহেব কেন তাঁহার 'খতমে-নবুওয়াত' পুস্তিকায় এ সম্বন্ধে এই প্রকার বিশ্বাস জন্মাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে দাজ্জাল বর্তমান ইস্‌রাইল রাষ্ট্রে ফেলিস্তিনের ইহুদীদের মধ্য হইতে মসিহ্ মাওউদ দাবী করিয়া দাঁড়াইবে, তারপর দামেশ্‌কের দিকে যাত্রা করিবে? অথচ তামীম দারীর রেওয়াএত শুনিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম দাজ্জাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'দাজ্জাল পূর্ব দিক হইতে বাহির হইবে' এবং দামেশক মদীনা মুনাওয়ারার পূর্ব দিক নহে!

মওদুদী সাহেব দাজ্জাল এবং মসিহ্ ইব্‌ন মরয়্যামের নযুল সংক্রান্ত আহাদিস বর্ণিত "ইয়াক্‌সেরুস্ সালীব" يكسر الصليب "ক্রুশ ভাঙ্গিবেন" বাক্যকে জাহেরী বাহ্যিক অর্থে না নিয়া তাঁহার পুস্তিকায় 'তাবির' (ব্যাখ্যা) করিয়াছেন :—

> "একটি পৃথক ধর্ম হিসেবে ঈসায়ী ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।" ['খতমে-নবুওয়াত,' বাঙলা সংস্করণ, ৪৬ পৃঃ পাদ-টীকা]

তারপর হাদিসোক্ত "ইয়াকতুলুল্ খিন্‌যির" (يقتل الخنزير শূকর বধ করিবেন) বাক্যের জাহেরী অর্থ ছাড়িয়া 'তাবির' করিয়াছেন :—

> "অনুরূপভাবে তিনি (অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম) বলবেন, আমার অনুসারীদের জন্যে আমি শূকর হালাল করিনি এবং তাদেরকে শরীয়তের বিধি নিষেধ থেকে মুক্তিও দেইনি, তখন ঈসায়ী ধর্মের দ্বিতীয়

বৈশিষ্ট্যও নির্মূল হয়ে যাবে। ['খতমে নবুওয়াত', বাঙলা সংস্করণ, ৪৭ পৃঃ পদ-টীকা]

অর্থাৎ, এই হিসাবে 'ক্রুশ ভাঙ্গা' জাহেরীভাবে হইবে না এবং মসিহ্ মাওউদ জাহেরীভাবে শূকর বধ করিবেন না, বরং খৃষ্টানদিগকে শূকর মাংস খাওয়ার জন্য বধ করিতে নিষেধ করিবেন বলিয়া 'তাবির' করা হইয়াছে। অন্য কথায়, মওদুদী সাহেব উল্লেখিত বাক্যগুলি রূপক অর্থে বর্ণিত হইয়াছে বালিয়া স্বীকার করেন।

অষ্টাদশ প্রশ্ন

সুতরাং, এখন এই প্রশ্ন জন্মে যে হাদিসের একাংশকে মওদুদী সাহেব যখন রূপকভাবে বর্ণিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তখন অপরাংশ অর্থাৎ হযরত ঈসা ইব্নে মরয়াম আলাইহেস্ সালাম ফেরেশ্তাদের কাঁধের উপর ভর রাখিয়া দামেশ্কের মিনারার পার্শ্বে (আকাশ হইতে) অবতরণ এবং দাজ্জালকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করিবার হাদিস বর্ণিত বিষয়কে 'এক জন মসিলে মসিহের আসমানী সাহায্য আগমন' এবং 'যুক্তির অস্ত্রে দাজ্জালীয় আন্দোলনের বিলোপ সাধন' অর্থে বিশ্বাস করিতে বাধা কোথায় ?

বিশেষ দ্রষ্টব্য

মওদুদী সাহেব বলেন :

حیات مسیح اور رفع الی السماء قطعی طور

پر ثابت نہیں - قرآن کی مختلف آیات سے
یقین پیدا نہیں ہوتا -

"মসিহ্ জীবিত থাকা এবং আকাশের দিকে উত্তোলন নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় না। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা একীন পয়দা হয় না।" [মওদুদী সাহেবের বক্তৃতা, আছরা, ২৮শে মার্চ, ১৯৫১ সন, আয়-নায়ে মওদুদীয়ত' হইতে সঙ্কলিত]

আবার তিনি বলিয়াছেন :

مسیح علیہ السلام کے رفع کا مسئلہ متشابہات
میں سے ہے -

"মসিহ্ আলাইহেস্ সালামের উত্তোলন ('রাফা' হওয়ার) বিষয় 'মুতাশাবেহাতের' অন্তর্গত।" ['কওসর' পত্রিকা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ ইং]

ইহা সত্ত্বেও মওদুদী সাহেব তাঁহার 'খতমে-নবুওয়াত' পুস্তিকায় 'মসিহের নযুল' সম্বন্ধে যে সকল হাদিস উপস্থিত করিয়াছেন, তদ্বারা হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম আকাশ হইতে সোজাসুজি নাযেল হওয়া সম্বন্ধে প্রত্যয় জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অথচ আহাদিস সম্বন্ধে তাঁহার 'মযহব' (মত) এই :

ایات قرانی کے منزل من اللہ ہونے میں تو
کسی شک کی گنجائش ہی نہیں بخلاف اس
کے روایات میں اس شک کی گنجائش موجود
ہے کہ واقعی حضور ہیں یا نہیں - [رسائل و
مسائل - صفحہ ۲۷۰]

"কোরআন করীমের আয়াত আল্লাহ্-তা'লার তরফ হইতে নাযেল হওয়া সম্বন্ধে কাহারো কোনও সন্দেহ করিবার স্থান নাই। তৎ-বিপরীত রেওয়াইয়াত সম্বন্ধে এই সন্দেহের অবকাশ আছে যে বাস্তবিকই হুজুরের, কি হুজুরের নয়?" ['রাসায়েল ও মাসায়েল', ২৭ পৃঃ]

উনবিংশতি প্রশ্ন

এখন প্রশ্ন মওদুদী সাহেব কেন তাঁহার উপরোক্ত ধারণার বিরুদ্ধে 'মসিহের নযুল সংক্রান্ত আহাদিস' দ্বারা হযরত ঈসা আলাইহেস সালাম সোজা আসমান হইতে নাজিল হইবেন বলিয়া জন সাধারণের প্রত্যায় জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন, যখন তিনি কোরআন মজীদের পরিপ্রেক্ষিতে ঈসা আলাইহেস সালাম জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্তোলিত হাওয়াকে সুনিশ্চিত বলিয়া জানেন না এবং রাওয়াইয়াতগুলিতে কোরআন মজীদের সহিত তুলনা পূর্বক বলেন যে "এই সন্দেহের অবকাশ আছে" যে ঐগুলি সত্যই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম হইতেই বর্ণিত হইয়াছে কি না?

আরো কথা

মওদুদী সাহেব ইমাম মাহ্দী আলাইহেস্ সালাম সম্বন্ধীয় একটি হাদিসের সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন:—

"মূল সত্যকে সম্পূর্ণ আবরণশূন্য করিয়া দেওয়া যাহার ফলে বুদ্ধির পরীক্ষার কোনই সুযোগ থাকে না, খোদা-তা'লার হিকমতের খেলাফ। কিরূপে ধারণা করা

যায় যে, আল্লাহ্-তা'লা এই বিধানকে শুধু ইমাম মাহ্দীর বেলায়ই পরিবর্তন করিবেন এবং তাঁহার বায়আতের সময় আকাশ হইতে ঘোষণা করিবেন যে, হে মানবগণ! ইনি আমার খলিফা মাহ্দী। তাঁহার কথা শুন এবং পালন কর'।" ['তর্জমানুল্-কোরআন,' জুন, সন ১৯৪৬]

বিংশতি প্রশ্ন

তবে কেন মাওদুদী সাহেব হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম ফেরেশ্তাদের পাখায় হাত রাখিয়া দামেশকের পূর্ব দিকস্থ শ্বেত মিণারার পার্শ্বে জাহেরীভাবে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন? ইহা কি আল্লাহ্-তা'লার চিরাচরিত প্রথা ও ঐশী হিকমতের বিরোধী নয়? ইহাতে কি "হকিকত" মাহদী সম্বন্ধে আকাশ হইতে শব্দ হওয়ার চেয়েও অধিক আবরণ মুক্ত হইয়া পড়ে না এবং বুদ্ধির পরীক্ষার সুযোগ নষ্ট হয় না?

তার পর

মওদুদী সাহেব 'খতমে-নবুওয়াত' পুস্তিকায় একথা বিশ্বাস করাইতে চান যে, মসিহ্ আলাইহেস্ সালাম নাযিল হওয়া মাত্র মুসলমান এবং খৃষ্টান সকলেই তাঁহাকে গ্রহণ করিবে। তিনি লিখিয়াছেন:—

"তখন সমস্ত ধর্মের বৈষম্য ঘুচিয়ে মানুষ এক মাত্র দ্বীন

ইস্‌লামের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর ফলে (মূল উর্দুতে আছে ج ط س।—এই প্রকারে) আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না এবং কারুর থেকে জিজিয়াও আদায় করা হবে না।" ['খতমে নবুওয়াত', বাঙলা সংস্করণ, ৪ পৃঃ, পদ-টীকা]

একবিংশতি প্রশ্ন

ইহাতে প্রশ্ন জাগে, হযরত আদম আলাইহেস্ সালামের সময় হইতে নিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম পর্যন্ত কোন নবীর সময়ই কি এমন হইয়াছে যে, কোন নবী দাবী করা মাত্র বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া তাঁহার সম-সাময়িক সমস্ত মানুষ তাঁহাকে এক মুহূর্তে কবুল করিয়াছে? এই প্রকার বিশ্বাসের ফলে গৃহীত হওয়ার দিক দিয়া হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের কি এমন মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় না, যাহা কোন নবী লাভ করেন নাই? এমন কি, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামেরও (নাউযুবিল্লাহ্) এই মাহাত্ম্য ছিল না যে, তাঁহার জাতি কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ না করিয়াই তাঁহাকে গ্রহণ করে।

মওদুদী সাহেবের নীতি-ভঙ্গ

সুতরাং, দাজ্জাল ও মসিহ্ নাযেল সংক্রান্ত মওদুদী সাহেবের 'মন্তব্যগুলি তাঁহার স্বীকৃত নীতি ও ধারণার — তাঁহার মাস্‌লিক মুসাল্লামতের' বিরোধী এবং তাহার নীতি পরিহারে জ্বলন্ত প্রমাণ।

হাদিস সম্বন্ধে আমাদের নীতি

ভবিষ্যৎ সক্রাংন্ত হাদিসগুলি সম্বন্ধে আমাদের অনুসৃত কোন প্রকার নীতি বর্জন দোষে দুষিত নহে। ভবিষ্যৎ বিষয় সংক্রান্ত হাদিসগুলির গুপ্ত অহী সম্বলিত, অর্থাৎ মুকাশাফাতের সহিত সম্পর্কিত। এজন্য 'মুফাশাকাত' (অতি জাগ্রত অবস্থায় আধ্যাত্মিক দৃশ্যবলী দর্শন) এবং 'রুইয়া সালেহা' (সত্য স্বপ্নের) ন্যায় এই প্রকার হাদিসগুলির 'তাবির' (বা তাৎপর্য গ্রহণ) করিতে হয়। আমরা ইহাদের এমন 'তাবির' করি, যাহাতে বুদ্ধি পরীক্ষার অবকাশ থাকে এবং 'ইয়ুমেনুনা বিল-বিল-গায়েব' (يؤمنون بالغيب—অদৃশ্য বিষয়ে ইমাম আনার) সাওয়াব অন্তর্হিত হইয়া না যায় এবং আল্লাহ্‌র নিয়ম ও হেকমত বজায় থাকে। যদি কোন স্থানে দুই বা ততোধিক হাদিস বাহ্যতঃ অনৈক্যপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করিতেছে বলিয়া দেখায়, সেখানে আমরা উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করি। যদি এই প্রকার হাদিসগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা না যায়, তবে আমরা যাহা সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর উহাকে উপরে স্থান দেই। ভবিষৎ বিষয় সংক্রান্ত হাদিসগুলি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম হইতে আহরিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হওয়ার কারণে আমরা কখনো সে গুলির অমর্যাদা ('ইস্তেখফাফ') পছন্দ করি না, যেরূপ মওদুদী সহেব 'কানা দাজ্জালের' বিষয় সম্পর্কিত আহাদিসকে 'গল্পগুজব' (افسانہ) বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহা স্পষ্ট অমর্যাদা—ইস্তেখ্‌ফাফ। মওদুদী সাহেব তো "হাযা-খালিফাতুল্লাহিল-মাহ্‌দী (هذا خليفة الله المهدى—"এই তো আল্লাহ্‌র খলিফা মাহ্‌দী") যে হাদিসে আছে, উহাকে রদ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উহাকে সহীহ, বিশুদ্ধ হাদিস বলিয়া জানি। কারণ আহ্‌মদীগণের মতে ইমাম মাহ্‌দী সম্বন্ধে রমযান মাসে আকাশে

চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের যে নির্শদন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এক প্রকার আসমানী আওয়ায' বা আকাশের ধ্বনিই ছিল এবং ইহা এই ঘোষণা করিতেছিল যে, "খোদ-তা'লার খলিফা মাহ্দী আগমন করিয়াছেন। তাঁহার কথা শুন ও পালন কর।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, মওদুদী সাহেবের আধ্যাত্মিক শ্রবণেন্দ্রীয় ইহা শোনা হইতে বঞ্চিত। ইহা ছাড়া, অনেক আহ্মদী এলহামীভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত হন যে, 'ইমাম আখেরুয্-যমান জাহের হইয়াছেন'। ইহাও 'আসমানী আওয়ায' বা 'আকাশ ধ্বনী' —যাহা তাঁহারা হৃদয়ের গভীরতম অংশে শ্রবণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে 'দাজ্জাল জাহের হওয়া' এবং 'মসিহ্ ইব্নে মরয়্যমের নযুল' সংক্রান্ত হাদিস সমুহের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির 'তাবির' করাও সমীচীন মনে করি।

দাজ্জাল জাহের হওয়া এবং মসিহ্ নাযেল হওয়া সংক্রান্ত হাদিসগুলির সহীহ তাবীর

১। মসিহ্ ইব্নে মরয়্যম নাযেল হওয়া দ্বারা তাঁহার কোন 'মসিল' (অনুরূপ ব্যক্তি) আসমানী সাহায্যে আগমন বুঝায়। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম কাশফ-যোগে তাঁহাকে (প্রতিশ্রুত মসিহ্কে) দুই ফেরেশতাহ্র পাখায় হাত রাখিয়া অবতরণ করিতেছেন বলিয়া দেখিয়াছিলেন। ইহার 'তাবির' এই যে, মসিহ্ ফেরেশ্তাহ্গণের সাহায্য পাইবেন।

২। 'প্রত্যুষের সময় নাযেল' হওয়ার অর্থ মসিহ্ মাওউদের জহুর এমন সময় হইবে, যখন ইস্লামের আঁধার যুগের অবসান এবং ইহার পুনরুত্থানের সময় উপস্থিত হইবে।

৩। মুসলমানগণ ফজরের নামাজের জন্য প্রস্তুত' হওয়ার সময় মসিহ্ নাযেল হওয়া দ্বারা বুঝায় যে, মসিহ্ মাওউদের আগমনের পূর্বে মুসলমানগণের একটি জামাআত ইসলামের সেবার্থে প্রতীক্ষমান থাকিবে এবং তিনি দাবী করিলে পর তাঁহাকে তাহাদের ইমামরূপে গ্রহণ করিবে। মসিহ্ মাওউদের তখন "ফারেজু বাইনী ও বাইনা আদুবিল্লাহে" (فرجوا بينى و بين عدو الله) বলার অর্থ এই যে, ঐ জামাআত দাজ্জালের সহিত সংগ্রাম করিতে চাহিবে, কিন্তু তাহারা তাহাদের অবলম্বিত উপায়ে মুকাবিলা করিতে পারিবে না। এ জন্য দাজ্জালের মুকাবিলার জন্য মসিহ্ মাওউদ আপনাকে উপস্থিত করিবেন এবং তাঁহার যুক্তির অস্ত্রে দাজ্জালী আন্দোলনের অবসান হইবে। ইহাই দাজ্জাল বধ।

৪। 'দমেশ্‌কের পূর্ব দিকে শ্বেত মিনারার নিকট নাযেল' হওয়া দ্বারা মসিহ্ মাওউদ কাদিয়ানের জাহের হওয়ার স্থানকে বুঝায়। আধ্যাত্মিক আলোকময় স্থান কাদিয়ান দামেশ্‌কের পূর্ব দিকেই অবস্থিত। সেখান হইতে মসিহ্ মাওউদ দাবী করিয়াছেন। এই 'তাবির' দ্বারা দামেশকের পূর্ব দিকে মসিহ্ নাযেল হওয়ার হাদিস এবং মদীনা মুনাওয়ারার পূর্ব দিকে দাজ্জাল জাহের হওয়ার হাদিস দুইটির মধ্যে অন্বয় হয়। দামেশ্‌ক মদীনা মুনাওয়ারার পূর্ব দিকে নয়, উত্তর দিকে অবস্থিত।

এই হাদিসগুলি অনুসারে মসিহ্ মাওউদ দাজ্জালের মুকাবিলা এমন স্থানে করা কর্তব্য, যাহা দামেশ্‌কের পূর্ব দিকে এবং মদীনা মুনাওরারও পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই স্থান ভারতবর্ষ এবং উহার অধীনস্থ পাঞ্জাব প্রদেশ।

সুতরাং, ইসলামের পুনরুত্থান আন্দোলন ভারতবর্ষে আরম্ভ হওয়া নির্দিষ্ট ছিল। ইহাই যাবতীয় ধর্মাবলীর আবাসভূমি ছিল! এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোন দেশেরই ছিল না, যেখানে সব ধর্ম মত পাওয়া যায়।

দামেশ্‌কের পূর্ব দিকে শ্বেত মিনারার নিকট মসিহ্ নাযেল হওয়ার হাদিস এক প্রকার জাহেরী ভাষাতেই সফল হইয়াছে।

কারণ ১৯২৪ খৃঃ সনে হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ খলিফাতুল্ মসিহ্ সানী আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লা দামেশক সফর কালে এই শ্বেত মিনারারই পার্শ্বে মহাগৌরবান্বিত নযুল ফরমাইয়াছিলেন। হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের এলহামগুলিতে তাঁহার এই পুত্রকেও মসিহ্ নির্দেশ করা হইয়াছে। তারপর, প্রতিনিধি সহযোগে কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইলে, যাঁহার প্রতিনিধিত্ব করা হয় তাঁহারই হস্তে পূর্ণ হওয়া গণ্য করা হয়। যেমন হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের হাতে তাঁহার এক মুকাশাফায় রোমক ও পারাস্য সম্রাটদের কোষাগারের চাবি প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত উমর রাযি আল্লাহু আন্হুর হস্তে তাঁহার খেলাফতের সময় পূর্ণ হইয়াছিল। এই হাদিস সহীহ বুখারীতে আছে। ['সহীহ্ বুখারী', মিসর সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, ১৫১ পৃঃ, বাব রুইয়া-উল্-লাইল]।

হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্‌লাম তাঁহার জীবদ্দশায় এই তাবির' করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :—

ثم يسافر المسيح الموعود او خليفة من
خلفائه الى ارض دمشق -

[حمامة البشرى - صفحه ٣٧]

("অতঃপর, মসিহ মাওউদ কিংবা তাঁহার খলিফাগণের মধ্যে কোন খলিফা দামেশকের ভূমির দিকে সফর করিবেন")।

৫। মওদুদী সাহেবের উদ্ধৃত ২১ নং রাওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, "অবশেষে বৃক্ষ ও প্রস্তর-খণ্ডও ফুকারে বলবে: হে আল্লাহ্‌র বান্দা, হে মুসলমান, দেখো, এখানে এক জন ইহুদী, একে হত্যা করো!" ['খাতমে নবুওয়াত,' বাঙলা সংস্করণ, ৩২ পৃঃ]

ইহাতে মওদুদী সাহেব এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াছেন যে, দাজ্জাল "ইহুদী" হইবে। অথচ এ সবগুলি কথারই 'তাবির' প্রয়োজন। কারণ, প্রস্তর বা বৃক্ষের এই প্রকারে চীৎকার করাও তেমনি আল্লাহ্‌র বিধান এবং হেকমতের বিরোধী, যেমন মওদুদী সাহেবের মতে আকাশ হইতে এই ধ্বনি আসা যে, "এই আমার খলিফা মাহ্‌দী, তাহার কথা শোন এবং পালন কর" আল্লাহ্‌র সুন্নত ও হেকমতের বিরোধী। সুতরাং, বৃক্ষ ও প্রস্তর খণ্ড চীৎকার করার 'তাৎপর্য' (তাবির) এই যে দাজ্জাল যে সকল যুক্তিকে শক্তিশালী ও সন্তোষ জনক মনে করিয়া উহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, ঐ যুক্তিগুলি যেন মসিহ্ মাওউদ ও তাঁহার মুসলিম জামাআতের সম্মুখে নিজেই নিজের দুর্বলতা ঘোষণা করিতে থাকিবে এবং মসিহ্ মাওউদ এবং তাঁহার জমাআতের যুক্তিগুলির সম্মুখে দাজ্জাল তাহার ঐ সকল যুক্তির দ্বারা কোনই আশ্রয় খুঁজিয়া পাইবে না এবং আয়েত

ليهلك من هلك عن بينة

("হত হয় সে, যে যুক্তি দ্বারা হত হয়") আয়েত অনুযায়ী দাজ্জাল যুক্তির দিক দিয়া হত হইবে এবং ইহাই তাহাকে বধ করা, যাহার পর তাহার জাতি ইস্‌লামে রুহানী জীবন লাভ করিবে।

'ক্রুশ ভাঙ্গা' এবং 'শূকর বধ করা' কথাগুলির তাৎপর্য (তাবির) মওদুদী সাহেব নিজেই করিয়াছেন, "একটি পৃথক ধর্ম

হিসেবে ঈসায়ী ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।" ['খতমে নবুওয়াত,' ৪৬ পৃঃ, পাদ টীকা]

৬। এই হাদিসে দাজ্জালকে اليهودى। ("বিশেষ ইহুদী") এ জন্য বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে ঈসায়িয়াতও ইহুদী ধর্মেরই শাখা এবং তৎকালীন মসিহ্ মাওউদকে অস্বীকার করিবার ফলে ইহুদীগণ যেমন হযরত মসিহ্ ইবনে মরয়্যম আলাইহেস্ সালামকে অস্বীকার করিয়াছিল, দাজ্জাল ইহুদীদের সহিত সাদৃশ্য বশতঃ এবং তাহাদের মসিলে পরিণত হওয়ায় কাশফী ভাষায় তুলনা মূলকভাবে "আল্-ইহুদ" বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং "আল্-ইহুদ" দাজ্জালের গুণ বাচক নাম, পারিবারিক নাম নয়। কারণ এই হাদিসেই পরে মসিহ্ মাওউদের জমাআত সম্বন্ধে লিখিত আছে "ও ইয়াক্সেরুনাস্ সালীবা ও ইয়াক্-তুলুনাল খিন্যিরা" ("তারা ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবে, শূকর হত্যা করবে")। মওদুদী সাহেব স্বয়ং ইহার অর্থ করিয়াছেন, "একটি পৃথক ধর্ম হিসেবে ঈসায়ী ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।" সুতরাং খৃষ্টানরূপী দাজ্জাল মূলতঃ ইহুদী নয়। তাহাকে তুলনামূলকভাবে "আল্-ইহুদ" নির্ধারণ করা হইয়াছে কারণ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি দাজ্জালের ফিৎনা হইতে রক্ষা লাভ করিতে চায়, সে 'সুরাহ কাহাফের' প্রথম দশ আয়াত 'তেলাওত' করিবে।" আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, এই আয়াতগুলি পাঠকারী দাজ্জালের স্পষ্ট গুণগুলি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে চিনিয়া লইবে। এ জন্য তাহার 'ফিৎনা' দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া হইতে রক্ষা লাভ করিবে। 'সুরাহ্ কাহাফের' প্রথম দশ আয়াতে দাজ্জালের সন্ধান দেওয়ার মত আয়াতগুলির মধ্যে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ আয়েত এই :—

و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا - ما لهم
به من علم و لا لابائهم - [كهف ع ١]

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তা'লা তাহাদিগকে সতর্ক করিতেছেন, যাহারা বলে যে আল্লাহ্-তা'লা নিজের জন্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাহাদেরও কোন জ্ঞান নাই এবং তাহাদের পুর্ব পুরুষদেরও ছিল না।" [সুরাহ্ কাহাফ, প্রথম রুকূ]

সুরাহ্ মরয়্যমে ইহাকে 'মহাবিপ্লব' বলা হইয়াছে

সুরাহ্ মরয়্যমের শেষে খৃষ্টান সংক্রান্ত ভীষণ ফিৎনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। খোদা-তা'লা বলেন ঃ—

تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الارض
تخر الجبال هدا - ان دعوا للرحمن ولدا -

"তাহারা আল্লাহ্র পুত্র নির্দেশের ফলে অদূর ভবিষ্যতে আকাশসমূহ বিদীর্ণ হইবে, পৃথিবী ফাটিবে এবং পর্বতসমূহ চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যাইবে। ['মরয়্যম', ৯১ আয়েত]

ইহার চেয়ে ভয়ঙ্কর ধর্মীয় অশান্তি ও বিপ্লব কোরআন মজীদে আর কিছুই বর্ণিত হয় নাই। তারপর, হাদিস শরীফে দাজ্জালের ফিৎনাকেই 'সর্বাপেক্ষা বড় ফিৎনা' বলা হইয়াছে। সুতরাং দাজ্জাল খৃষ্টানদের মধ্য হইতেই বাহির হওয়ার ছিল। বস্তুতঃ, খোদা-তা'লার পুত্র নির্ধারণ এবং এই বিশ্বাস নিয়া জেদ এ যুগে শুধু পাশ্চাত্য দেশগুলির খৃষ্টান পাদ্রীরাই করিয়া থাকে। তাহারাই নানা স্থানে এই আকিদার তবলীগ করিয়া বেড়ায় এবং বলে যে মসিহ্ ইব্নে মরয়্যম আলাইহেস্ সালাম খোদার পুত্র, বরং স্বয়ং খোদা।

সুতরাং, দাজ্জাল প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টানদের মধ্য হইতেই বাহির

হওয়ার কথা ছিল, ইহুদীদের মধ্য হইতে বাহির হওয়ার কথা ছিল না। যে সকল ইহুদী 'উযায়েরকে' "খোদার পুত্র" বলিত, তাহারা আরব দেশে ইসলামের কেন্দ্রে বাস করিত, তাহারা এখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে।

৭। মসিহ্ মাওউদের যে অস্ত্র দ্বারা 'দাজ্জাল বধ' করিবার কথা, তাহা শুধু 'আসমনী অস্ত্র'। কারণ সহীহ্ বুখারীর হাদিসে মসিহ্ মাওউদ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, "ইয়াযাউল্-হার্বা" (يضع الحرب) অর্থাৎ, "মসিহ্ মাওউদ যুদ্ধ মওকুফ করিবেন।" অন্য কথায়, তিনি আধ্যাত্মিকভাবে মুকাবিলা করিবেন—জাহেরী যুদ্ধ দ্বারা নহে। এই 'আসমানী অস্ত্র' ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ঈসা আলাইহেস্ সালাম মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া কাশ্মীরের দিকে হিজরত করিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক জীবন যাপন পূর্বক ওফাত প্রাপ্ত হন।

Jesus In Rome নামক পুস্তকে লিখিত বিবরণ হইতে প্রকাশ প্রায় যে, এখন খৃষ্টান গবেষণাকারিগণও এই মতেরই সমর্থন আরম্ভ করিয়াছেন। ইদানিং 'ইথাস' হইতে মার্ক লিখিত সুসমাচার'-এর প্রাচীন পাণ্ডলিপি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে মসিহ্ পূর্ব দিগন্ত দেশ হইতে জাহের হওয়ার কথা লিখিত আছে। এই বিষয়ের যাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাদের নিম্ন-লিখিত পুস্তক, পুস্তকাগুলি পাঠ করিতে পারেন :—

(১) Jesus In India, by the Holy Founder of the Ahmmadiyya Movement (হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম লিখিত 'মসিহ্ হিন্দুস্তান-মেঁ' কেতাবে ইংরাজী অনুবাদ)

(২) Did Jesus Die on Cross ?—by J. D. Shams.

(৩) 'মসিহ্ মাশরেক মেঁ'।

(৪) মসিহ্ কাশ্মীর মেঁ।

(৫) 'সাহায়েফে কামরান'।

(৬) 'কুব্‌তী ইঞ্জীল কা ইন্‌কেশাফ।

(৭) 'মসিহ্ বালাদে শের্‌কিয়া মেঁ।

"নশর ও ইশাআত বিভাগ, নাযারাতে ইস্‌লাহ ও-ইরশাদ, রাবওয়া, পশ্চিম পাকিস্তান" ঠিকানায় পত্র লিখিলে এই পুস্তক-গুলি পাওয়া যায়।

এই আকাদা বিস্তার লাভ করিলে 'ঈসায়ীয়ত' ও 'ইহুদীয়ত' উভয় ধর্মই শেষ হইয়া যায়। যেখানেই এই আকিদা বিস্তার লাভ করিতেছেন যে হযরত মসিহ্ আলাইহেস্ সালাম ক্রুশের মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া পূর্ব দেশে হিজরত করিয়াছিলেন, সেখানেই 'দাজ্জালী অন্দোলন' সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ হইতেছে।

৮। মওদুদী সাহেব যে সকল হাদিস উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐগুলির মধ্যে ১৬নং হাদিসে 'দজ্জাল কতল' হওয়ার স্থান 'দামেশ্‌ক' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ২০ নং হাদিসে 'আফিক পাহাড়ের খাঁটি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং ১৫ নং হাদিসে 'বাবে লুদ্' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 'খাত্‌মে নবুওয়াত' পুস্তিকায় মওদুদী সাহেব যে মানচিত্র দিয়াছেন (বাঙলা সংস্করণ, ৭২ পৃঃ) তদনুযায়ী 'আফিক পর্বত' এবং 'বাবে-লুদ্' মধ্যে দূরত্ব যথেষ্ট। 'আফিক পর্বত' ফেলিস্তিনের আরব রাষ্ট্রের বাহিরে অনেক দূরে উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং 'বাবে-লুদ্' ফেলিস্তিনের আরব রাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমে বাহিরে প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত ইহা দেখাইবার জন্য আমরা পর পৃষ্ঠায় মওদুদী সাহেবের পুস্তিকা হইতে উল্লিখিত মানচিত্রের অবিকল নকল প্রকাশ করিতেছি :—

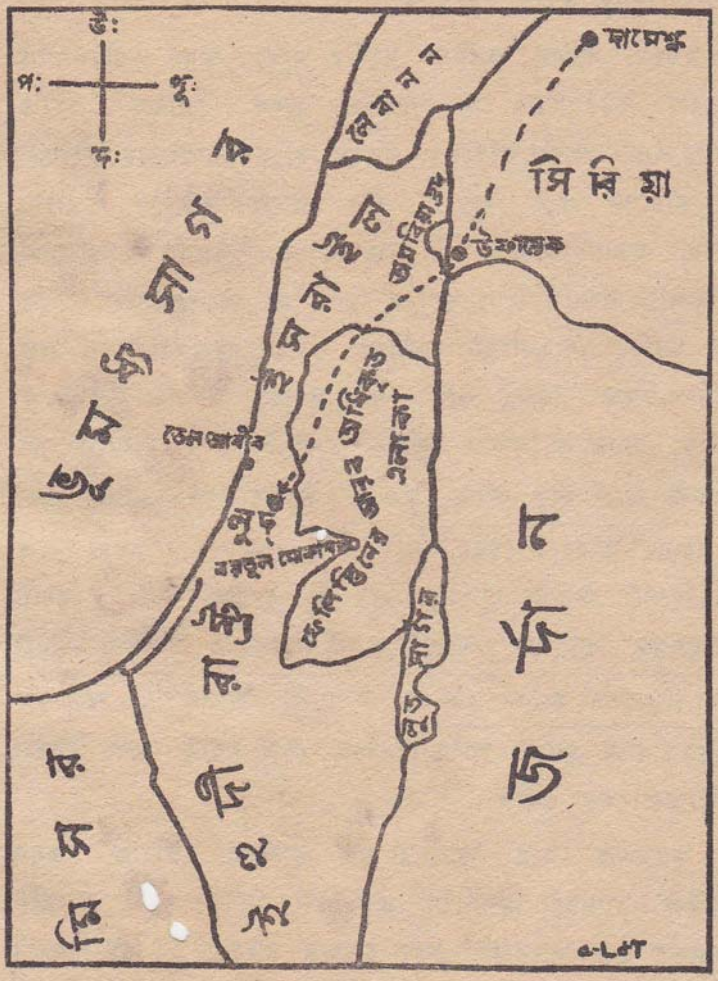

স্কেল ইংরাজী মাইল।

মানচিত্রটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'জবল আফিক' হইতে 'লুদ' পর্যন্ত ব্যবধান খুব বেশী। দাজ্জাল এই দুই স্থানেই নিহত হইতে পারে না।

মওদুদী সাহেব হাদিস দুইটির মধ্যে অন্বয় প্রদর্শনার্থে 'তাবিল' করিয়াছেন যে, দাজ্জাল 'জবল আফিক' হইতে পশ্চাদ্‌পসরণ আরম্ভ করিবে। ইব্‌নে মরিয়ম দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করিবেন এবং 'লুদের' দ্বার প্রান্তে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হত্যা করিবেন। অন্য কথায়, তাঁহার মতে এক হাদিসোক্ত দাজ্জাল বধের 'তাবির' 'দাজ্জালের পশ্চাদপসরণ'। কিন্তু এই 'তাবির' একেবারেই অর্থশূন্য। কারণ, দাজ্জাল বধের জন্য হাদিসগুলিতে 'তিনটি স্থান' বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম দামেশ্‌ক দ্বিতীয়, 'জবল আফিক'। তৃতীয়, 'বাব-ই-লুদ'। দাজ্জাল বধ জাহেরী অর্থে নহে বলিয়া মওদুদী সাহেব "ক্রুশ-ভাঙ্গা" এবং "শূকর-বধ" করিবার যেমন তাবির করিয়াছেন যে, "একটি পৃথক ধর্ম হিসেবে ঈসায়ী ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে", তেমনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের উল্লিখিত তিনটি 'মুকাশাফাতের' তাবির এই যে, দাজ্জালী আন্দোলন অবশেষে শহরেও শেষ হইবে পার্বত্যাঞ্চলেও শেষ হইবে এবং সমতল ভূমিতেও শেষ হইবে।

'দামেশক' নাম 'শহরের' জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, 'জবল আফিক' 'পাহাড়ী এলাকার' জন্য এবং 'সমতল ভূমি ও পল্লী' অঞ্চলের জন্য 'বাবে-লুদ' নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। এই প্রকারে এ সম্পর্কে সকল হাদিসেরই পারস্পরিক অন্বয় হয় এবং সর্বত্রই দাজ্জাল নির্মূল হওয়াও সম্ভব হয়।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে 'দামেশ্‌ক,' 'জবল আফিক' 'বাব-ই-লুদ' প্রভৃতি এলাকা মুকাশাফাতে প্রদর্শনে এই তত্ত্বের প্রতি এই সংকেত করাই উদ্দেশ্যে ছিল যে,

বিকৃত ঈসায়ীয়তের ভিত্তি স্থাপন ও প্রচারের জন্য এই এলাকাগুলির একটা ঐতিহাসিক পট-ভূমিকা আছে।

দাজ্জালী আন্দোলনের দীর্ঘ কালব্যাপী মুকাবিলা

আহাদিসে দাজ্জালী আন্দোলন সমগ্র বিশ্ব হইতে মসিহ্ মাঊউদের অস্ত্রের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে শেষ হওয়া বুঝায় না। বরং ধর্মীয় আন্দোলনগুলির কৃতকার্যতার জন্য দীর্ঘ সময় ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই প্রকারে দাজ্জালী আন্দোলন নির্মূল হওয়ার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। তখন খোদা-তা'লা সমগ্র ধর্ম গুলিকে নবুয়ী হাদিস অনুযায়ী ইস্‌লামে দাখিল করিবেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, একটি হাদিস-ই- নবুয়ীতে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি আন্‌হু আল্লাহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم *** قال (موسى) يا رب انى اجد فى الالواح امة يؤتون العلم الاول و الاخر فيقتلون قرون الضلالة المسيح الدجال [دلائل النبوة - جلد ١ - صفحه ١١٤]

["আন্ আবি হুরায়রাতা কালা কালা রাসুলুল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামা *** কালা (মুসা) ইয়া রাব্বে ইন্নি আজেহু ফিল্-আল্ওয়াহে উম্মানাই" ইয়াতুনাল্-ইল্মাল্ আউওয়ালা-ওয়ালাল্-আখেরা ফাইয়াক্তুলুনা কুরুনায যালা-লাতিল্ মাসিহাদ্ দাজ্জালা]

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ "রসুলুল্লাহ্ সাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম ফর-মাইয়াছেন * * * মুসা (আলাইহেস্ সাল্লাম) বলিলেন,

'হে আমার রাব্ব্, আমি পাতাগুলিতে এক জাতির বিবরণ পাইতেছি, যাহাদিগকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্ঞান দেওয়া হইবে। তাহারা শতাব্দী ব্যাপী মসিহুদ্-দাজ্জালের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকিবে।" [দালায়েল্-নবুওত, জেন্দ, ১৪ পৃঃ] এই হাদিসের আলোকে দেখা যায় যে, মসিহ্ মাওউদের জামআতকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে দীর্ঘ কাল ব্যাপী সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। তারপর দাজ্জালী আন্দোলন শেষ হইবে। এই ভাবে দাজ্জাল নিহত হইবে। এ নয় যে, মসিহ্ মাওউদের দাবীর সঙ্গে সঙ্গেই নিমিষের মধ্যে দাজ্জাল বধ হইয়া যাইবে।

৯। মওদুদী সাহেবের পেশ করা হাদিসগুলিতে বর্ণিত আছে যে, মসিহের "নিঃশ্বাসের হাওয়া যে কাফেরের গায়ে লাগবে —এবং এর গতি হবে তাঁর দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত—সে জীবিত থাকবে না।" বাহ্যিক দৃষ্টিতে আশ্চর্য জনক হওয়া ছাড়াও বুদ্ধির পরীক্ষাকে ইহা একেবারে পণ্ড করিয়া দেয় এবং 'আল্লাহ্র সুন্নত' (বিধান) এবং 'ঐশী হিকমত' এর বিরোধী। কাজেই মসিহ্ মাওউদের নিঃশ্বাসে কাফেরদের মৃত্যুর 'তাবির' এই যে, মসিহ্ মাওউদের অভিশাপে ঐ সকল কাফের বিনষ্ট হইবে, যাহাদের উপর বদ-দোয়ার জন্য তাঁহার নজর পড়িবে। ইহার এ অর্থ নয় যে তাঁহার নিঃশ্বাস বিষাক্ত হইবে, যাহার ফলে তাঁহার দৃষ্টির সীমানার ভিতরে সব কাফের মরিতে থাকিবে। যদি ইহা বুঝাইত, তবে দাজ্জালকে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করিবার কোনই প্রয়োজন হইত না। মসিহ্ মাওউদের বিষভরা নিঃশ্বাসই তাহাকে নিধন করিত। যেহেতু দাজ্জাল ব্যক্তি বিশেষ নয়, এক আন্দোলন বিশেষের নাম 'দাজ্জাল', সেই জন্য ইহার মুলোচ্ছেদের জন্য যুক্তি সহ দীর্ঘ কাল ব্যাপী সংগ্রাম অত্যাবশ্যক।

১০। দাজ্জাল সংক্রান্ত রাওয়ায়েতগুলিতে তাহার বাহির হওয়ার স্থান নিয়াও মতভেদ আছে। দাজ্জাল 'খুরাসান' হইতে বাহির হইবে বলিয়াও লিখিত আছে। ইস্পাহান হইতে বাহির হওয়ার কথাও আছে। 'দামেশক' 'সিরিয়া' এবং 'ইরাকের' মধ্য হইতেও বাহির হওয়ার বিষয় বর্ণিত আছে। তামিম-দারীর রাওয়ায়েত মুতাবেক 'দ্বীপ' হইতে বাহির হওয়ার কথা আছে। তারপর, মদীনা মুনাওয়ারার পূর্ব দিক হইতে বাহির হওয়ার কথাও পাওয়া যায়।

এই রাওয়াইয়াতগুলির শুধু এই প্রকারেই সামঞ্জস্য করা যায় যে, দাজ্জাল জনৈক ব্যক্তি বিশেষ নয়। ইহার প্রকাশ বিভিন্ন ব্যক্তি এবং তাহাদের আন্দোলন, যাহা বিভিন্ন স্থান হইতে নানা আকার হওয়া নির্দিষ্ট ছিল। দ্বীপ (ইংলণ্ড) হইতে বাহির হইয়া ভারতবর্ষে যে দাজ্জাল অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, সে ছিল পাদ্রীদের আন্দোলন। ইহা ভারতে ইংরাজ অভ্যুত্থানের পর একটা বন্যার ন্যায় বহিয়া গিয়াছিল। বহু ভদ্র মুসলমান পরিবার 'ঈসায়ী' হইয়া গিয়াছিল এবং 'ঈসায়ী' হইতেছিল।

১১। মওদুদী সাহেব "কানা দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদিসগুলিকে" "গল্পগুজব" বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমারা এই হাদিসগুলিকে তাঁহার ন্যায় "আফসানা" বা "গল্পগুজব" বলি না—ঐগুলি 'তাবির' করিতে হইবে বলিয়া মনে করি। কারণ প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকার হাদিসগুলি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের 'কাশফ' বা অতিন্দ্রিয়-দর্শন। সুতরাং, দাজ্জালের 'ডান চোখ কানা' হওয়ার অর্থ তাহার আধ্যাত্মিক চক্ষু অন্ধ। বস্তুতঃ, ইউরোপীয়ান পাদ্রীদের ধর্ম-চক্ষু অন্ধ হওয়ার অধিকতর প্রমাণ আর

কি যে, মানব স্বভাব সুলভ যাবতীয় প্রয়োজনাদির বশবর্তী এক জন মানুষকে তাহারা খোদা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছে!

১২। দাজ্জাল বাহির হওয়া এবং 'ইবনে মরয়্যম নাযেল' হওয়ার সম্বন্ধে মওদুদী সাহেব যে সকল হাদিস পেশ করিয়াছেন, ঐগুলির মধ্যে কোন কোনটিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মসিহ্ আলাইহেস সালাম মুসলমানগণের 'আমীরের 'পিছনে' নামায পড়িবেন এবং কোন কোনটিতে আছে যে, তিনি নিজেই 'ইমাম' হইবেন। উভয় প্রকার রাওয়াইয়াতের মধ্যে বাহ্যিকভাবে অনৈক্য আছে। মওদুদী সাহেব দ্বিতীয় প্রকার হাদিসকেই রদ' করিয়াছেন এবং মসিহ্ ইবনে মরয়্যম নাযেল হওয়ার পর মুসলমানগণের 'আমীরের' অধীন হইবেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা এক জন নবীর প্রাকাশ্য অবমাননা। আমাদের মতে উভয় প্রকার হাদিসেরই অন্বয় এই ভাবে হয় যে, অন্যান্য হাদিস হইতে প্রমাণিত হয় যে আখেরী জামানার মামুর অর্থাৎ আল্লাহ্-তা'লা কর্তৃক প্রত্যাদেশ দ্বারা নিয়োজিত ধর্ম সংস্কারকের) এর দুইটি পদ থাকিবে। একটি হইতেছে 'মাহ্দী হওয়ার মর্যাদা' এবং অন্যটি হইতেছে 'ঈসুবিয়েতের মকাম'। দৃষ্টান্তস্থলে, ইমাম আহ্মদ হাম্বলের মসনদে এক হাদিস বর্ণিত আছে:—

يوشك من عاش منكم ان يلقى عيسى ابن مريم اماما مهديا -

["ইয়ুশেকু মান্ আশা মিন্কুম্ আন্ ইয়াল্কা ঈসাবনা মরয়্যামা ইমামান্ মাহ্দীয়ান"]

অর্থাৎ, "প্রতিশ্রুত মসিহ্ ইমাম মাহ্দী।" ['মসনদ' ইমাম আহ্মদ-হাম্বল]

এই হাদিস হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, 'ঈসা' যাঁহাকে বলা হইয়াছে, তাঁহাকেই 'ইমাম মাহদী' ও নির্ধারণ করা হইয়াছে। এই প্রতিশ্রুত ইমাম "আল্-মাহ্দী"-রূপে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের 'কামেল বরুয' (পূর্ণ-প্রতিবিম্ব) বলিয়া সমগ্র বিশ্বের ইস্লাহের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এবং ঈসা আলাইহেস্ সালামের 'কামেল বরুয' বলিয়া তিনি উম্মতের মসিহ্ মাওউদ বা প্রতিশ্রুত মসিহ্রূপে খৃষ্টানদেরও ইস্লাহ করিবেন। সুতরাং তাঁহার মাহদী হওয়ার দিকই মূল ও অগ্রগণ্য এবং মসিহ্ হওয়ার দিক তাঁহার শাখা ও পরোক্ষ রূপ। কিন্তু যেহেতু মসিহ্ মাওউদই ইমাম মাহ্দী, এ জন্য আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম 'মুকাশাফাতে' (দিব্য দর্শনে) তাঁহাকে মাহ্দী হিসাবে 'ইমাম' বলিয়া দর্শন করেন এবং মসিহ্ হিসাবে 'মুক্তাদী' বলিয়া দর্শন করেন। একই ব্যক্তি বলিয়া অন্যান্য হাদিসেও মসিহ্ মাওউদকেই ইমাম প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। যদি কেহ আমাদের এই তাবির ঠিক নয় বলিয়া মনে করে, তবে অন্যান্য যে সকল হাদিস মসিহ্ ও মাহ্দীকে একই ব্যক্তি বলিয়া নির্ধারণ করে, ঐগুলিকে তাহার রদ করিতে হইবে। কিন্তু 'রদ' এর পরিবর্তে 'সমন্বয়' প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। সেই জন্য আমরা ইহাই করিয়াছি।

১৩। মওদুদী সাহেবের পেশ করা ৫নং রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মসিহ্ মুসলমানগণের ইমাম হইবেন। খোদার দুশমন দাজ্জাল তাঁহাকে দেখিবা মাত্র দ্রব হইতে থাকিবে, যেমন পানিতে লবন দ্রবীভূত হয়। যদি মসিহ্ আলাইহেস্ সালাম উহাকে এই অবস্থায় ছাড়িয়া দেন, তবু সে

গলিয়া যাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবে। কিন্তু আল্লাহ্-তা'লা তাহাকে হযরত ঈসা আলাইহে সালামের দ্বারা বধ করাইবেন। তিনি অর্থাৎ ঈসা আলাইহেস্ সালাম দাজ্জালের রক্তে রঞ্জিত তাঁহার বর্শা মুসলমানদিগকে দেখাইবেন।

এই হাদিসে মসিহ্ মাওউদের আবির্ভাবে দাজ্জালের অবস্থা কি হইবে, বর্ণনা করা হইয়াছে। মসিহ্ মাওউদের রুহানী তাহ্রিক—তাঁহার অত্যাত্মিক অন্দোলনের সমীরণ প্রবাহে দাজ্জালের মধ্যে এই অনুভূতির সৃষ্টি করিবে যে, তাহার জাতির জীবন পদ্ধতিতে জড়বাদ অধিকার বিস্তার করায় তাহাদের ধর্মীয় অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। যদি মসিহ্ মাওউদ তাহাদিগকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করিতেন, তবে ঈসায়ীয়ত জড়োপাসনায় শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু ইস্লামের স্বার্থে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুত মসিহের ব্যবহারের জন্য যে অস্ত্র নির্দিষ্ট ছিল, তাহা এই যে হযরত মসিহ্ ইব্নে মরয়্যম (আঃ) স্বাভাবিক জীবন যাপন করিয়া মৃত্যু লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জামাআতকে এই অস্ত্র-যোগে ঈসায়ীয়তের মৃত্যুর আলামত দেখাইয়াছেন। ইন্শা-আল্লাহ্-তা'লা, অবশেষে ঈসায়ীয়ত এখন শেষ হইয়া ইস্লামের মধ্যে নূতন আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিবে। ইহা আল্লাহ্-তা'লার নিকট কঠিন নহে। وما ذالك على الله بعزيز -

শেষ কথা

আমাদের নিবেদন, মাওদূদী সাহেব মুসলমানদিগকে এই আশা দিয়াছেন, বর্তমান ফেলেস্তিন রাষ্ট্রে কোন ইহুদী মসিহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী নিয়া দাঁড়াইবে এবং প্রকৃতপক্ষে সে-ই দাজ্জাল হইবে।

তাহাকে বধ করিবার জন্য হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালাম আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন—এই আশা কখনও পূর্ণ হইবে না। কারণ খোদা-তা'লার নিয়োজিত মসিহ্ মাওউদ যথা সময়ে মুহাম্মদীয় উম্মতে জাহের হইয়াছেন। অতএব, এখন কোন মসিহ্ আকাশ হইতে আসিবেন না। খোদার প্রত্যাদিষ্ট মামুর মসিহে পাক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন :—

"আকাশ হইতে মসিহ্ মাওউদের অবতরণ শুধু একটা মিথ্যা ধারণা। স্মরণ রাখিবে, কেহই আকাশ হইতে অবতরণ করিবে না। আমাদের যত সব বিরুদ্ধবাদী এখন জীবিত আছেন, তাঁহারা সকলেই পরলোক গমন করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই ঈসা ইব্নে মরয়্যমকে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবেন না। তারপর তাঁহাদের সন্তানদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারাও মরিবে এবং তাহাদেরও কোন ব্যক্তি ঈসা ইব্নে মরয়্যমকে আকাশ হইতে অবতরণ করিতে দেখিবে না। তারপর, তাহাদের সন্তানদের সন্তানেরাও মরিবে। তাহারাও মরয়্যম পুত্রকে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবে না। তখন তাহাদের হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইবে! ক্রুশের প্রাধান্যের সময়ও উত্তীর্ণ হইয়াছে,—পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু মরয়্যম পুত্র ঈসা আজও আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন না! তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সমবেত-ভাবে এই বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবেন এবং আজ হইতে তৃতীয় শতাব্দী পার হইবে না, যখন ঈসা (আঃ) এর জন্য প্রতীক্ষাকারী কি মুসলমান—কি খৃষ্টান একেবারে আশাচ্যুত ও বীত-শ্রদ্ধ হইয়া এই মিথ্যা আকিদা ত্যাগ করিবে এবং পৃথিবীতে একই ধর্ম হইবে ও একই নেতা হইবেন। আমি তো একটি বীজ বপনের

জন্য আসিয়াছি। সুতরাং, আমার হাতে সেই বীজ বপন করা হইয়াছে। এখন উহা বর্ধিত হইবে, ফলফুলে সুশোভিত হইবে এবং কেহই ইহা রোধ করিতে পারিবে না।

['তায্‌কেরাতুশ্‌-শাহাদাতাইন,' ১৯০৩ সনে মুদ্রিত]

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

"বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই যাবতীয় প্রশংসা, এই আমাদের শেষ কথা।"